বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

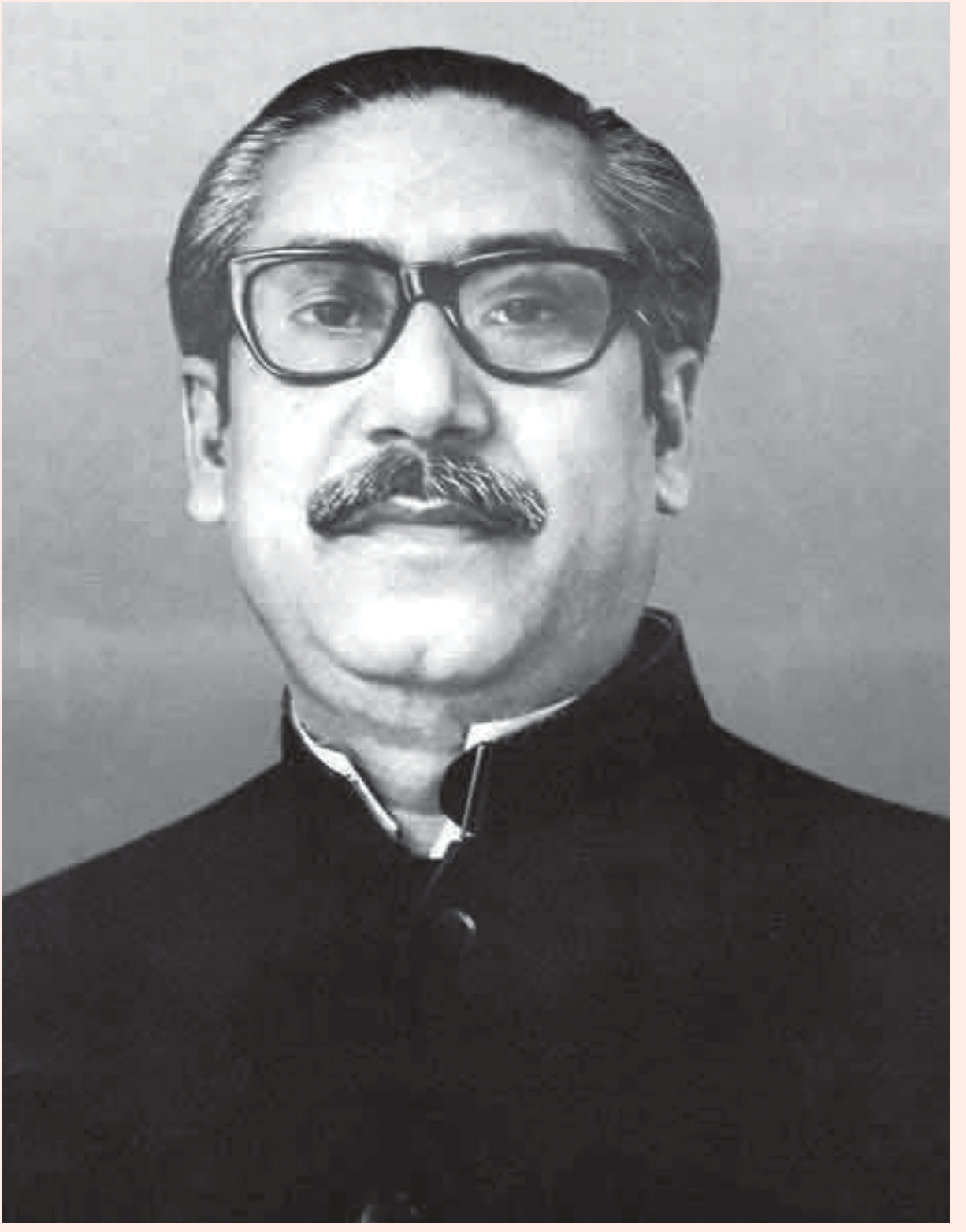

"স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

“আমাদের প্রত্যেক জেলায় বা মহকুমায় অতীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো, সাহিত্যচর্চা হতো, সাহিত্য সম্মেলন হতো, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো। এই চর্চা অনেকটা কমে গেছে। এটা আবার চালু করা দরকার।”

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

কে এম খালিদ এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান

খলিল আহমদ
সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

হাসনা জাহান খানম, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
সুব্রত ভৌমিক, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
শাহনাজ সামাদ, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
নাফরিজা শ্যামা, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোখলেসুর রহমান আকন্দ, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মিনার মনসুর, পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্য
সালাহউদ্দিন আহাম্মদ, সচিব (উপসচিব), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	সদস্য
কাজী নুরুল ইসলাম, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোছাঃ সুস্মিতা ইসলাম, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
রতন চন্দ্র পাল, প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
রাজীব কুমার সাহা, কর্মকর্তা, অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য
রাজীব কুমার সরকার, উপসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

সহযোগিতায়

মোঃ রাজু আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সুমাইয়া আক্তার, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মোঃ সাইফুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি
আশরাফুজ্জামান (সুমন), বাংলা একাডেমি

প্রচ্ছদ : আনিসুজ্জামান সোহেল

প্রকাশকাল : ১০ই অক্টোবর ২০২৩

মুদ্রণ : বাংলা একাডেমি প্রেস, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা ১০০০

প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সংস্কৃতি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম মাপকাঠি। বাংলাদেশের সংস্কৃতি সহস্রাব্দ প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ। ভৌগোলিক অবকাঠামো, অনন্য নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যুগে যুগে বাঙালি জাতিসত্তাকে ঋদ্ধ করেছে নিরন্তর। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের গৌরবময় সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে ১৯৭২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক একটি বিভাগ চালু করেছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে গঠিত হয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে 'সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি'। দেশজ সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অভিলক্ষ্য। বাঙালি সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা, লালন, উন্নয়ন ও বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতাকরণ, উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দেশে-বিদেশে ঐতিহ্যবাহী এ সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

নবগঠিত 'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট'সহ সর্বমোট ১৮টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য-ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে।

সংস্কৃতিমনস্ক ও মেধাবী জাতি গড়ে তুলতে যুগপৎ শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন অপরিহার্য। এ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশের মধ্যদিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তিসহ অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তাঁর সফল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। আর তাঁর দক্ষ, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সে লক্ষ্য অর্জনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি এ প্রকাশনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কে এম খালিদ এমপি

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার বছরব্যাপী কার্যক্রমকে প্রামাণ্যকরণের নিমিত্তে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বছরব্যাপী সম্পাদিত সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার প্রয়াস থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের সামগ্রিক চিত্র এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। মহতী এই উদ্যোগের শুরুতেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোনকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ এবং জাতীয় চার নেতাকে।

এ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শনী, প্রকাশনা ও উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার, জ্ঞানভিত্তিক সমাজগঠনে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা ও গবেষণা জোরদারকরণ এবং বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন–এ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রয়োগ করে থাকে। ৪টি অধস্তন অফিস এবং সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত ১৪টি স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন এবং বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভিশন ২০৪১ অনুযায়ী উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ একটি শ্রমসাধ্য কাজ। যাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দুরূহ কাজটি সফল হয়েছে তাঁদেরকে অভিবাদন জানাই। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা থেকে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে জনগণ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে এ আমার দৃঢ় প্রতীতি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

খলিল আহমদ
সচিব

মুখবন্ধ

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রত্যেক জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ। আমাদের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, রুচি, ব্যবহার্য বস্তুগত উপাদানসমূহ প্রভৃতির সামষ্টিক রূপই সংস্কৃতি। সমাজের মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বেড়ে উঠি। পৃথিবীর প্রত্যেক সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। প্রতিটি সংস্কৃতিরই রয়েছে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি হাজার বছরের প্রাচীন। এ দেশের সবুজ-শ্যামল মায়াময় পরিবেশ সুজলা-সুফলা ভূমি, সম্পদের প্রাচুর্য, মানুষের অকৃত্রিম আতিথেয়তায় যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে এ দেশের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল।

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি গঠনের রূপকল্প এবং দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের অভিলক্ষ্য নিয়েই নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

একটি আদর্শ সমাজ গঠনে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চারু-কারু ও ললিতকলার সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, জাতীয় গ্রন্থাগার/গণগ্রন্থাগারের উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, একুশে পদক প্রদান, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন, সংস্কৃতিসেবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন ও সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের মতো কার্যাবলিসহ আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ এ মন্ত্রণালয় হতে ধারাবাহিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে আমাদের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করা সম্ভব। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটি, জামদানি শাড়ি, মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং বাউল সংগীত ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের ওপর সচিত্র তথ্যাদি সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর এ উদ্যোগে একত্র হয়েছে নবগঠিত 'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট'সহ সর্বমোট ১৮টি দপ্তর/সংস্থা। এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসনা জাহান খানম
সভাপতি
সম্পাদনা পরিষদ
ও
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
মন্ত্রণালয় পরিচিতি **১৫-২৪**
পটভূমি ১৭
রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১৮
কৌশলগত উদ্দেশ্য ১৮
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজ ১৮
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ১৯
মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ১৯
আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন ২০
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ২১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ২১
বিগত পাঁচ বছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় **২৫-৩২**
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ২৭

তৃতীয় অধ্যায় **৩৩-৪৪**
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ৩৫
দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাংস্কৃতিক বিনিময় ৩৫
বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি ৩৫
ইউনেস্কোর আওতাধীন বিশ্ব অপরিমেয় এবং পরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ঐতিহ্য ৩৭
ইউনেস্কোর অপেক্ষমাণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকা ৩৫

চতুর্থ অধ্যায় **৪৫-৬৮**
ফটো গ্যালারি

পঞ্চম অধ্যায় **৬৯-১৮০**
মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

ষষ্ঠ অধ্যায় **১৮১-১৮৮**
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সহায়ক কার্যক্রম ১৮৩
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৮৩
বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ১৮৪
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮৪
অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন ১৮৪
ঐতিহ্য অন্বেষণ ১৮৫
মাওলানা ভাসানী স্মৃতিসৌধ ১৮৬
বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট ১৮৭

সপ্তম অধ্যায় **১৮৯-১৯৮**
সুশাসন ও জবাবদিহিতা
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১৯১
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১৯১
সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) ১৯১
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ১৯৩
তথ্য অধিকার ১৯৪
উদ্ভাবনী কার্যক্রম ১৯৪
বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট ও ডেজিগনেটেড অফিসারদের তালিকা ১৯৫
সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ ১৯৮
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৯৮

প্রথম অধ্যায়

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

১. পটভূমি

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি স্বচ্ছ দর্পণ যেখানে কোনো জাতির পরিচয় প্রতিফলিত হয়। সুপ্রাচীন গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক জনপদ এই বাংলাদেশ। হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বাঙালি সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। সবুজ-শ্যামল অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ দেশের মায়াবী প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও মতের মানুষের সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও অসংখ্য লোকজ উৎসব এবং শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা এ দেশের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। জারি-সারি, ভাটিয়ালি, বাউল সংগীত, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, নাটক, যাত্রাপালা বাঙালি জাতিসত্তাকে করেছে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত। মাতৃভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ এসবই আমাদের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। সংস্কৃতির মাধ্যমেই বিবৃত হয়েছে বাঙালির আত্মপরিচয়। বাঙালি সংস্কৃতির যথাযথ পরিচর্যা, লালন, উন্নয়ন, গবেষণা ও সাবলীল বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান, এগুলোর উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং দেশে-বিদেশে এগুলোকে তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। উদার ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, লোকজ সংস্কৃতির প্রসার, প্রত্ন-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শিল্প ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও এ মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ১৯৭২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক একটি বিভাগ চালু করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালে 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়' নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগের ২৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন'। এছাড়াও ২৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে,'বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহের বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'।

এ মন্ত্রণালয় পরিমেয়, অপরিমেয় এবং জ্ঞানভিত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রচার করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রয়োগ করে থাকে। ৪টি অধস্তন অফিস এবং সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ/নতুন সংস্থার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প-সংস্কৃতি লালন, সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন, সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন,ভাষা, শিল্প-সাহিত্য ও ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা, জাতীয় দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন, বিভিন্ন মেলার আয়োজন এবং বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের সকল উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারই এ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে। বেসরকারি গ্রন্থাগারের বিস্তার এবং বিদ্যমান গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে বই ও অনুদান বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় অস্বচ্ছল সংস্কৃতিকর্মীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইউনেস্কো কনভেনশন-এর প্রয়োগ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম কাজ। বিশ্ব-সংস্কৃতির সাথে বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও এর আওতায় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪৩টি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি (Cultural Agreement), ৩টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) এবং ২০টি দেশের সাথে Cultural Exchange Program (CEP) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি ক্রমশ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া এ সকল চুক্তি (Cultural Agreement)/সমঝোতা স্মারক (MoU) ও বিনিময় কার্যক্রম (CEP)-এর নির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে

সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে। যেসকল দেশের সাথে এখনও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়নি সেসব দেশের সাথেও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অনন্য সংস্কৃতিকে তুলে ধরার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Mission)
সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি।

অভিলক্ষ্য (Vision)
দেশজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

কৌশলগত উদ্দেশ্য

- দেশজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার;
- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণা জোরদারকরণ;
- বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলি

- দেশের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণে সংস্কৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন ও প্রয়োগ;
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন;
- জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, চারু-কারু ও ললিতকলার সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন;
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ চিহ্নিতকরণ, খনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;
- সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ;
- সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, অনুদান প্রদান ও উন্নয়ন;
- জাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং চারুকলার বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;
- ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য একুশে পদক প্রদান;
- অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান/আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন দেশের সাথে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ।

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

আওতাধীন ৪টি অধস্তন সরকারি অফিস এবং সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত ১৮টি স্বায়ত্তশাসিত/সংবিধিবদ্ধ/নতুন সংস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

অধিদপ্তর

- প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
- আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
- কপিরাইট অফিস

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

- বাংলা একাডেমি
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
- কবি নজরুল ইনস্টিটিউট
- জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
- বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান
- কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি
- রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী
- মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

নতুন সংস্থা

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, হালুয়াঘাট
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, দিনাজপুর
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, নঁওগা
- বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট।

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ে 'প্রশাসন', 'উন্নয়ন ও পরিকল্পনা', 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' এবং 'অতিরিক্ত সচিব' অনুবিভাগ রয়েছে। এ ৪টি অনুবিভাগের অধীনে ৮টি অধিশাখা ১৬টি শাখা রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত ১২৫ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৯৮ জন কর্মরত রয়েছেন।

ক্র.নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
১.	সচিব	০১টি	০১টি	...
২.	অতিরিক্ত সচিব	০১টি	০০টি	০১টি
৩.	যুগ্মসচিব	০৩টি	০২টি	০১টি
৪.	উপসচিব{উপপ্রধানসহ (৭+১)}	০৮টি	০৭টি	০১টি
৫.	সচিবের একান্ত সচিব	০১টি	০১টি	...
৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান	১৬টি	১৫টি	০১টি
৭.	সিস্টেম এনালিস্ট	০১টি	০১টি	০০টি
৮.	প্রোগ্রামার	০১টি	০১টি	...
৯.	সহকারী প্রোগ্রামার	০১টি	...	০১টি
১০.	সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	০১টি	০১টি	...
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১টি	...	০১টি
১২.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪ টি	১৩টি	০১টি
১৩.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩ টি	১৩টি	০০টি
১৪.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১টি	০১টি	...
১৫.	গবেষণা সহকারী	০১টি	০১টি	...
১৬.	হিসাবরক্ষক	০১টি	০১টি	...
১৭.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৮টি	০৪টি	০৪টি

ক্র.নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ
১৮.	কম্পিউটার অপারেটর	০৩টি	০১টি	০২টি
১৯.	ক্যাশিয়ার	০১টি	০১টি	...
২০.	পরিসংখ্যান সহকারী	০১টি	০০টি	০১টি
২১.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১টি	...	০১টি
২২.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৩টি	১০টি	০৩টি
২৩.	ক্যাশ সরকার	০১টি	০১টি	...
২৪.	ফটোকপি অপারেটর (ডিএমও)	০১টি	০১টি	...
২৫.	বার্তাবাহক (মেসেঞ্জার/সাইকেল মেসেঞ্জার/বয় মেসেঞ্জার)	০১টি	...	০১টি
২৬.	অফিস সহায়ক (দপ্তরি ও এমএলএসএস)	৩০টি	২২টি	০৮টি
	মোট	**১২৫টি**	**৯৮টি**	**২৭টি**

আইন/বিধি ও নীতিমালা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে আইনবলে বিভিন্ন সংস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আইনে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার নিম্নবর্ণিত ৩টি আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকা নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের 'আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা' ২০২৩।
২. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০২৩।
৩. বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান বরাদ্দ এবং বই নির্বাচন ও সরবরাহ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত-২০২২)

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রণীত আইন/বিধি ও নীতিমালা সংশোধন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত আইন/নীতি/প্রবিধানমালা সংশোধন প্রক্রিয়াধীন আছে:

ক্রমিক	শিরোনাম
১.	The Officers and Employees (Department of Archaeology and Museums) Recruitment Rules, 1985
২.	The Antiquities Act (Amendment Ordinance 1976) সংশোধন করে প্রত্নসম্পদ আইন-২০২৩-এর কার্যক্রম চলমান।
৩.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২৩ (সংশোধিত)
৪.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) আইন, ২০২৩
৫.	জাতীয় সংস্কৃতি নীতি, (সংশোধন) ২০২৩
৬.	কপিরাইট আইন, ২০২৩
৭.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বিরিশিরি, নেত্রকোণা, (কর্মকর্তা ও কর্মচারী), চাকরি প্রবিধানমালা

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে যেসকল বিষয়াদির ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- নোটলিখন, নথি উপস্থাপন ও সারসংক্ষেপ লিখন
- ই-ফাইলিং ও ওয়েব পোর্টালে তথ্য ব্যবস্থাপনা
- নথি শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি
- তথ্য অধিকার
- উদ্ভাবনী কার্যক্রম
- সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯
- সরকারি চাকরি আইন ২০১৮
- সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮
- করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ
- প্রবিধানমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত চেকলিস্ট
- বিভিন্ন রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা
- দাপ্তরিক কাজে উদ্ভাবন
- সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপি'তে ১৬টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত ১৬টি প্রকল্পের জন্য মোট ২৯২৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত বরাদ্দ হতে মোট ২৫১০৪.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যা বরাদ্দের ৮৫.৭০%। কিন্তু অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রে বরাদ্দকৃত ২৯২৯৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৫২৮৯.৩৮ লক্ষ টাকা ছাড় করার সম্মতি প্রদান করা হয়। সংরক্ষণ করা হয় ৪০০৫.৬২ লক্ষ টাকা। ছাড়ের জন্য সম্মতিপ্রাপ্ত ২৫২৮৯.৩৮ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৫১০৪.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ছাড়ের জন্য সম্মতিপ্রাপ্ত অর্থের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.২৭%। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে 'গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ', 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন', 'গণহত্যা নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ' প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। চলমান ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্প ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে (পৃথক টেবিলে দেখানো হলো)।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান ১৬টি প্রকল্পের তথ্য নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও মোট ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যয়
১.	চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২৪	৬৪১৪.০০	৫৪৫৫.৪৩
২.	দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	১৮৮০.০০	১৮৬২.৮৯
৩.	সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ : জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪	১০১১.০০	১০০১.৩৫
৪.	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদ : মে ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৯০৬০.০০	৭৫৮৫.০৯
৫.	শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ মেয়াদ : মে ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪	৩৮.০০	৩০.০০
৬.	কপিরাইট ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩	১৬৩০.০০	১৬১৮.৪৩
৭.	ঐতিহাসিক রোজ গার্ডেন-এর প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ এবং ঢাকা মহানগর জাদুঘর স্থাপন মেয়াদ : জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৫০০.০০	৪০০.০০
৮.	ঢাকাস্থ নজরুল ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বিদ্যমান ভবনের রিনোভেশন (২য় সংশোধিত) মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪	১০০০.০০	৬৯৯.৪০
৯.	গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ (২য় সংশোধিত) মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	৪৩০.০০	৩৫০.১৫
১০.	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘর ভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর২০২৩	১২০০.০০	১০১৪.৯৭
১১.	১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)। মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩	১৯১৯.০০	১৯০০.১৬
১২.	শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত) মেয়াদ : সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	১০৪৮.০০	৭০৪.১৯
১৩.	জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত) মেয়াদ : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩	২৫০০.০০	১৯০১.২১
১৪.	রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ মেয়াদ : জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫	৫৫০.০০	৪৭৬.৩০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও মোট ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যয়
১৫.	মুক্তাগাছা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ মেয়াদ : জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত	১০৫.০০	১০৫.০০
১৬.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি অফিস কাম মাল্টিফাংশনাল ভবন নির্মাণ মেয়াদ : জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২	১০.০০	০.০০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে চলমান ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম, মেয়াদ ও মোট ব্যয়	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ব্যয়
১.	কপিরাইট ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩	১৬৩০.০০	১৬১৮.৪৩
২.	শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ (১ম সংশোধিত) মেয়াদ : সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	১০৪৮.০০	৭০৪.১৯
৩.	১৯৭১ : গণহত্যা- নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২৩	১৯১৯.০০	১৯০০.১৬

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় (১) কপিরাইট ভবন নির্মাণ, (২) শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ এবং (৩) ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ভবন নির্মাণ শীর্ষক তিনটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। শৈলজারঞ্জন সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি ১১ই মার্চ ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে শুভ উদ্বোধন করেন। কপিরাইট ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি ৪ঠা জুলাই ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে শুভ উদ্বোধন করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

কল্যাণ অনুদান

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪,০৬২ জনকে সর্বমোট ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা (সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জিটুপি পদ্ধতিতে আইবাস প্রক্রিয়ায় ২য় বারের মতো নগদ/বিকাশ/ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান করা হয়েছে) আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ পর্যন্ত প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য কল্যাণ অনুদান খাত থেকে সর্বমোট ৩৮,৮৭৪ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ৭২,২১,৭০,০০০/- (বাহাত্তর কোটি একুশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা ভাতা প্রদান করা হয়।

চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১,৫০১টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন হারে মোট ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে (সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জিটুপি পদ্ধতিতে আইবাস প্রক্রিয়ায় ২য় বারের মতো নগদ/বিকাশ/ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে)। ২০০৯- হতে ২০২৩ পর্যন্ত চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান ও থিয়েটারসমূহ খাত হতে সর্বমোট ১৪,৯৬১টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে ৬৭,৫৮,৮০,০০০/- (সাতষট্টি কোটি আটান্ন লক্ষ আশি হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রথমবারের মতো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সকল জেলায় অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের অনুকূলে নির্বাচিত গ্রন্থাগারের ব্যাংক হিসাবে iBAS++সিস্টেমে EFT-এর মাধ্যমে প্রদত্ত অনুদানের অর্থ সুবিধাভোগীর নিকট দ্রুততম সময়ে এবং নির্ভুলভাবে প্রদান বিষয়ে iBAS++ স্কিম এর সহযোগিতায় সাধারণ কোটায় ৭৪২টি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের বিশেষ কোটায় ১৭৩টি সহ মোট ৯১৫টি বেসরকারি পাঠাগারসমূহের অনুকূলে ৪,৮০,০০,০০০/- (চার কোটি আশি লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বই ক্রয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের অনুকূলে বই সরবরাহের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত 'বই নির্বাচন কমিটি' কর্তৃক নির্বাচিত বই ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ৯৪৯ (নয়শত উনপঞ্চাশ)টি শিরোনামের ৮১,৫৬০ (একাশি হাজার পাঁচশত ষাট)টি এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়কৃত ৬৪,০০০ (চৌষট্টি হাজার)টি সহ মোট ১,৪৫,৫৬০ (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশত ষাট)টি গ্রন্থ সংগ্রহ/ক্রয় করা হয়েছে।

বিগত ৫ বছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

ক্র. নং	অর্থবছর	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়	অব্যয়িত
১	২০১৮-১৯	৭৩,৫৭,৫৯.০০	৭০,৯৭,১১.০০	২,৬০,৪৮.০০
২	২০১৯-২০	৪৯,৯৮,৮৯.০০	৫৬,৩৬,৯৯	০.০০
৩	২০২০-২১	৪৬,৬৯,১৫.০০	৩৫,৮৯,০০.০০	১০,৮০,১৫.০০
৪	২০২১-২২	৭৫,৭৯,৫৫.০০	৬৯,৬৭,৪৯.০০	৬,১১,৬৬.০০
৫	২০২২-২৩	৭৯,৫৭,৫১.০০	৬৩,৬২,৩৫.০০	১৫,৯৫,১৬.০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১. একুশে পদক ২০২৩ প্রদান : জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯ জন সুধী এবং ২ (দুই)টি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক ২০২৩ প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পদক প্রাপ্ত সুধীবৃন্দ এবং প্রতিষ্ঠানকে পদক প্রদান করেন।

পদকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

২. ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত পরিপত্রে 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৭ই মার্চ ২০২৩ তারিখ 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান

৩. ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান : ঢাকাসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৬৪ জেলায় ১ লক্ষ ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ৯৬,০০,০০০/- (ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা এবং ৪৩৪ উপজেলায় ৫০ হাজার টাকা করে ২,১৭,০০,০০০/- (দুই কোটি সতেরো লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ৩,১৩,০০,০০০/- (তিন কোটি তেরো লক্ষ) টাকা জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৪. নববর্ষ উদ্‌যাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে পহেলা বৈশাখ ১৪৩০ উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপনে প্রতি জেলায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনে উক্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। পহেলা বৈশাখ ১৪৩০ উদ্‌যাপনে বিভিন্ন পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

৫. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৫ বৈশাখ /০৮ মে ২০২৩ তারিখ থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান ৩ (তিন) দিনব্যাপী নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার পতিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহে, খুলনার পিঠাভোগ ও দক্ষিণডিহি, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরেও জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত জেলাসমূহ ছাড়াও ঢাকাসহ সকল জেলায় বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে কবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য প্রতি জেলায় আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

৬. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১১ই জ্যৈষ্ঠ /২৫শে মে ২০২৩ তারিখ থেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান (তিন দিনব্যাপী) ময়মনসিংহের ত্রিশালে উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় কবির স্মৃতিবিজড়িত কুমিল্লার দৌলতপুর, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জের তেওতা এবং চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গায় জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় কবির স্মৃতিবিজড়িত জেলাসমূহ ছাড়াও ঢাকাসহ সকল জেলায় উৎসবের মধ্যে দিয়ে কবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে প্রতি জেলার অনুকূলে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠান

৭. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃতিচর্চা : মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংস্কৃতিমনস্ক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতিচর্চা' কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ৬৪টি জেলার নির্বাচিত ৯২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতিচর্চা' কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৯২০টি বিদ্যালয়ের ১ (এক) জন সংগীত প্রশিক্ষক এবং ১ (এক) জন তবলা বাদককে যথাক্রমে প্রতি মাসে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে বাৎসরিক ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকা এবং ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা করে বাৎসরিক ১৮,০০০/- (আঠারো হাজার) টাকা সম্মানি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ৪০ (চল্লিশ)টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে শুধুমাত্র বাদ্যযন্ত্র (হারমোনিয়াম ও তবলা) ক্রয়ের জন্য এককালীন ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এ কার্যক্রম বেশ সাড়া ফেলেছে।

৮. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয়ভাবে ৬৪টি জেলা এবং ৪৩২টি উপজেলায় (সদর উপজেলা ব্যতীত) শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও জারি করা হয়। এছাড়াও মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একুশের প্রথম প্রহরে (রাত ১২.০১ মিনিটে) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একুশের প্রথম প্রহরে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৯. অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এর আয়োজন : প্রতি বছরের মতো এবারও অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এর আয়োজন করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে উপস্থিত থেকে অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ উদ্বোধন করেন।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

১০. সাহিত্য মেলা আয়োজন : দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম জাতীয় পর্যায়ে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমবারের মতো দেশের সকল জেলায় 'জেলা সাহিত্য মেলা' আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং বরিশাল বিভাগে 'বিভাগীয় সাহিত্য মেলা' আয়োজন করা হয়েছে। সাহিত্য মেলার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের কবি-সাহিত্যিক লেখকগণ তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও বাংলা একাডেমি কর্তৃক সারাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যেকোনো ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের কবি সাহিত্যিকরা দেশের এবং মানুষের কল্যাণে অবদান রাখার সুযোগ পাবেন।

১১. গুণিজনদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বরেণ্য কবি ও সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পীর ঐতিহ্য সংরক্ষণ/জন্মবার্ষিকী প্রতিবছর উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে খসড়া বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার এবং নির্বাচিত জেলা ও উপজেলার মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০৭ (একশত সাত) জন মনীষী ও গুণিজনদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন/উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

১২. 'জুলিও কুরি' শান্তিপদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জুলিও কুরি' শান্তিপদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবের আমেজে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে এবং ৪৩৪টি উপজেলায় (জেলা সদর উপজেলা ব্যতীত) ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে সর্বমোট ১,০৮,৫০,০০০/- (এক কোটি আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জুলিও কুরি' শান্তিপদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবের আমেজে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

১৩. জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে ১৭ই আগস্ট ২০২২ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৪. বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় দিবস (যেমন : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, নারী দিবস, শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন, শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন, পৌষালি উৎসব উদ্‌যাপন, মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৫. জেলা বইমেলা আয়োজন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের ৯টি জেলায় যথাক্রমে নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, যশোর, বরিশাল, দিনাজপুর, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, নোয়াখালীতে অমর একুশে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৬. আন্তর্জাতিক বইমেলা আয়োজন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'লন্ডন আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২২' এবং জার্মানিতে অনুষ্ঠিত 'ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা ২০২২' এ অংশগ্রহণ করেছে।

১৭. অন্যান্য কার্যক্রম : দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত জাতি গঠনে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সংস্কৃতিচর্চা, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সংস্কৃতিমনস্ক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৩.১ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের চারটি অপরিমেয় (Intangible) ঐতিহ্য এবং দুইটি পরিমেয় ঐতিহ্য (Tangible Heritage) ইউনেস্কোর (UNESCO) বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

অপরিমেয় ঐতিহ্য (Intangible Heritage)

- সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটির বুনন শিল্প (Traditional art of Shital Pati Weaving of Sylhet)
- মঙ্গল শোভাযাত্রা (Mangal Shobhajatra on Pahela Baishakh)
- জামদানি বুনন (Traditional art of Jamdani weaving)
- বাউল গান (Baul songs)

পরিমেয় ঐতিহ্য (Tangible Heritage)

- ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট (Historic Mosque City of Bagerhat)
- পাহাড়পুর বিহার (Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur)

ইউনেস্কোর অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশ্ব তালিকায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে 'Rickshaw and Rickshaw Art in Dhaka' নথিটি ইউনেস্কো সদর দপ্তরে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৩.২ দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাংস্কৃতিক বিনিময়

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে দেশীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ ও বিস্তৃতিকল্পে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মীদের এ দেশে আগমনের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় সংকোচনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সীমিত পরিসরে বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি-এর নেতৃত্বে একটি দল গত ২৬-২৮শে আগস্ট ২০২২ তারিখে স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ এডিনবার্গ কালচারাল সামিট (Cultural Summit)-এ যোগদান করে।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি-এর নেতৃত্বে একটি দল গত ২৮-৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development Mondiacult 2022-এ যোগদান করে।
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি-এর নেতৃত্বে একটি দল গত ২৪-২৬শে এপ্রিল ২০২৩ তারিখে চীনের Shaanxi Province Gi Xi'an City-তে অনুষ্ঠিত Alliance for Cultural Heritage in Asia (ACHA)-এ যোগদান করে।

৩.৩ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি

বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধন জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও এর আওতায় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জুন/২০২৩ পর্যন্ত ৪৩টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি, ৩টি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক এবং ২০টি দেশের সাথে Cultural Exchange Programe (CEP) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি ক্রমশ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। বিগত ২০২২-২০২৩

অর্থবছরে বাংলাদেশ ও চীন এর মধ্যে ০৭-০৮-২০২২ তারিখে একটি সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক বিনিময় কার্যক্রম (CEP) এবং বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে ০১-১০-২০২২ তারিখে একটি সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

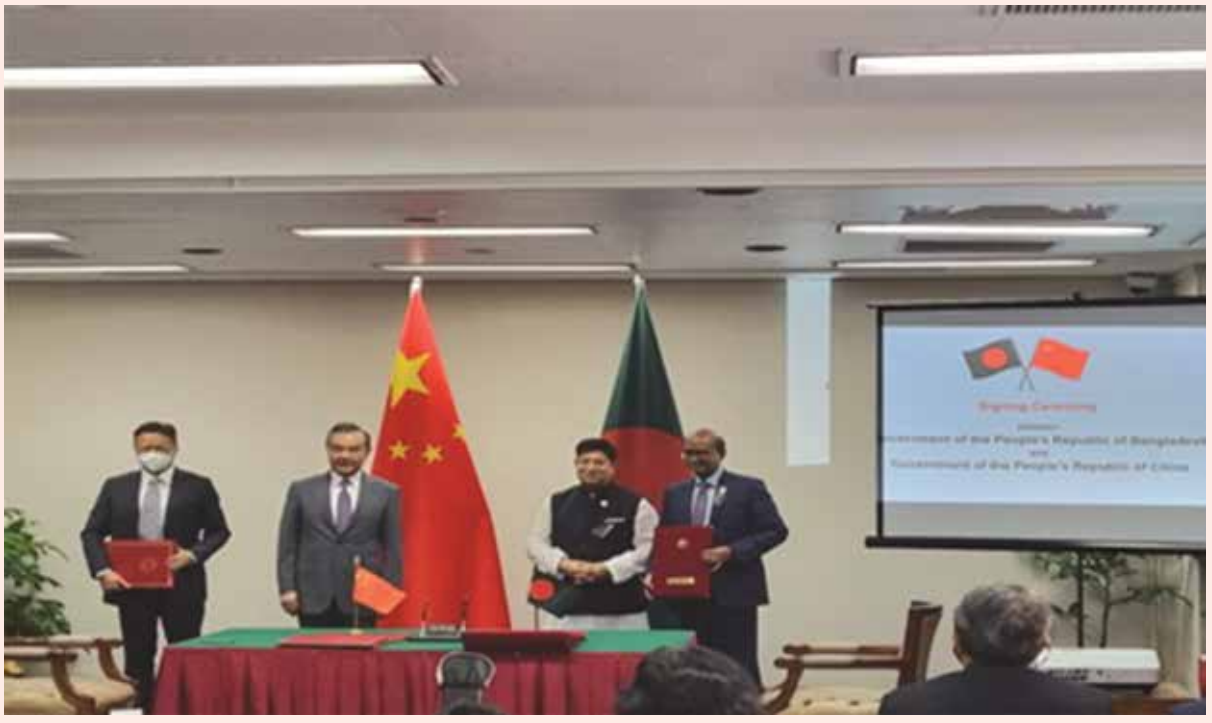

বাংলাদেশ ও চীন এর মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক বিনিময় কার্যক্রম (CEP) স্বাক্ষর

৩.৪ ইউনেস্কোর (UNESCO) আওতাধীন বিশ্ব অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ঐতিহ্য :

৩.৪.১ সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটির বুনন শিল্প

বাংলাদেশের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য নিদর্শন সিলেটের শীতলপাটি। গ্রামীণ বাঙালির গৃহসজ্জা ও দৈনন্দিন গৃহকাজে ব্যবহৃত পাটি এক ঐতিহ্যবাহী পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক উপাদানের তৈরি। লোকশিল্পের এ উপাদানটি 'মুর্তা' গাছের 'বেতি' (বেত) থেকে দক্ষ কারিগরের বিশেষ বুননকৌশলে শিল্পরূপ পায়।

শীতলপাটি

বাংলাদেশের শীতলপাটির ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হিসেবে বৃহত্তর সিলেট অগ্রগণ্য। এ অঞ্চলের শীতলপাটি এখন আর শুধু বাংলাদেশের ঐতিহ্য নয়, স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বঐতিহ্য হিসেবে। শীতলপাটিতে সাধারণত নকশা তুলে আকর্ষণীয় করা হয়ে থাকে। তাই এর অপর নাম নকশিপাটি। নকশিকাঁথার মতো শীতলপাটিতেও গাছ, লতাপাতা, পশুপাখির অবয়ব, জ্যামিতিক নকশা, মসজিদের চূড়া, পালকি, নৌকা, কাঁকই, হাতি ইত্যাদি মোটিফ ফুটিয়ে তোলা হয়। পাটি তৈরিতে সুতা, বেত, নলখাগড়া, হোগলা, বাঁশের বেতি, তালপাতা ও হাতির দাঁতের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানে সুতা, বেত ও হোগলার পাটিই বহুল ব্যবহৃত। সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় মুর্তা গাছের মসৃণ বেতি দিয়ে তৈরি পাটির নাম শীতলপাটি। ফরিদপুর ও পাবনা জেলায় নলখাগড়া দিয়ে তৈরি পাটির নাম তালাইপাটি। বাঁশ ও তালপাতা দিয়ে যে চাটাইপাটি তৈরি হয় তাতে নকশা করা হয় না। নকশিপাটিতে বুটি একটি সাধারণ মোটিফ।

শীতলপাটি তৈরির প্রধান উপকরণ মুর্তা গাছ, আঞ্চলিকভাবে কোথাও কোথাও এই পাটিকে তাই মুর্তার পাটিও বলা হয়ে থাকে। তবে, শীতলপাটির উপাদান মুর্তা গাছকেও অঞ্চলভেদে নানা নামে অভিহিত করা হয়, যেমন : মোস্তাক, পাটিপাতা, পাটিবেত, পাইতারা প্রভৃতি। এ গাছ বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রামের জলাশয়ের ধারে জন্মে। তবে বর্তমানে এর দ্বারা তৈরি শীতলপাটি সিলেট ও নোয়াখালী জেলায় অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুর্তা গাছের একটি কাণ্ড থেকে সাত/আটটি নরম বেতি বের করা যায়। এগুলি রোদে শুকিয়ে পাকাপোক্ত ও চকচকে করার জন্য তেঁতুল ও কাউপাতা দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। অনেক সময় ভাতের মাড়ও ব্যবহার করা হয়। নকশা তোলার জন্য ব্যবহৃত বেতিতে রং দিয়ে সেগুলি রঙিন করা হয়। জমিনে ব্যবহৃত বেতিতে রঙের প্রয়োজন হয় না। মুর্তা গাছের পাটি যেমন আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত, তেমনি দৃষ্টিনন্দন। মুর্তা পাটির বুননপদ্ধতি প্রধানত দুই ধরনের। প্রথমে জমিনের 'জো' তুলে তাতে রঙিন বেতি দিয়ে নকল তোলা হয়। পরে জমিন তৈরি হলে তার চতুর্দিকে অন্য রঙের বেতি দিয়ে 'মুড়ি' দেওয়া হয়। প্রতিটি পাটির

বুননপদ্ধতি অত্যন্ত শিল্পসম্মত। এ পাটি কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। নামাজের পাটি সাধারণত প্রস্থে সাড়ে তিন হাত ও দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার হাত হয়ে থাকে। এ পাটি মসজিদ, ফুললতা, লতাপাতা ও বর্ডার নকশায় সমৃদ্ধ। বিছানা চাটাই প্রস্থে পাঁচ হাত ও দৈর্ঘ্যে ছয় হাত হয়ে থাকে। এটি সিলেটি জো, ফুলতোলা নকশা, চারকোনা নকশা ও তেছরি নকশায় অলংকৃত। আসন পাটি দুধরনের হয়ে থাকে; একটি প্রস্থে তিন হাত ও দৈর্ঘ্যে চার হাত এবং অন্যটি প্রস্থে দেড় হাত ও দৈর্ঘ্যে দুই হাত। মেহেদি পাতা, চিরা-জো, তারা-জো, লতাপাতা এবং ফুলতোলা নকশা ছাড়াও শিল্পীরা অনেক সময় নিজের নাম, সন্তানের নাম, মা-বাবা ও ভাইবোনের নাম বুননের মাধ্যমে তুলে থাকেন। পাটিতে নকশার বুননপদ্ধতি অনেকটা জামদানি নকশার অনুরূপ।

বেতের পাটি সর্বাধিক সমাদৃত। এ পাটি তৈরির জন্য প্রথমে সবুজ বেত কেটে সোডার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকানো হয়। তারপর পাতলা করে চিরে সেদ্ধ করে পুনরায় শুকানো হয়। শুকানোর পর বেতিগুলিকে প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে পাটি বোনা হয়। প্রধান বুননের বেতি এক রঙের হলে পাড়ের বেতি অন্য রঙের হয়ে থাকে। বেশির ভাগ পাটিতেই বৃক্ষ, লতা, পশুপাখি, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা হয়। নকশাগুলি সাধারণত পাটির মধ্যবর্তী অংশে আয়তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে করা হয় এবং চতুর্দিকে থাকে নানা ধরনের বর্ডার নকশা। অনেক সময় বৃত্তাকৃতির নকশার মধ্যে পদ্মসদৃশ নকশাও করা হয়। কোনো কোনো পাটিতে চৌপাট থাকে, যেখানে সমান চারটি চতুর্ভুজ ও চারটি সমান খালি জায়গা থাকে। বেতের পাটিই শীতলপাটি নামে পরিচিত এবং এর জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক। এ পাটি সাধারণত শয্যা তৈরি, শস্য শুকানো, বিভিন্ন দ্রব্য ঢেকে রাখা, নামাজ পড়া ইত্যাদি কাজের জন্য তৈরি করা হয়। পাটি তৈরির কাজে মহিলারাও সংশ্লিষ্ট থাকেন। তারা গৃহকর্মের অবসরে বিভিন্ন ধরনের পাটি তৈরি করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানে প্রায় ৮০০০ মানুষ এ পাটি তৈরির কাজে নিয়োজিত।

২০১৭ সালে বাংলাদেশের সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শীতলপাটির বুননশিল্পকে ইউনেস্কো The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-এর অন্তর্ভুক্ত করে।

৩.৪.২ মঙ্গল শোভাযাত্রা

UNESCO (ইউনেস্কো) ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা'য় অনুষ্ঠিত ২৮শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক পর্ষদ (INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত শতকের ৮০'র দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখে এই মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন শুরু হয়। ইউনেস্কোর বিবেচনায় এই মঙ্গল শোভাযাত্রা বাংলাদেশের মানুষের সাহস আর অশুভের বিরুদ্ধে গর্বিত লড়াই আর ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী রূপ। মঙ্গল শোভাযাত্রাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণকেও UNESCO (ইউনেস্কো) বিবেচনায় নেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত মঙ্গল শোভাযাত্রা

৩.৪.৩ জামদানি বুনন

প্রাচীনকালে তাঁত বুনন প্রক্রিয়ায় কার্পাস তুলার সুতা দিয়ে মসলিন নামে সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো এবং মসলিনের ওপর যে জ্যামিতিক নকশাদার বা বুটিদার বস্ত্র বোনা হতো তারই নাম জামদানি। সাধারণত সুতা কাটার ওপর নির্ভর করতো জামদানি মসলিনের সূক্ষ্মতা। সুতা কাটার উপযুক্ত সময় ভোরবেলা। কেননা তখন বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। সুতা কাটার জন্য তাঁতিদের প্রয়োজন হতো টাকু, বাঁশের ঝুড়ি, শঙ্খ ও পাথরের বাটি। মাড় হিসেবে সাধারণত খই, ভাত বা বার্লি ব্যবহার করা হতো। জামদানি তৈরির আগে তাঁতিরা সুতায় মাড় ও রং করে নিতেন। রং হিসেবে বনজ ফলফুল-লতাপাতার রং ব্যবহার করা হতো। ভালো জামদানির জন্য ২০০ থেকে ২৫০ নম্বরের (Count) সুতা ব্যবহৃত হতো।

আজকাল তাঁতিরা বাজার থেকে নির্ধারিত কাউন্টের সুতা কিনে জামদানি তৈরি করেন এবং প্রাকৃতিক রঙের পাশাপাশি কৃত্রিম রং ব্যবহার করে থাকেন। জামদানি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতি তাঁতে দুজন তাঁতি পাশাপাশি বসে কাজ করেন। দুটি সুচাকৃতি বাঁশের কাঠিতে নকশার সুতা জড়ানো থাকে। প্রয়োজনীয় স্থানে সুচ দুটি দিয়ে পরিমিত টানায় সুতার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে রঙিন সুতা চালিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পাশের সুতার মাকু একজন তাঁতি একপাশ থেকে অন্য তাঁতির কাছে দিলে তা সেদিক থেকে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে তাঁতে রেখে জামদানি নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। জমিনের সুতার তুলনায় নকশার সুতা মোটা হওয়ায় নকশাসমূহ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। জামদানি তৈরির প্রথম দিকে ধূসর জমিনে জাম নকশা করা হতো। পরবর্তীকালে ধূসর রং ছাড়াও অন্য রঙের জমিনে নকশা তোলা হতো। ষাটের দশকে জমিনে লাল সুতার নকশা করা জামদানি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সাদা জমিনে সাদা সুতার কাজের সুন্দর জামদানি সংরক্ষিত আছে।

সুতার পর সুতা নিয়ে যত্ন করে বোনা হয় জামদানি

৩.৪.৪ বাউল গান

বাউল সম্প্রদায়ের গান বাউল গান। বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ। বাউলরা তাদের দর্শন ও মতামত বাউল গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। সতেরো শতকে জন্ম নিলেও লালন সাঁইয়ের গানের মাধ্যমেই উনিশ শতক থেকে বাউল গান মূলত ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন শুরু করে। লালন শাহই শ্রেষ্ঠ বাউল গান রচয়িতা। ধারণা করা হয় তিনি প্রায় দু'হাজারের মতো গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল গান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তাঁর রচনাতে লক্ষ করা যায়। সাধারণত বাউলেরা যে সংগীত পরিবেশন করে তাকে বাউল গান বলে। বাউল গান বাউল

সম্প্রদায়ের সাধনসংগীত। বাউল গান একপ্রকার লোকসংগীত। এ গানের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে, খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতক কিংবা তার আগে থেকেই বাংলায় এ গানের প্রচলন ছিল। বাউল গানের প্রবক্তাদের মধ্যে লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, সিরাজ শাহ এবং দুদ্দু শাহ প্রধান। এঁদের ও অন্যান্য বাউল সাধকের রচিত গান গ্রামাঞ্চলে 'ভাবগান' বা 'ভাবসংগীত' নামে পরিচিত। কেউ কেউ এসব গানকে 'শব্দগান' ও 'ধুয়া' গান নামেও অভিহিত করেন।

বাউল গান সাধারণত দুই প্রকার : দৈন্য ও প্রবর্ত। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে 'রাগ দৈন্য' ও 'রাগ প্রবর্ত'। এই 'রাগ' অবশ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ নয়, ভজন-সাধনের রাগ। বাউল সম্রাট লালনের মাধ্যমেই বাউল গান সর্বসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একেবারেই প্রচারবিমুখ লালন সাঁই তাঁর দীর্ঘ সংগীত জীবনে অসংখ্য বাউল গান সৃষ্টি করেন যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমনকি বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছেও লালনের গান আধুনিকতার প্রতীক হিসেবেই সমাদর পেয়ে আসছে। মাটি, মানুষ, প্রকৃতি, জীবনবোধ, ধর্ম, প্রেম এবং দেশের কথাই বেশিরভাগ সময় উঠে এসেছে লালনের গানে। লালনের গানের সংখ্যার তেমন কোনো প্রামাণিক দলিল নেই। তবে তাঁর সৃষ্ট সব গান সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। লালন সাঁই'র গান উপমহাদেশ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতেই প্রশংসিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই লালনের গান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথ লালনের গান সংগ্রহ করে ১৯২২ সালে ভারতীয় পত্রিকার হারামণি শাখায় চারভাগে ২০টি গান প্রকাশ করেন। লালন সাঁই'র বাউল গানে উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে রবীন্দ্র-বাউল হিসেবে পরিচয় দিতেন স্বয়ং বিশ্বকবি।

লালনের গানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপমহাদেশে অসংখ্য বাউলের আবির্ভাব ঘটে, যারা পরবর্তীকালে বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাউল গানকে সর্বোচ্চ অবস্থানে নিয়ে যেতে লালন সাঁই'র ভূমিকা ছিল

বাউল

অনস্বীকার্য। তাঁর মৃত্যুর ১২৫ বছর পরও বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি লালন সাঁই'র গানের চেতনায়। এখনও তরুণ প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হয় কিংবদন্তি এ বাউলের গানের মায়ায়। যে মায়ার টানে লালনের গান আজ পর্যন্ত তরুণ প্রজন্মের কণ্ঠে লালিত হয়ে আসছে দারুণভাবে। এমনই অমূল্য গানের ভান্ডার বাউল গানের এ সম্রাট রেখে গেছেন, যার মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হৃদয় আলোকিত হয়ে চলেছে। বাউল গানের আরেক কিংবদন্তি শাহ আবদুল করিমের গান ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ-প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলে। তিনি তাঁর গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন প্রখ্যাত বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ এবং দুদ্দু শাহ-এর দর্শন থেকে। তিনি আধ্যাত্মিক ও বাউল গানের দীক্ষা লাভ করেছেন কামাল উদ্দিন, সাধক রশিদ উদ্দিন, শাহ ইব্রাহীম মাস্তান বকশ-এর কাছ থেকে। তিনি শরিয়তি, মারফতি, নবুয়ত, বেলায়াসহ সবধরনের বাউল গান এবং গানের অন্যান্য শাখার চর্চাও করেছেন। বাংলার বাউল গান এখন বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। এ স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা UNESCO (ইউনেস্কো)। বিগত ২০০৮ সালে বাংলাদেশের বাউল গানকে UNESCO (ইউনেস্কো) the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity-এর অন্তর্ভুক্ত করে।

৩.৪.৫ পাহাড়পুর বিহার, নওগাঁ

পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্ম পাল দেব অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করেছিলেন। বিগত ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে UNESCO (ইউনেস্কো) এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়। পাহাড়পুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বৌদ্ধবিহার বলা যেতে পারে। আয়তনে এর সাথে ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে পারে। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্মচর্চা কেন্দ্র ছিল। শুধু উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয় চীন, তিব্বত, মায়ানমার (তদানীন্তন ব্রহ্মদেশ), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা এখানে ধর্মচর্চা ও ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে আসতেন। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে বিহারের আচার্য ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

পাহাড়পুর বিহার, নওগাঁ

৩.৪.৬ ষাট গম্বুজ মসজিদ, ঐতিহাসিক মসজিদের শহর বাগেরহাট

দেশের প্রাচীন জনপথগুলোর মধ্যে বাগেরহাট অন্যতম। খানজাহান আমলে নির্মিত ইসলামি স্থাপত্য-রীতির মসজিদগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ইউনেস্কো ১৯৮৫ সালে বাগেরহাটকে ঐতিহাসিক মসজিদের শহর হিসেবে ঘোষণা করে এবং ৩২১তম বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করে। এর মধ্যে বাগেরহাটের ১৭টি স্থাপনাকে তালিকাভুক্ত করা হয়, যার ১০টিই মসজিদ। মসজিদগুলো হলো বিশ্ব-ঐতিহ্য ষাট গম্বুজ মসজিদ, বিবি বেগুনি মসজিদ, চুনাখোলা মসজিদ, নয় গম্বুজ মসজিদ, জিন্দাপিরের মসজিদ, দশ গম্বুজ মসজিদ, রণবিজয়পুর মসজিদ,

রেজা খোদা মসজিদ, সিংগাইর মসজিদ ও এক গম্বুজ মসজিদ। বাগেরহাট শহরের আশপাশ জুড়ে রয়েছে এ মসজিদগুলো। এছাড়া খানজাহান আলী (রহ.)-এর সমাধি, পির আলী তাহেরের সমাধি, জিন্দাপিরের সমাধি, সাবেক ডাঙ্গা প্রার্থনাকক্ষ, খানজাহান আলী (রহ.)-এর বসতভিটা, বড়ো আদিনা ডিবি, খানজাহানের তৈরি প্রাচীন রাস্তাকেও বিশ্বঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করা হয়।

ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। বিগত ১৫ শতকের দিকে খান জাহান আলী এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। প্রত্নস্থানটি ১৯৮৫ সালে UNESCO (ইউনেস্কো) ঘোষিত বিশ্বঐতিহ্য কেন্দ্র হিসেবে ঘোষিত হয়। এ এলাকায় বেশকিছু মসজিদ, স্থাপনা, সমাধি, পুকুর ও ঢিবি পাওয়া গেছে। ষাট গম্বুজ মসজিদ এদের মধ্যে অন্যতম। মসজিদটিতে ৮১টি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদ এলাকায় ছোটো আকৃতির একটি জাদুঘর রয়েছে। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রায় ১৬০ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা, পূর্ব-পশ্চিমে বাইরের দিকে প্রায় ১০৪ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া এবং দেয়ালগুলো প্রায় ৮.৫ ফুট পুরু।

জিন্দাপির মসজিদ, বাগেরহাট

সাবেক ডাঙ্গা পুরাকীর্তি, বাগেরহাট

জনশ্রুতি আছে যে, হযরত খানজাহান (রহ.) ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণের জন্য সমুদয় পাথর সুদূর চট্টগ্রাম, মতান্তরে ভারতের উড়িষ্যার রাজমহল থেকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে জলপথে ভাসিয়ে এনেছিলেন। ইমারতটির গঠন বৈচিত্র্যে তুঘলক স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিশাল মসজিদের চতুর্দিকে প্রাচীর ৮ ফুট চওড়া, এর চার কোণে চারটি মিনার আছে। দক্ষিণ দিকের মিনারের শীর্ষে কুঠিরের নাম রোশনাই কুঠির এবং এ মিনারে ওপরে উঠার সিঁড়ি আছে। মসজিদটি ছোটো ইট দিয়ে তৈরি, এর দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট, প্রস্থ ১০৮ ফুট, উচ্চতা ২২ ফুট। মসজিদের সম্মুখ দিকের মধ্যস্থলে একটি বড়ো খিলান এবং তার দুই পাশে পাঁচটি করে ছোটো খিলান আছে। মসজিদের পশ্চিম দিকে প্রধান মেহরাবের পাশে একটি দরজাসহ মোট ২৬টি দরজা আছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণের জন্য এ ঐতিহাসিক মসজিদ এবং খানজাহান (রহ.)-এর মাজার শরিফের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

৩.৫ ইউনেস্কোর অপেক্ষমাণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকা

UNESCO World Heritage Tentative List-এ বাংলাদেশের নিম্নবর্ণিত ০৭ (সাত)টি হেরিটেজ সাইট অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের World Heritage List আপডেট করা হয়েছে।

1. Archaeological Sites on the Deltaic Landscape of Bangladesh.
2. Archaeological Sites of Lalmai-Mainamati.
3. Cultural Landscape of Muhasthan and Karatoya River.
4. Mughal Mosques in Bangladesh.
5. Mughal and Colonial Temples of Bangladesh.
6. The Architectural Works of Muzharul Islam: an Outstanding Contribution on the Modern Movement in South Asia.
7. Mughal Forts on Fluvial Terrains in Dhaka.

চতুর্থ অধ্যায়

ফটো গ্যালারি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'একুশে পদক ২০২৩' প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'একুশে পদক ২০২৩' প্রদান অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে একুশে পদক তুলে দেন

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৩

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৩

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন ২০২৩

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২ উপলক্ষ্যে স্মারক ডাকটিকিট ও খাম অবমুক্ত করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন

এডিনবার্গ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্মেলন

এডিনবার্গ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্মেলন

General Assembly of the Alliance for Cultural Heritage in Asia

১৬২তম রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপন

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি-র সঙ্গে ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সাক্ষাৎ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি-র সঙ্গে সচিবালয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূত Iwama Kiminori-এর সাক্ষাৎ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ২৫তম জাতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বনানী কবরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের পক্ষে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'শিল্পকলা পদক ২০১৯ ও ২০২০' প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এসময় বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি মেক্সিকো সিটিতে তিন দিনব্যাপী 'UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development 2022' এর দ্বিতীয় দিনে 'Future of Creative Economy' শীর্ষক থিমেটিক সেশনে বক্তৃতা করেন

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে নজরুল জয়ন্তী-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালিতে অংশ নেন

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে জাতীয় নবান্নোৎসব উদযাপন পর্ষদ আয়োজিত 'নবান্ন উৎসব ১৪২৯'-এর উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশ ও ইউনেস্কোর সম্পর্কের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে রাজধানীর রেডিসন হোটেলে আয়োজিত 'সম্পর্কের ৫০' শীর্ষক উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি-কে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি-র সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত Ghanshyam Bhandari সাক্ষাৎ করেন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'বিজয় মেলা ২০২২' উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি

ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৩' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি-র সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে কসোভোর ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী Kreshnik Ahmeti দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি-র সঙ্গে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর)-এর মহাপরিচালক কুমার তুহিনের সাক্ষাৎ

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি-র সঙ্গে জাপানের রাষ্ট্রদূত ITO NAOKI-র সাক্ষাৎ

নবনির্মিত খুলনা শিল্পকলা একাডেমি

শৈলজারঞ্জন স্মৃতি কেন্দ্র

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

রংপুরে আয়োজিত বিভাগীয় সাহিত্য মেলা ২০২৩ শুভ উদ্বোধন

সিলেটে আয়োজিত বিভাগীয় সাহিত্য মেলা ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে পটুয়া কামরুল হাসান গ্যালারি উদ্বোধন

পহেলা বৈশাখ ১৪৩০ উপলক্ষ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রা

বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর শুভ উদ্বোধন

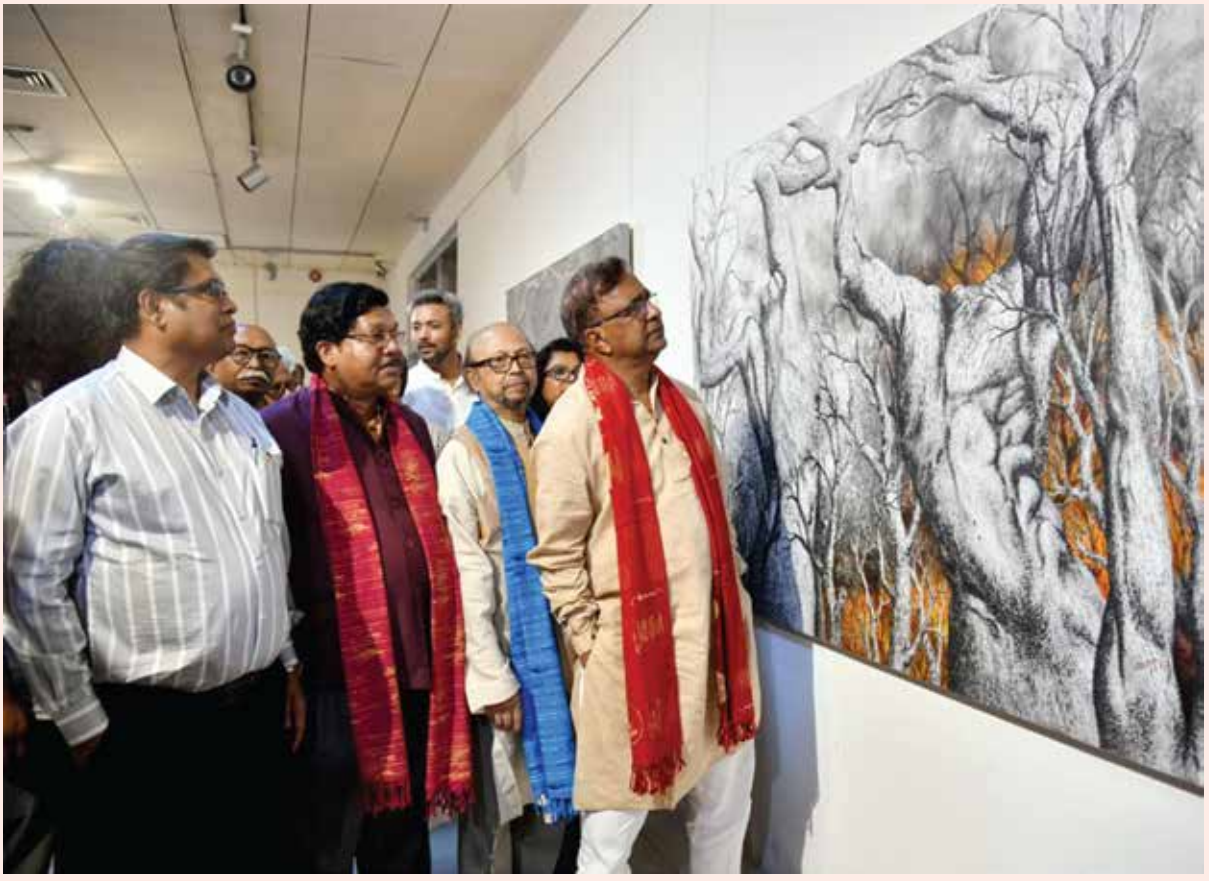

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ২৫তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রামু বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন

পঞ্চম অধ্যায়

দপ্তর/সংস্থাসমূহের
কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

ভূমিকা

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উপমহাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। ১৮৬১ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নামে এ অধিদপ্তরের যাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ঢাকায় বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে বিভাগীয় পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ঢাকায় প্রধান দপ্তরসহ ৪ বিভাগে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা ছিল ১৫২টি এবং অধিদপ্তরের জনবল ছিল ৩৯৫ জন। বর্তমানে সংরক্ষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩৮-এ উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি অধিদপ্তরের আওতায় ২১টি জাদুঘর ও ৯টি প্রত্নস্থলে অসংখ্য মূল্যবান প্রত্ননিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। দীর্ঘ ৪০ বছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কার্যক্রম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান জনবল ৫০৫ জন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪-এ বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হতে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে বিধান রয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত বিধান বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বেশকিছু লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, নওগাঁ

ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম

- ৪টি প্রত্নস্থলে উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং প্রাথমিক খনন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ৬টি উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং জরিপ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ৫৭০টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (Antiquities) সংগ্রহ ও চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে;
- ৫টি প্রদর্শনী ও ৫টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;

- ✪ ৪টি পুরাকীর্তির স্থাপত্যিক সংস্কার-সংরক্ষণ পূর্ববর্তী ডকুমেন্টেশন এবং ০৪টি পুরাকীর্তির স্থাপত্যিক সংস্কার-সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন ও ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ✪ ৪টি স্থাবর/অস্থাবর প্রত্নসম্পদের রাসায়নিক সংস্কার-সংরক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ✪ ৮টি প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার-সংরক্ষণ এবং ৪টি প্রত্নস্থলে রাসায়নিক পরিচর্যার কাজ রাজস্ব বাজেট এর আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ✪ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নস্থল/জাদুঘরে আগত মোট দর্শনার্থী ৭৪,৭৬,০০০ জন।
- ✪ Unesco Tentative List ১৯৯৯ সালের পর প্রথমবারের মতো হালনাগাদ করা হয়েছে।

প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২৬টি আলামত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখায় প্রদান করা হয়। আলামতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর অধিদপ্তরের কমিটি ৮টি আলামত প্রত্নবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে ও ১৮টি আলামত প্রত্নবস্তু নয় মর্মে মতামত প্রদান করে।

প্রত্নবস্তু গ্রহণ

প্রত্নবস্তু অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে উদ্ধারকৃত প্রত্ননিদর্শনাদি পুরাকীর্তি আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ, সংস্কার ও প্রদর্শনীর গ্রহণ করে থাকে। আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত নিদর্শন বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত নিদর্শন সংশ্লিষ্ট গবেষকের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

প্রত্নবস্তুর রাসায়নিক পরিচর্যা

প্রত্নবস্তুগুলো অনিয়ন্ত্রিত আলো, তাপমাত্রা, আদ্রর্তা ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব নিয়ামকের প্রভাবে ধাতব প্রত্নবস্তুগুলোতে অক্সাইডের আবরণ পড়ে বিবর্ণ হয়ে যায় এবং জৈব বস্তুগুলো পোকা-মাকড় ও কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এছাড়া জৈব প্রত্নবস্তুগুলোতে কখনো কখনো অম্লতা দেখা দেয়। ফলে উভয় প্রকার প্রত্নবস্তুরই আয়ুষ্কাল কমে যায়। এগুলোকে টেকসই করার জন্য রাসায়নিক পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। প্রতিবেদিত সময়ে অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জাদুঘর ও ভান্ডারের ১৮২টি প্রত্নবস্তুর (ধাতব মুদ্রা, লোহার তলোয়ার, কাঠ, পাথরের মূর্তি) কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ।

পিতলের ঘণ্টা, রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে

পিতলের ঘণ্টা, রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

পাথরের মূর্তি, রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে

পাথরের মূর্তি, রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

পুরাকীর্তির রাসায়নিক পরিচর্যা

পুরাকীর্তিগুলো তৎকালীন মানুষের জীবনধারা, রুচিবোধ ও নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রভাব (যেমন : তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা ইত্যাদি) এর কারণে পুরাকীর্তিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ততার হাত থেকে রক্ষার জন্য রাসায়নিক পরিচর্যা/সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৮টি পুরাকীর্তি (ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা জোড় মন্দির, শ্রী শ্রী রাজেশ্বরী মন্দির, পাথরের শিব মন্দির, পুঁঠিয়াস্থ বড়ো গোবিন্দ মন্দির, ঢাকা জেলার লালবাগ দুর্গের হাম্মামখানা, বাগেরহাট জেলা সাবেক ডাংগা প্রার্থনা কক্ষ এবং সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার ইরাবতী পান্থশালা) এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। রাসায়নিক পরিচর্যা করার ফলে পুরাকীর্তিগুলোর মূল রং দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুক্তাগাছা জোড় মন্দির, রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে

মুক্তাগাছা জোড় মন্দির, রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

ইরাবতী পান্থশালা, রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে

ইরাবতী পান্থশালা, রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

রাসায়নিক বিশ্লেষণ

পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ এর মূল নির্মাণের আদলে করতে হয়। অর্থাৎ সংস্কার-সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণের গুণাগুণ ও পরিমাণ পুরাকীর্তিতে বিদ্যমান মূল উপকরণের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। সে লক্ষ্যে বিভিন্ন পুরাকীর্তির নির্মাণ উপকরণের নমুনার গুণগত ও পরিমাণগত মান নির্ণয় করে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। প্রতিবেদনে প্রদত্ত ফলাফলের সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট পুরাকীর্তির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে ৭টি নমুনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রাসায়নিক পরীক্ষা

কোনো বস্তুকে প্রত্নবস্তু হিসেবে শনাক্ত করার জন্য যে সব শর্ত প্রয়োজন তার মধ্যে নির্মাণ উপাদান অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে বস্তুগুলো কী ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি তা নির্ণয় করে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। পরবর্তীকালে এই ফলাফলের ভিত্তিতে প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা বস্তুগুলো প্রত্নসম্পদ কি না তা শনাক্ত করে থাকে। প্রতিবেদিত সময়ে দেশের বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের ২৫টি মূর্তি/বস্তুর নমুনার কাজ করা হয়। নিম্নে এরূপ কয়েকটি নমুনা সন্নিবেশিত হলো :

দিনাজপুর বিরল থানার মামলা নং-১২
তারিখ-১৬/০৮/২০২২ খ্রি.

(৩৫৪) বৈদেশিক ডাক/জিপিও/পুরাকীর্তি/অভয় রাজ তুফান/৭১১, তারিখ-০৮/১২/২০২২ খ্রি.

ভাটারা থানার এফ আই আর নং-২৩
তারিখ-১৬/১০/২০২২ খ্রি;

জিএমপি সদর থানার জিডি নং-২২৭৮
তারিখ-২৯-১১-২০২২ খ্রি.

কাগজাত সংরক্ষণ

অধিদপ্তরের প্রকাশনা শাখার কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থাগারের ৬০টি পুস্তকের রাসায়নিক পরিচর্যার কাজ করা হয়।

অনুকৃতি তৈরি

টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার পিতৃগৃহের পোড়ামাটির ও রোজ গার্ডেনের কাঠের অনুকৃতি তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে।

জাতির পিতার পিতৃগৃহের পোড়ামাটির অনুকৃতি

রোজ গার্ডেনের কাঠের অনুকৃতি

অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি

২২-০৩-২০২৩ তারিখ বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় লালবাগ কেল্লার সেমিনার হলে 'লালবাগ দুর্গে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অর্থায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'RRAD of Mughal Hammam, Lalbag Project'-এর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E Peter D. Haas এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর। সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব চন্দন কুমার দে। আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ।

০৮-০৫-২৩ তারিখ নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার পতিসর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘরে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় সচিব, মাননীয় যুগ্মসচিব এবং মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা/সেমিনার/প্রদর্শনী/সভা

সেমিনার

২১-০৫-২০২৩ তারিখে ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অনুদান খাত হতে, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত A study for the Documentation of Movable Artifacts of Ancient Coins at Department of Archaeology Head Office Store and Publication of Catalogue Phase-1 শিরোনামের গবেষণা প্রকল্পটি সমাপ্তিপূর্বক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হলে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদর্শনী আয়োজন

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে নির্বাচিত ২০টি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শনী উদ্বোধন

১২ই জুন, ২০২৩ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা কর্তৃক প্রদর্শনী কেন্দ্রে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আর্ন্তজাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষ্যে নির্বাচিত ২০টি প্রাচীন মুদ্রার দিনব্যাপী প্রদর্শনী অধিদপ্তরে প্রদর্শনী কক্ষে আয়োজন করা হয়। এ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব খলিল আহমদ ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে।

কর্মশালা

Training and Capacity building for Long-term Management and best Practice Conservation for the Preservation of Cultural Heritage sites and World Heritage Properties in Bangladesh শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত কর্মশালার সনদ প্রদান অনুষ্ঠান গত ১৬ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর, বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনেস্কো ঢাকার অফিসার ইনচার্জ মিজ সুজান ভাইজ এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব চন্দন কুমার দে।

প্রশিক্ষণ

০৬-১০-২২ ও ০৮-১০-২২ তারিখ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের যৌথ অর্থায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত 'Training and Capacity Building' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় অনসাইট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনসাইট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর। সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব রতন চন্দ্র পণ্ডিত। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কান বিশেষজ্ঞ Dr. TMJ Nilan Cooray, অধ্যাপক বুলবুল আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, হার্বেরিয়াম অফিসার, আব্দুর রহিম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক মো. মোশারফ হোসেন। অনসাইট ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মেলায় অংশগ্রহণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৫তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা ২০২২, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ১৯তম দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা-২০২৩, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বইমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অনুষ্ঠিত বইমেলায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টলের সামনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণ

মুদ্রণ

২০২৩ সালের ডেস্ক ও ওয়াল ক্যালেন্ডার, কক্সবাজার জেলার জরিপ প্রতিবেদন, প্রত্নবার্তা-বর্ষ ০৭, সংখ্যা-০১ (ষান্মাসিক প্রকাশনা), বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২২), রাইটিং প্যাড, টেলিফোন নির্দেশিকা মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর আদি বাড়ি, রোজ গার্ডেন, রামায়ণ চক্র এর রেপ্লিকা, ষাট গম্বুজ মসজিদ, কান্তজিউ মন্দির এর টেরাকোটা, বক্স এবং ক্যারিয়ার ব্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকাশনা

খুলনায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষিত পুরাকীর্তি মসজিদকুড় মসজিদ পরিদর্শন

কুমিল্লার শালবন বিহার পরিদর্শন

পানামসিটি পরিদর্শন

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও খরচে রবিবরণ (ছক-ক)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থবছরে)	কোডভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২৩ অর্থবছরে)	মন্তব্য
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	৪৫,৬৯,২৭ (সর্বমোট সংশোধিত বরাদ্দ)	৪১,১৭,৭৮ (সর্বমোট খরচ)	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ ও খরচের হিসাব সংযুক্তি আকারে প্রেরণ করা হলো।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিগত ৫ বছরের স্থানীয় আয়-ব্যয় ও সঞ্চিত অর্থের বিবরণী (ছক-খ)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	অর্থবছর	সঞ্চিত অর্থ	স্থানীয় আয়	ব্যয়ের তথ্য	মন্তব্য
প্রধান কার্যালয়	২০১৮-২০১৯	০	৩০৭৯	৬৪৭৩১	
আঞ্চলিক কার্যালয়		০	৬১২	১৮৫৪৩৫	
জাদুঘরসমূহ		০	৭৯৪০৬	৭৬০৭০	
	মোট=	০	৮৩০৯৭	৩২৬২৩৬	
প্রধান কার্যালয়	২০১৯-২০২০	০	২২৫১	৬৯৬১১	
আঞ্চলিক কার্যালয়		০	৬৫৮	২১৯২০৫	
জাদুঘরসমূহ		০	৬৭১৮৯	৮১৬৮২	
	মোট=	০	৭০০৯৮	৩৭০৪৯৮	
প্রধান কার্যালয়	২০২০-২০২১	০	২৬৪১	৬০১৩৪	
আঞ্চলিক কার্যালয়		০	৭৯২	৩২৯৭৫৫	
জাদুঘরসমূহ		০	৪৩৪৫০	৮০৬৪১	
	মোট=	০	৪৬৮৮৩	৪৭০৫৩০	
প্রধান কার্যালয়	২০২১-২০২২	০	২০৮২	৭১৯২৫	
আঞ্চলিক কার্যালয়		০	১৭৯৮	৩১২৯৩৩	
জাদুঘরসমূহ		০	৬৮২১৮	৯০৪০৩	
	মোট=	০	৭২০৯৮	৪৭৫২৬১	
প্রধান কার্যালয়	২০২২-২০২৩	০	২৭৩১	৮৫২২৪	
আঞ্চলিক কার্যালয়		০	৩৫১	২৩৯৫২৬	
জাদুঘরসমূহ		০	৯১১৪৩	৮৭০২৮	
	মোট=	০	৯৪২২৫	৪১১৭৭৮	
	সর্বমোট=	০	৩৬৬৪০১	২০৫৪৩০৩	

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

ভূমিকা

দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট উপাদান সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিক-নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে 'আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য চার একর জায়গা বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং ১৯৮৫ সালে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় আরকাইভস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২০১২ সালে ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) কাজের পরিসমাপ্তি হয়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রেকর্ড/নথিপত্র এবং পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিক ও গবেষকদের মূল্যবান সৃষ্টিকর্ম ইত্যাদির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং পাঠক/গবেষক ও নাগরিকদের তথ্য সেবাদানের কাজ করে এ অধিদপ্তর। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।

রূপকল্প (Vision)

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে নতুন প্রজন্মকে সংরক্ষিত তথ্য ও জ্ঞান সরবরাহ করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

আরকাইভাল ডকুমেন্টস ও মৌলিক প্রকাশনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সেবার মাধ্যমে ইতিহাস সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক নতুন প্রজন্ম গঠন।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- আরকাইভাল ডকুমেন্টস ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধকরণ।
- আরকাইভাল ডকুমেন্টস এবং সংগৃহীত পুস্তক ও প্রকাশনার প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ।
- আরকাইভাল ডকুমেন্টস এবং সংরক্ষিত পুস্তক ও প্রকাশনা ডিজিটাইজেশন এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

- সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।
- শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলি

- বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল নতুন, সৃজনশীল ও মৌলিক প্রকাশনা এবং বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনাসামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা;
- জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী মূল্যসম্পন্ন নথিপত্র ও সরকারি প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারকে সমৃদ্ধ করা;
- বাংলাদেশ সংক্রান্ত দলিলপত্রের মূল বা সেকেন্ডারি কপি বিদেশি আরকাইভস ও অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা;
- অধিদপ্তরে সংগৃহীত তথ্যসামগ্রী ও নথিপত্রের আইনগত রক্ষক (Custodian)-এর দায়িত্ব পালন করা;
- দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান তথ্যসামগ্রী মাইক্রোফিল্ম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ করা;
- যুগোপযোগী তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞানসামগ্রী এবং আরকাইভাল ডকুমেন্টস সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা;
- তথ্য সামগ্রীর অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- প্রচলিত আইন ও বিধি সাপেক্ষে পাঠক, গবেষক, প্রশাসক ও তথ্যানুসন্ধানকারীকে তথ্য ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা;
- আরকাইভস ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করা;
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা;
- বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করা;
- লেখক ও প্রকাশকদের ISBN প্রদান করা;
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;
- সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সময় সময় প্রদর্শনীর আয়োজন ও অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং
- আধুনিক গ্রন্থাগার ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম দুটি উইং জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় :

- ১৪৪টি পদের সমন্বয়ে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৩ গেজেট আকারে প্রকাশ হয়েছে।
- জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০২১ গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১১টি পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৯টি পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- তথ্যের স্থায়ী সংরক্ষণ ও অনলাইন তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বই, পত্রপত্রিকা ও আরকাইভাল ডকুমেন্টস স্ক্যানিং করে সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিজিটাইজেশনের জন্য ৩০২৫৯১টি নথিপত্রের ইমেজ স্ক্যান করা হয়েছে।
- জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী মূল্য সম্পন্ন নথিপত্র ও সরকারি প্রকাশনার ১০৪৭টি সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল নতুন, সৃজনশীল ও মৌলিক প্রকাশনা এবং বিশ্বমানের সর্বশেষ প্রকাশনা সামগ্রীর ৫৮৫৭টি সংগ্রহ ও ২০৯৪টি প্রক্রিয়াকরণপূর্বক সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ করা হয়েছে।
- আরকাইভস বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি ৫টি সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি ১৬/০৬/২০২৩ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে।
- লেখক ও প্রকাশকদের ১১০৩৮টি ISBN নম্বর প্রদান করা হয়েছে।
- আবহাওয়া ও জলবায়ু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কাগজের অম্লতা এবং আর্দ্রতা ও তাপমাত্রাজনিত কারণে নথিপত্র দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য নিয়মিত বই, পত্র-পত্রিকা, আরকাইভাল সামগ্রী বাঁধাই, মেরামত ও পরিশোধন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১৭৫ ভলিউম ডকুমেন্ট বাঁধাই করা হয়েছে।
- ই-ফাইলিং, নথি লিখন ও উপস্থাপন প্রক্রিয়া, এসিআর অনুশাসনমালা, ছুটিবিধি, নিয়মিত উপস্থিতি বিধি, শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি, ওয়েবসাইট সংশোধন ও হালনাগাদকরণ ও বাধাঁই কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে ২৬টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা হয়েছে।
- পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
- সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সময় সময় প্রদর্শনীর আয়োজন ও অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- আধুনিক গ্রন্থাগার ও নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত গ্রন্থ/পুস্তকের তথ্যাবলি KOHA Integrated Library Management সফটওয়্যারে ১৪৪৬৬টি ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে।
- ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- ৯ জুন ২০২৩ আন্তর্জাতিক আরকাইভস সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনী এবং র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ''International Council on Archives (ICA)''-এর ৭৫ বছর : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং নথি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংযুক্ত পেশাজীবীদের নিয়ে উভয় ভবনে মোট দুটি পেশাগত প্রশিক্ষণে ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় শিশু দিবসসহ প্রতিটি জাতীয় দিবস সরকারের নির্দেশনানুযায়ী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন/উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় গ্রন্থাগার International ISBN Authority, IFLA, CDNLAO, ACCU ইত্যাদি সংস্থার সদস্য হিসেবে তাদের সঙ্গে পেশাগত কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত মাসিক ISBN I IFLA-এর বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় আরকাইভস দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা যথাক্রমে International Council on Archives (ICA) এবং South West Asia Regional Branch of International Council on Archives (SWARBICA) এর সদস্য হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছে এবং ICA I SWARBICA-এর বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করা হয়েছে।

ক. আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের গবেষণাধর্মী কার্যক্রম

১. গবেষণার পটভূমি : ইতিহাস গবেষণার মূল্যবান উপাত্ত হিসেবে নথিপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠন এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নথিপত্র ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। নথি ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রের মধ্যে নথিপত্রের শ্রেণিবিন্যাস, বিনষ্টিকরণ এবং বিভিন্ন সংরক্ষণ উপকরণের ব্যবহার

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নথিপত্রের সুষ্ঠু বিন্যাস কাঠামো প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরি যা করতে না পারলে নথিপত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। এজন্য গবেষণায় ব্রিটিশ শাসনামলের বিশেষ করে ১৮১০-এর দশক থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত সময়কালীন সৃষ্ট নথিপত্র এবং উক্ত নথিপত্রের ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে নথি সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় নথিপত্র বিনষ্টিকরণের বাস্তব চিত্র এবং নথিপত্র দীর্ঘমেয়াদিভাবে টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ও পদ্ধতির বিশ্লেষণ করতে এই গবেষণার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। সকল শ্রেণির নথিপত্র স্তূপাকারে রাখার চাইতে বাছাই ও শ্রেণিবিন্যাস করে মূল্যবান স্থায়ী গুণসম্পন্ন ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, আইনগত, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত নথিপত্র সংরক্ষণ এবং অপ্রয়োজনীয় গুরুত্বহীন নথিপত্রকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখে বিনষ্টিকরণের মাধ্যমে নথি ব্যবস্থাপনার স্বরূপ সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে ছড়িতে দিতে এ গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া নথি সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে নথিপত্রে ব্যবহারের জন্য সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ উপকরণ সম্পর্কে ধারণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

২. গবেষণার ক্যাটাগরি : ক্ষুদ্র মৌলিক গবেষণা।

৩. গবেষণা শিরোনাম : 'নথি শ্রেণিকরণ, বিনষ্টিকরণ ও নথিপত্রে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার : চট্টগ্রাম জেলার নথিপত্রভিত্তিক একটি দলিলিকরণ সমীক্ষা'।

৪. গবেষক : মোখলেছুর রহমান, সিনিয়র টেকনিক্যাল এসিসটেন্ট (আরকাইভস), আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ৩২, বিচারপতি এস. এম. মোর্শেদ সরণি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

৫. সময়কাল : ৬ মাস (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)।

৬. ক. মঞ্জুরীকৃত গবেষণা অনুদানের পরিমাণ : ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মাত্র।

খ. এ যাবৎ প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের পরিমাণ : ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র।

৭. গবেষণার উদ্দেশ্য : পুরাতন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও দলিল-দস্তাবেজ দেশের সত্যিকার এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বিনির্মাণের মূল উপাদান। এ উপাদানসমূহের সিংহভাগ সংরক্ষিত রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের সংরক্ষণাগারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার উদ্দেশ্য হলো :

- ব্রিটিশ ও বর্তমান সময়ের নথিপত্রের শ্রেণিকরণ পদ্ধতি যাচাই করা;
- ব্রিটিশ ও বর্তমান সময়ের নথিপত্রের বিনষ্টিকরণ ব্যবস্থা তুলে ধরা;
- ব্রিটিশ আমলের নথিপত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা;
- এ উপকরণ বা বস্তু সামগ্রী ব্যবহারের প্রভাব আলোচনা করা।

৮. গবেষণার ক্ষেত্র : জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত চট্টগ্রাম জেলার নথিপত্র এবং সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং রেকর্ড সৃজনসংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ।

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিকল্প নেই। ইতিহাস অনুসন্ধান ও সত্য উদঘাটনে জাতীয় আরকাইভস হলো গবেষণার কেন্দ্রস্থল। প্রচলিত আইন ও বিধি সাপেক্ষে দেশি-বিদেশি গবেষক, প্রশাসক, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষক, উচ্চতর শিক্ষার গবেষক, শিক্ষার্থী, নানা শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষকে গবেষণাসেবা ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া আরকাইভস ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে প্রয়োজনে পরামর্শ প্রদান করা; লেখক ও প্রকাশকদের ISBN প্রদান সংক্রান্ত সেবামূলক কাজ সম্পাদন করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গবেষণা ও তথ্যসেবায় মোট **১৩১৫** জন ব্যক্তি/সংস্থাকে সেবা প্রদান করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০০ জন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮১৫জন গবেষকের আগমন বেশি হয়েছে।

স্থানীয় আয় ও ব্যয়ের ৫ বছরের তথ্য : বিগত পাঁচ বছরের বিভিন্ন সেবা থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো :

বছর	সদস্য ফি, নবায়ন ফি, গবেষক ফি, স্ক্যানিং, ফটোকপি, ক্যামেরার সাহায্যে স্ন্যাপ সেবা এবং রেফারেন্স সেবা প্রদান ফি বাবদ রাজস্ব আয়	আইএসবিএন বরাদ্দ বাবদ রাজস্ব আয়	অডিটোরিয়াম ভাড়া বাবদ আয়	চাকরি হতে অব্যহতি বাবদ মূলবেতনের সমপরিমাণ অর্থবাবদ আয়	সর্বমোট
২০১৮	১,৭৬,৩৪৮/-	১,০০,৫৮০/-	৫,১৭২৫০/-	৪৩,৭০০/-	
২০১৯	২,২১,৬০০/-	৩,১৮,৪১০/-	৬,৭২৮৬৫/-		
২০২০	১,৬৩,৯৫৯/-	২,৭৬,৪৫০/-	১,৪৯,৫০০/-		
২০২১	১,৭২,২১৪/-	৪,৪০,০০০/-	৯২,০০০/-		
২০২২	১,৪৮,৯৩২/-	২,৫৪,৩৫০/-	১৭২,৫০০/-		
২০২৩	৭৩,৮৩২/-	৩,২৭,২০০/-	১,১৮০০০/-		
মোট=	**৯,৫৬,৮৮৫/-**	**১৭,১৬,৯৯০/-**	**১৭,২২,১১৫/-**	**৪৩,৭০০/-**	**৪৪,৩৯,৬৯০/-**

সদস্য ফি, নবায়ন ফি, গবেষক ফি, ফটোকপি ফি, স্ক্যানিং ফি ও ক্যামেরার সাহায্যে ছবি উঠানোর ফি, অডিটোরিয়াম ভাড়া এবং স্ন্যাপ সেবা এবং রেফারেন্স সেবা প্রদান ফি বাবদ রাজস্ব আয় ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর পরিদর্শন

জ্ঞান আহরণ ও তথ্যের প্রয়োজনে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিবর্গ আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৯৭ জন পরিদর্শনকারী আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর পরিদর্শন করেন এবং পাঠক আগমন করেন মোট ১১৯৫৪ জন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে সংরক্ষিত প্রায় ৯ (নয়) কোটি পৃষ্ঠা ডকুমেন্টস/বই/অন্যান্য তথ্যসামগ্রী ২০২৩ সালের মধ্যে ডিজিটাইজকরণ, সংরক্ষণ, ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরি ও অনলাইনে সেবা প্রদান করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও আরকাইভস পেশাজীবীদের সক্ষমতা/দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এ ছাড়াও 'জাতীয় আরকাইভস বিষয়ে সার্টিফিকেট' কোর্স চালু এবং কথ্য ইতিহাস (Oral history) আরকাইভস প্রতিষ্ঠা করা।

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ (ছক-ক)

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থ বছরে)	কোডভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২৩ অর্থ বছরে)	মন্তব্য
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৩১১১১০১-মূল বেতন (অফিসার)-৮০,০০,০০০/-	৬৫,৭২,৮০০/-	
	৩১১১১১০- ছুটি নগদায়ন বেতন (অফিসার) ৭,১০,০০০/-	৭,০৯,০০০	
	৩১১১২০১ -মূল বেতন (কর্মচারী) ১,৬৫,০০,০০০/-	১,৫৩,৫৫,৮০০/-	
	৩১১১২০৯ -ছুটি নগদায়ন বেতন (কর্মচারী) ২,৯০,০০০/-	শূন্য	

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থ বছরে)	কোডভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২৩ অর্থ বছরে)	মন্তব্য
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৩১১১৩০১-দায়িত্ব ভাতা ১,০০,০০০/-	১৩,৫০০/-	
	৩১১১৩০২-যাতায়াত ভাতা ৩,৫০,০০০/-	২,৬১,৬০০/-	
	৩১১১৩০৬-শিক্ষা ভাতা ৫,০০,০০০/-	৪,৪০,১০০/-	
	৩১১১৩১০-বাড়ি ভাড়া ভাতা ১,০০,০০,০০০/-	৮৮,৭২,২০০/-	
	৩১১১৩১১-চিকিৎসা ভাতা ১৮,০০,০০০/-	১৬,১৪,৩০০/-	
	৩১১১৩১২-মোবাইল/সেলফোন ভাতা ৬০,০০০/-	৩১,৫০০/-	
	৩১১১৩১৩-আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা ২,০০,০০০/-	৪৭,৮০০/-	
	৩১১১৩১৪-টিফিন ভাতা ২,০০,০০০/-	১,৭৪,৪০০/-	
	৩১১১৩১৬-ধোলাই ভাতা ৫০,০০০/-	২৯,০০০/-	
	৩১১১৩২৫-উৎসব ভাতা ৪০,৮৪,০০০/-	৩৩,৭৪,৪০০/-	
	৩১১১৩২৭-অধিকাল ভাতা ৫,০০,০০০/-	৫,৪১,৫০০/-	
	৩১১১৩২৮- শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা ৬,৫০,০০০/-	৬,৬৩,৯০০/-	
	৩১১১৩৩১-আপ্যায়ন ভাতা ৩০,০০০/-	১৫,০০০/-	
	৩১১১৩৩৫-বাংলা নববর্ষ ভাতা ৪,৫০,০০০/-	৩,৬২,২০০/-	
	৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয় ১,২৫,০০০/-	১,২৪,৮০০/-	
	৩২১১১১১-সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয় ৪,০০,০০০/-	৩,৮৮,৭০০/-	
	৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ ৫০,০০,০০০/-	৩৭,২২,০০০/-	
	৩২১১১১৫-পানি ৪,০০,০০০/-	শূন্য	
	৩২১১১১৭-ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স ৬,২০,০০০/-	৪,৯০,৩০০/-	
	৩২১১১২০-টেলিফোন ১,০০,০০০/-	৩০,৭০০/-	
	৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় ১,৮০,০০০/-		
	৩২১১১২৭-বইপত্র সাময়িকী ৫,০০,০০০/-	৪,৪৩,৪০০/-	
	৩২১১১২৮-প্রকাশনা ১,০০,০০০/-	৯৯,০০০/-	
	৩২১১১৩০-যাতায়াত ব্যয় ১,০০,০০০/-	৯৯,৩০০/-	
	৩২১১১৩১-আউটসোর্সিং ৪২,০০,০০০/-	৪১,৯৯,৮০০/-	
	৩২১১১৩৪-শ্রমিক অনিয়মিত মজুরি ৮০,০০০/-	৭৭,৬০০/-	
	৩২১১১৩৫-নিয়োগ পরীক্ষা ১০,০০,০০০/-	৯,৯৮,৭০০/-	
	৩২২১১০১-নিরীক্ষা ও সমীক্ষা ফি ১০,০০০/-	শূন্য	
	৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ ৩৪,০০,০০০/-	১৬,৮২,৫০০/-	
	৩২৪৩১০১-পেট্রোল,অয়েল ও লুব্রিকেন্ট ১৩,৫০,০০০/-	১০,৭৪,৫০০/-	
	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানি ২,০০,০০০/-	৯০,৯০০/-	
	৩২৪৪১০১-ভ্রমণ ব্যয় ৫,০০,০০০/-	৪,৭৬,৩০০/-	
	৩২৫৩১০৩-নিরাপত্তা সেবা (ভাড়া ভিত্তিতে) ৫০,০০,০০০/-	৪৯,৬৫,৮০০/-	
	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী ৫,০০,০০০/-	৪,৭৭,০০০/-	

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থ বছরে)	কোডভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২৩ অর্থ বছরে)	মন্তব্য
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৩২৫৫১০২ -মুদ্রণ ও বাঁধাই ৩,০০,০০০/-	২,৮৯,৪০০/-	
	৩২৫৫১০৫ -অন্যান্য মনিহারি ৬,০০,০০০/-	৫,৯৯,২০০/-	
	৩২৫৬১০২ -রাসায়নিক ১,৫০,০০০/-	১,৪৯,৯০০/-	
	৩২৫৬১০৬ -পোশাক ১,৫০,০০০/-	১,১৩,২০০/-	
	৩২৫৭১০৫- উদ্ভাবন ৩,০০,০০০	২,৯৯,২০০/-	
	৩২৫৭১০৬ -শুদ্ধাচার ১,০০,০০০/-	৯৯,১০০/-	
	৩২৫৭২০৬ -সম্মানি ২,০০,০০০/-	১,৯৮,৫০০/-	
	৩২৫৭৩০১ -অনুষ্ঠান/উৎসবাদি ৬,০০,০০০/-	৫,৯৫,১০০/-	
	৩২৫৭৩০৪ - বাগান পরিচর্যা ১,০০,০০০/-	৯৯,০০০/-	
	৩২৫৭৩০৬ -ডাটা সংরক্ষণ ব্যয় ৫,০০,০০০/-	৪,৬৫,৩০০/-	
	৩২৫৮১০১- মোটরযান ৪,০০,০০০/-	১,৬৩,৮০০/-	
	৩২৫৮১০২ -আসবাবপত্র ১,০০,০০০/-	৯৯,৩০০/-	
	৩২৫৮১০৩ -কম্পিউটার ৩,৫০,০০০/-	৩,৪৯,৬০০/-	
	৩২৫৮১০৪ -অফিস সরঞ্জামাদি ১,৫০,০০০/-	১,০৭,৬০০/-	
	৩২৫৮১০৫ -অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৫,৫০,০০০/-	৫,৩১,৯০০/-	
	৩২৫৮১০৮ -অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা ২,৯০,০০০/-	২,৮৮,৬০০/-	
	৩২৫৮১৪০- মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ১২,০০,০০০/-	৫,২৫,০০০/-	
	৩২৫৮১৪১ -অভ্যন্তরীণ শোভাবর্ধন ১,০০,০০০/-	৯৭,৯০০/-	
	৩৮২১১০২ -ভূমি উন্নয়ন কর ৩০,০০০/-	শূন্য	
	৩৮২১১০৩ -পৌর কর ২,৫০,০০০/-	২,৫০,০০০/-	
	৩৮২১১১৬- বিমা ২,০০,০০০/-	১,৭০,৬০০/-	
	৪১১২৩০৩ -বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ২১,০০০	২০,৬০০/-	
	৪১১২৩১০ -অফিস সরঞ্জামাদি ১,০০,০০০/-	৪৪,৬০০/-	
	৪১১৩৩০১ -কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ৪০,০০০/-	৩৯,৭০০/-	

অর্থ বছর ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ সহ বিগত ০৫ বছরের আয়-ব্যয় ও সঞ্চিত অর্থের বিবরণী (ছক-খ)

দপ্তর/সংস্থার নাম	অর্থ-বছর	সঞ্চিত অর্থ	স্থানীয় আয়	ব্যয়ের তথ্য	মন্তব্য
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	২০১৮-১৯	-	৭,৪১,০০০/-	৭,৪২,৮৪,৭০০/-	
	২০১৯-২০	-	১২,৫৬,৯৪৪/-	৫,৯৩,৭৪,৬০০/-	
	২০২০-২১	-	১০,৭৮,৫৩৫/-	৫,৬৮,৬২,৮০০/-	
	২০২১-২২	-	১০,৮৪,১৭৭/-	৭,২১,৯৫,৯০০/-	
	২০২২-২৩	-	১৩,৭৯,৫৭৯/-	৬,৪২,৯৯,৮০০/-	

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি অধিদপ্তর–যার আওতাধীনে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারসহ ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগার রয়েছে। দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সুবিধা সংবলিত পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিকশিত ও সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এ অধিদপ্তর সর্বস্তরের পাঠকদের পাঠকসেবা প্রদান, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, জীবনব্যাপী স্ব-শিক্ষার সুবিধা প্রদান, সামাজিক চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ, অপসংস্কৃতির বিপরীতে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ সৃষ্টি এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন সরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার	:	১টি (রমনা, ঢাকা)
বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার	:	৭টি (চট্টগ্রাম , রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট)
জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার	:	৫৬টি (বিভাগীয় জেলা সদর ব্যতিত অবশিষ্ট জেলা সদরে)
উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার	:	২টি (জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশিগঞ্জ উপজেলা)
শাখা গণগ্রন্থাগার	:	৪টি (ঢাকায় ২টি, ময়মনসিংহ ১টি ও রাজশাহীতে ১টি)
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতিসৌধ বিশেষ সরকারি গণগ্রন্থাগার	:	১টি (টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ)

রূপকল্প (Vision)

জ্ঞানমনস্ক আলোকিত সমাজ

অভিলক্ষ্য (Mission)

দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সুবিধা-সংবলিত সময়-সাশ্রয়ী পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিকশিতকরণ ও সমৃদ্ধকরণ।

কার্যাবলি

১. বিদ্যমান গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য পাঠক-চাহিদা মোতাবেক পাঠসামগ্রী সংগ্রহ, বিন্যাস, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
২. জাতীয় দিবসসমূহে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন;
৩. রচনা, বইপাঠ, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন;
৪. বরেণ্য কবি, সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা;
৫. পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা;
৬. গবেষণা ও রেফারেন্স সেবা;
৭. ইন্টারনেট সেবা;
৮. মিলনায়তন ও সেমিনার হল ভাড়া প্রদান;
৯. কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

- জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন : ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ থেকে দেশব্যাপী জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে। এরপর থেকে প্রতিবছরই গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগারসহ সারাদেশের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় গ্রন্থাগারসমূহে বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনার সাথে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। এ বছর ৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি. সারাদেশে জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন

১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনস্ত সকল সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন-২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়;

২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন : রচনা, বইপাঠ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশু থেকে সকল বয়সের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছে;
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে বরেণ্য কবি/সাহিত্যিকদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তাঁদের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে;
- স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে পাঠকদের, তথা যুব সমাজকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধকরণে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও শিক্ষামূলক বিষয়ের ওপর সাপ্তাহিক বিশেষ লার্নিং সেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে;
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন সকল সরকারি গণগ্রন্থাগারে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইন গ্রন্থাগার সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন দেশের সকল সরকারি গণগ্রন্থাগারে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ, পর্যাপ্ত কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ বিভিন্ন ধরনের আইসিটি উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে;
- গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সুশাসন নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের সাথে এপিএ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪২ সেশনে ২২১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অধিদপ্তরসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মোট ৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ইনোভেশন কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২টি ওয়ার্কশপ ও ৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়েছে।

জনবলকাঠামো

পদবিন্যাস অনুযায়ী জনবল সংক্রান্ত অনুমোদিত, বিদ্যমান ও শূন্য পদের বিবরণ

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্যপদের বিবরণ			
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি
১০৫	৩৭	৩৬৭	৩১৪	৫৫	২৩	২০২	১৮৯	৫০	১৪	১৬৫	১২৫
১০৫	৩৭	৩৬৭	৩১৪	৫৫	২৩	২০২	১৮৯	৫০	১৪	১৬৫	১২৫
মোট : ৮২৩				মোট : ৪৬৯				মোট : ৩৫৪			

২০২২-২৩ অর্থবছরের পাঠকসেবা পরিসংখ্যান প্রতিবেদন

১. পাঠক সংখ্যা (৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের) : ১১.১৭ লক্ষ
২. অন্তর্ভুক্তি রেজিস্টার অনুযায়ী পুস্তক সংখ্যা (৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের) : ৩১,০৪,৬৬৬টি
৩. রাজস্ব বাজেটে ক্রয়কৃত পুস্তক সংখ্যা (পুস্তকের কপি) : ৮২,৭৪২টি
৪. ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে ক্রয়কৃত পত্রিকার সংখ্যা : ৮০১টি
৫. ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে ক্রয়কৃত সাময়িকীর সংখ্যা : ৪৫৪টি

সদ্যসমাপ্ত প্রকল্প

দেশের লাইব্রেরিসমূহে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন প্রকল্প

সদ্যসমাপ্ত এ প্রকল্পটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মকে শিশুকিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দেশের ১০০০টি সরকারি-বেসরকারি গণগ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ক বই এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

চলমান প্রকল্পসমূহ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে বহুতল ভবন নির্মাণের প্রকল্প

মেয়াদকাল : মে ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকল্প ব্যয় : ৫২,৪২৫.১৫ লক্ষ টাকা

সংক্ষিপ্ত বিবরণী : এ প্রকল্পের আওতায় একটি আধুনিক সেবা-সংবলিত বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। বহুবিধ সুবিধাদি সংবলিত আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগতভাবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হচ্ছে।

চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প

মেয়াদকাল : জানুয়ারি, ২০১৭-জুন, ২০২৪

প্রকল্প ব্যয় : ২৩,২৯১.৬৬ লক্ষ টাকা।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী : এ প্রকল্পের আওতায় বহুমুখী সাংস্কৃতিক চর্চার উদ্দেশ্যে একই ক্যাম্পাসে মুসলিম ইনস্টিটিউট, শহিদ মিনার এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারের অবকাঠামো বিনির্মাণ সমাপ্তির পথে।

দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প

মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকল্প ব্যয় : ১১১৯০.১১ লক্ষ টাকা

সংক্ষিপ্ত বিবরণী : এ প্রকল্পের আওতায় ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ইউনিট পরিচালনার মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার ৩৬৮টি উপজেলা/থানার ৩২০০টি স্পট/এলাকার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য বই পঠনের বিকল্প উৎস তৈরি হয়েছে, যার সদস্যসংখ্যা সর্বমোট ৫ লক্ষ।

সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে অনলাইন সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প

মেয়াদকাল : জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩

প্রকল্প ব্যয় : ৪,৪৯০.৬১ লক্ষ টাকা

সংক্ষিপ্ত বিবরণী : এ প্রকল্পের আওতায় নতুন প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার সরবরাহ ও সংস্থাপনের মাধ্যমে সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের আধুনিকায়ন ও সেবার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে।

শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০২২-ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প ব্যয় : ২৪২৪.৭০ লক্ষ টাকা

সংক্ষিপ্ত বিবরণী : এ প্রকল্পের অধীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পিতা শেখ লুৎফর রহমান এর স্মৃতি সংরক্ষণার্থে গোপালগঞ্জস্থ পারিবারিক জমির উপর একটি আধুনিক গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ বিশেষত রাজশাহী, খুলনা, রংপুর এবং ময়মনসিংহ-এর অধিকতর উন্নয়ন।
- জেলা পর্যায়ের ৫০টি গ্রন্থাগার ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ; গণগ্রন্থাগার ভবনসমূহে মাল্টিপারপাস হলের একুইস্টিক্স ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- নতুনসৃষ্ট ৩৬৬টি পদে জনবল নিয়োগ করাসহ গণগ্রন্থাগারকে সকল সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করা এবং আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি-সংবলিত তথ্যসেবা প্রদানের অপ্রতুলতা;
- পুস্তকের সংখ্যা-স্বল্পতা;
- স্বল্প পরিসরের পাঠকক্ষ;
- অনলাইন লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে মাঠ পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারে সম্প্রসারিত করা।

গ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ ও স্থানীয় আয় ব্যয় (গত ৫ বছরের) সংক্রান্ত তথ্য

অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও খরচসমূহ			
প্রতিষ্ঠান কোড নং-১৩৪০৪ = গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর			
অর্থবছর	বরাদ্দ	ব্যয়	মন্তব্য
২০১৮-২০১৯ অর্থবছর	২৬১,০০০,০০০	২৪১,২৮৬,৪৮৮	-
২০১৯-২০২০ অর্থবছর	২৮৫,৪৫৫,০০০	২৬১,৪৫৩,২৭৭	-
২০২০-২০২১ অর্থবছর	৩২৪,৫০০,০০০	২৬৪,৪৫৭,৪০০	-
২০২১-২০২২ অর্থবছর	৩৫৮,৩৮০,০০০	২৯০,৬১০,৬০০	-
২০২২-২০২৩ অর্থবছর	৩৪১,৮৪৮,০০০	২৮৫,৭৫২,২০০	-

বিবরণ	বরাদ্দ ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বরাদ্দ ২০২২-২০২৩	৩০শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত খরচ	উদ্বৃত্ত
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	১৫,৫৩,৮৫,০০০/-	১৪,৯৫,৮৮,০০০/-	১২,৩৫,১৪,২০০/-	২,৬০,৭৩,৮০০/-
অধিদপ্তরে বইপত্র ও সাময়িকী খাতে	২,৫৯,৩৫,০০০/-	২,৫৯,৯০,০০০/-	২,৫৮,৭৪,৬০০/-	১,১৫,৪০০/-

বিবরণ	বরাদ্দ ২০২২-২০২৩	সংশোধিত বরাদ্দ ২০২২-২০২৩	৩০শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত খরচ	উদ্বৃত্ত
প্রধান কার্যালয় এ বইপত্র ও সাময়িকী খাত	২,২০,০০,০০০/-	২,২০,০০,০০০/-	২,২০,০০,০০০/-	০০/-
আউটসোর্সিং	১,৫০,০০,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-	১,৪৩,০০,০০০/-	৬,৯৯,৭০০/-

কপিরাইট অফিস

ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সুরক্ষায় পৃথক একটি IP Office অন্যতম। ১৯৬৭ সাল থেকে কপিরাইট অফিসের কার্যক্রম চালু হলেও কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশে মেধাস্বত্ব সুরক্ষায় ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনায় Copyright (Amendment) Act ১৯৭৪ প্রবর্তিত হয় এবং প্রথম দিকে ভাড়া ভবনে এবং ১৯৯৩ সাল থেকে আগারগাঁও জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে কপিরাইট অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে।

জাতির পিতার উক্ত দূরদর্শী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারই সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কপিরাইট অফিসের জন্য ১৪তলাবিশিষ্ট নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উক্ত ভবন নির্মাণের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে গত ২২শে সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঢাকার আগারগাঁও এর প্রশাসনিক এলাকায় ১.৪ বিঘা আয়তনের এফ-২০/বি নম্বর প্লটটি কপিরাইট অফিসের নামে প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সুরক্ষায় সুদূরপ্রসারী মননশীল চিন্তার ফলে ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২৩ সনের ৩০ জুন ১৪ তলাবিশিষ্ট কপিরাইট ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসমূহের সুরক্ষা প্রদানসহ সাংস্কৃতিক ধারার মেধাসম্পদের বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সাধারণ সুবিধা

- ❑ নৈতিকভাবে আবহমানকাল ধরে মেধাসম্পদের প্রণেতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি দেয়;
- ❑ উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানার স্বত্ব নিশ্চিত হয়;
- ❑ মেধাসম্পদ বিভিন্ন পন্থায় পুনরুৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার নিশ্চিত হয়;
- ❑ মেধাসম্পদের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ যে কোনো আদালতে মালিকানা সংক্রান্ত উদ্ভূত জটিলতার ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে কার্যকর;

- ❑ একক স্বত্বাধিকারের কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত পণ্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র বা বিজ্ঞাপন আহ্বান কিংবা দরপত্রের প্রয়োজনীয় জামানত দাখিল করার প্রয়োজন হয় না, ফলে একক স্বত্বাধিকারী একমাত্র দরপত্র দাতা হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেন (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ ধারা ৭৬);
- ❑ কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মেধাসম্পদ এর অবৈধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে আইনগত প্রতিকার লাভে সহায়ক হয়;
- ❑ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইউটিউবসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়ায় সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি আপলোড অথবা অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মালিকানা স্বত্বের প্রমাণক হিসেবে দাখিল করা যায়;
- ❑ প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি/স্বকীয়তা তথা সুনাম (Goodwill) কে সুরক্ষা প্রদান করে;
- ❑ বাংলাদেশ বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্য হওয়ায় কপিরাইট সনদ বিশ্বের যে কোনো দেশে উক্ত দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে।

কপিরাইট অফিসের প্রধান কার্যাবলী

ক) কপিরাইট সংক্রান্ত কর্মের রেজিস্ট্রেশন ও সনদপত্র প্রদান;
খ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভুত বিরোধসমূহ নিস্পত্তিকরণ;
গ) বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনঃ প্রকাশের লাইসেন্স প্রদান;
ঘ) সম্প্রচার সংক্রান্ত বিদেশি কর্মের বাংলায় অনুবাদ করার লাইসেন্স প্রদান;
ঙ) কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের অবৈধ কপি আমদানি বন্ধকরণ;
চ) সাহিত্যকর্ম/নাট্যকর্মের অনুবাদ, প্রকাশ কিংবা পুনরুৎপাদন এর লাইসেন্স প্রদান;
ছ) কপিরাইট সমিতি/Collective Management Organaization (CMO) নিবন্ধন;
জ) কপিরাইট সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের নমুনা সংরক্ষণ;
ঝ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান;
ঞ) ইনোভেশন বা সৃজনশীল কার্যক্রমকে প্রণোদনা ও উৎসাহ প্রদান।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

- ❑ কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আবেদন নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২৫৪টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ২২৮৯টি সনদপত্র ইস্যু করা হয়েছে;
- ❑ মেধাস্বত্বের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সরকার কর্তৃক ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের জন্য একটি ১৪ তলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গত ৪ঠা জুলাই ২০২৩ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবনটি উদ্বোধন করেছেন। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক মেধাসম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নিজস্ব সংস্থার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও ঠিকানা, যা Cultural Hub হিসেবে পরিণত হয়েছে;
- ❑ দীর্ঘ ৩ বছর ধরে সকল অংশীজন, সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কপিরাইট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনাক্রমে নতুন কপিরাইট আইন প্রণয়নের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত আইনের খসড়া মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য গত ২২শে জুন ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়;
- ❑ কপিরাইট অফিসে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আপগ্রেড করা হয়েছে;
- ❑ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও পঠন প্রতিবন্ধীদের বই পাঠের সংকট দূর করতে মারাকেশ চুক্তিতে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে;
- ❑ নিবন্ধিত সংগীত কর্মের ডাটাবেইজ প্রস্তুতের নিমিত্ত সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- ❑ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- ❑ কপিরাইট আইন, রেজিস্ট্রেশন ও পাইরেসি সংক্রান্ত স্টেক হোল্ডারদের মাঝে প্রচার জোরদারকরণ;
- ❑ নতুন কপিরাইট আইন প্রণয়ন;
- ❑ কপিরাইট সমিতিকে সক্রিয় করা;
- ❑ ১৫টি শূন্যপদ পূরণ ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ❑ নিয়োগ বিধি সংশোধন;
- ❑ নতুন পদ সৃজন;
- ❑ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি;
- ❑ ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ;

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালার ছবি

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের উদ্যোগে 'মরমী কবি হাছন রাজা, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ও প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী জনাব রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার সংগীতকর্ম সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত ওয়েবসাইটের উদ্বোধন' শীর্ষক সেমিনার গত ১২ই নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের উদ্যোগে 'অর্থনৈতিক উত্তরণের চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের সংস্কার' শীর্ষক সেমিনার গত ১০ই মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ

(অংকসমূহ শত টাকায়)

দপ্তর/সংস্থার নাম	(২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট)	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	(২০২২-২৩) অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	৪,৩০,০০০/-	৩,৬৬,২৪০/-	১,৯৯,২৮৯/-

বিগত ৫ বছরের স্থানীয় আয়-ব্যয় ও সঞ্চিত অর্থের বিবরণী

দপ্তর/সংস্থার নাম	অর্থবছর	সঞ্চিত অর্থ	স্থানীয় আয়	ব্যয়ের তথ্য	মন্তব্য
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	২০১৮-১৯	--	২৩,৯৭,০০০/-	--	কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন বাবদ জমাকৃত টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে (কোড নম্বর : ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস শুধুমাত্র এর হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে।
	২০১৯-২০	--	৩২,২১,০০০/-	--	
	২০২০-২১	--	৪৩,০১,০০০/-	--	
	২০২১-২২	----	৩০,২৪,৫০০/-	--	
	২০২২-২৩		২৩,৭১,৯০০/-	--	

বাংলা একাডেমি

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালি জাতিসত্তা ও মাতৃভাষার অধিকারের ওপর শুরু হয় আক্রমণ। ১৯৪৮ সালে রেসকোর্স ময়দানে এক বক্তৃতায় পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত ছাত্ররা চিৎকার করে বলেন No, No সেই মুহূর্তেই রোপিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার বীজ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনি ইস্তেহারের ১৬ ধারায় 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা, উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। যার ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতিসত্তা, নিজস্ব রাষ্ট্রগঠন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. কর্মব্যপদেশে বাংলাদেশে : একাত্তরের যে গল্প ছাপেনি কোনো সংবাদপত্র : অনুবাদ, আলম খোরশেদ
২. আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তাৎপর্য : আমিনুল ইসলাম ভুইয়া (অনুবাদ)
৩. রুকাইয়া-ই-আলমগিরি : সম্রাট আওরঙ্গজেবের চিঠিপত্র : অনুবাদ, মোঃ রেজাউল করিম
৪. The Matter of Savitri : অনুবাদ, হাসান আজিজুল হক
৫. বিবি-পাঠশালা : অনুবাদ, রবিউল আলম
৬. টাইম মেশিন : অনুবাদ, শওকত ওসমান
৭. বঙ্গবন্ধু ও তিমির রাত্রির স্মৃতি : নূরুল ইসলাম খান
৮. বঙ্গবন্ধুর ভাষাশৈলী : শ্যামল কান্তি দত্ত
৯. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কৃষি : মোঃ হাসান কবীর
১০. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন : দেশকাল, জীবন ও সাহিত্যকর্ম; ইসরাত মেরিন
১১. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়া (২য় খণ্ড) : তপন কুমার বাগচী
১২. মুজিবমঙ্গল : বিশ্বজিৎ ঘোষ
১৩. বঙ্গবন্ধু হত্যা : প্রতিবাদ; হালিম দাদ খান

১৪. বঙ্গবন্ধু ভবন : মোশাররফ হোসেন
১৫. বঙ্গমাতা : ইতিহাসের নিভৃত সৈনিক; খোরশেদ বাহার
১৬. সরদার আলাউদ্দিন : সুমন সরদার
১৭. শাহ আবদুল করিম : নিরঞ্জন দে
১৮. কিশোরগঞ্জে বঙ্গবন্ধু : মোজাম্মের হক নিয়োগী
১৯. পাবনা জেলায় বঙ্গবন্ধু : এম আবদুল আলীম
২০. খুলনায় বঙ্গবন্ধু : বিভূতিভূষণ মণ্ডল
২১. বঙ্গবন্ধুর সফরনামা : মাসুদ রহমান
২২. মাস্টার শাহ আলমের পুথিতে বঙ্গবন্ধু : সম্পাদক, মুহম্মদ নূরুল হুদা
২৩. আত্মস্মৃতিতে পূর্ববঙ্গ : সম্পাদক, মুনতাসীর মামুন
২৪. বঙ্গবন্ধু : স্বপ্নের চেয়ে বড়; সরকার আবদুল মান্নান
২৫. বঙ্গবন্ধু চেতনার বাতিঘর : অসীম কুমার সাহা
২৬. নারীর উপন্যাসে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ : দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ; ফারজানা সিদ্দিকা
২৭. পূর্ববাংলার রাজনীতি ও মুসলিম সমাজ : ১৯৪৬-১৯৫৪; ড. বশীর আহমদ
২৮. বঙ্গবন্ধু বাকশাল ও জাতীয় সংহতি; ড. অনুপম হাসান
২৯. বঙ্গবন্ধুর সংসার জীবন : স্বপন কুমার দাস
৩০. Bangabandhu : The Fiery youngman from the Modhumati Basin; Audity Falguni
৩১. বঙ্গবন্ধু : অজ্ঞাত তথ্যের আলোকে; আবুল আহসান চৌধুরী
৩২. বঙ্গজাতিমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব : ৯২তম জন্মবার্ষিকীর শ্রদ্ধা; প্রধান সম্পাদক : মুহম্মদ নূরুল হুদা
৩৩. একুশের প্রবন্ধ ২০২১ : সম্পাদক : মুহম্মদ নূরুল হুদা
৩৪. জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২ প্রথম খণ্ড : প্রধান সম্পাদক : মুহম্মদ নূরুল হুদা
৩৫. জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২ দ্বিতীয় খণ্ড : প্রধান সম্পাদক : মুহম্মদ নূরুল হুদা
৩৬. জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২ তৃতীয় খণ্ড : প্রধান সম্পাদক : মুহম্মদ নূরুল হুদা
৩৭. আহমদ রফিক রচনাবলি : প্রথম খণ্ড : সম্পাদক : মুহম্মদ নূরুল হুদা
৩৮. মাহমুদুল হক রচনাবলি : চতুর্থ খণ্ড : আবু হেনা মোস্তফা এনাম
৩৯. শেখ মুজিবুর রহমান রচনাবলি : প্রথম খণ্ড; শেখ হাসিনা
৪০. ভারতীয় গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : চৌধুরী শহিদ কাদের
৪১. মুজিবের নাম জয়বাংলা : ফজল-এ-খোদা
৪২. বঙ্গবন্ধু ও পঞ্চাশের দশকের রাজনীতি : আহম্মেদ শরীফ
৪৩. শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব : রিয়াজ আহমেদ
৪৪. নির্বাচিত কবিতা : মোহাম্মদ সাদিক
৪৫. নির্বাচিত গল্প : কাইজার চৌধুরী
৪৬. একুশের কবিতা-পরিচয় : দ্বিতীয় খণ্ড; মোবারক হোসেন
৪৭. নির্বাচিত শিশুকিশোর রচনা : খালেক বিন জয়েনউদদীন
৪৮. নির্বাচিত কিশোরসাহিত্য : সুজন বড়ুয়া
৪৯. নির্বাচিত শিশুকিশোর রচনা : শাহজাহান কিবরিয়া
৫০. ফোকলোর উপকরণে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের অভিধান : মোমেন চৌধুরী
৫১. মুজিব-মানিক-সোহরাওয়ার্দী : সম্পর্কের আলোয়; সরকার আবদুল মান্নান
৫২. বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অর্থনীতি : আতিউর রহমান
৫৩. *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* : পাঠ-বিশ্লেষণ : সম্পাদক, মুহম্মদ নূরুল হুদা
৫৪. *কারাগারের রোজনামচা* : পাঠ -বিশ্লেষণ; সম্পাদক, মুহম্মদ নূরুল হুদা
৫৫. *আমার দেখা নয়াচীন* : পাঠ-বিশ্লেষণ; সম্পাদক, মুহম্মদ নূরুল হুদা
৫৬. প্রাথমিক ক্লাস্টার রসায়ন : কালিপদ কুণ্ডু

৫৭. সংখ্যায়নিক বলবিদ্যা : ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা
৫৮. স্থলভাগের বৃহত্তম প্রাণী হাতি : ড. রেজা খান
৫৯. আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি : মোঃ আবদুল হামিদ
৬০. বীরমাতাদের জীবন-কথা : সুরমা জাহিদ
৬১. রঙ্গপুরের পত্রপত্রিকা : সাহিত্য প্রসঙ্গ; সম্পাদক, মোতাহার হোসেন সুফী
৬২. প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে : সম্পাদক, হাসানাত লোকমান
৬৩. দীপ্ত জয়োল্লাস : শেখ রাসেলকে নিবেদিত ছোটদের ছড়া ও কবিতা; সম্পাদক, হাসানাত লোকমান
৬৪. পদ্মাসেতু : স্বপ্নমঙ্গলের কথা; সম্পাদক, হাসানাত লোকমান

পত্রিকা প্রকাশ : 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা'র ২টি, 'উত্তরাধিকার পত্রিকা'র ৩টি, 'ধানশালিকের দেশ পত্রিকা'র ৩টি, বাংলা একাডেমির সামগ্রিক কার্যক্রমের দলিল হিসেবে ত্রৈমাসিক 'বাংলা একাডেমি বার্তা'র ২টি, বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা'র ২টি, বিজ্ঞান পত্রিকা'র ২টি, বাংলা একাডেমি অনুবাদ পত্রিকা'র ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

অমর একুশে বইমেলা : প্রতি বছরের মতো অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এর আয়োজন করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ উদ্বোধন করেন। বইমেলা প্রতিদিন বেলা ৩:০০টা থেকে রাত ৮:৩০টা ও ছুটির দিন সকাল ১১:০০টা থেকে রাত ৮:৩০টা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৮:০০টা থেকে রাত ৮:৩০টা পর্যন্ত চলে।

এ বছর ৬১০টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭০৪টি ইউনিটের স্টল এবং ৩৪টি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, লিটল ম্যাগাজিন, মিডিয়া ও সামাজিক সংগঠনসমূহ বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। গ্রন্থমেলায় এবার জমাপ্রাপ্ত তালিকা অনুসারে আনুমানিক ৩৭৩০টি নতুন বই প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থমেলায় সর্বাধিক মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' এবং সেরা গ্রন্থের জন্য 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সর্বাধিক মানসম্মত শিশুতোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নান্দনিক অঙ্গসজ্জার জন্য 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

বিক্রয় ও বিপণন : বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় এবং বিপণনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই ও পত্রিকা বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে গ্রন্থমেলা : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং বিভিন্ন জেলা প্রশাসন কর্তৃক বছরজুড়ে বিভিন্ন জেলায় বইমেলা আয়োজিত হয়। বাংলা একাডেমি বছরব্যাপী বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

পুনর্মুদ্রণ

ক. বাংলা একাডেমির পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ পাঠকের চাহিদা এবং বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগের পরামর্শে বছরজুড়ে বই পুনর্মুদ্রণ করে থাকে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক গ্রন্থ অভিধান, পরিভাষা, কোষগ্রন্থ, রচনাপঞ্জি, ভাষাবিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলবিষয়ক বই, রচনাবলি, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শন, আইন এবং শিশু-কিশোর সাহিত্য ও আনন্দপঠন বিষয়ক বই উল্লেখযোগ্য।

খ. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে ৬৪টি বই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

এছাড়াও পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ প্রয়োজনে বই সম্পাদনা এবং বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে থাকে। এর পাশাপাশি প্রকাশিতব্য বইয়ের মূল্য নির্ধারণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধান, বাজেট প্রণয়ন, প্রকাশিত বই সংরক্ষণ, প্রকাশিত বইয়ের সফট কপি সিডিতে সংরক্ষণ এবং নতুন নতুন বই পুনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

ক. 'বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আধুনিকীরকরণ : অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে ১৯৬৬.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এটি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। বাংলা একাডেমিতে অধ্যয়ন ও গবেষণার সুবিধার্থে ম্যানুয়েল কার্যক্রম আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সম্পন্ন করার মাধ্যমে গ্রন্থাগার স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেশন করা, পাঠ-সামগ্রীর দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ ও পাঠকসেবা ডিজিটাল করার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের বই, পত্রিকা ও সাময়িকী ডিজিটাইজেশন এবং গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ন্যূনতম সংস্কার সাধন ও পাঠ-সামগ্রী সন্নিবেশনের মাধ্যমে জ্ঞান, মেধা ও মননসম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

খ. গ্রন্থাগারে ১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ৫টি সাময়িকী সংরক্ষণ করা, ৫২০ জনকে পাঠকসেবা প্রদান করা হয়েছে।

গ. ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় গ্রন্থাগারের জন্য ওয়েবপেজ তৈরি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার 'কোহা' স্থাপন; দুষ্প্রাপ্য বই, পুথি ও সাময়িকীর নব্বই হাজার পৃষ্ঠা 'ই-বুকে' রূপান্তরিত করে গ্রন্থাগারের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঘ. গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিগত এক হাজার মাসের পুরোনো দৈনিক পত্রিকাগুলো বাঁধাই করে ব্যবহারোপযোগী করা হচ্ছে, যা চলমান।

ঙ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদন করে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করার কাজ চলমান রয়েছে। গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু পরিবারবিষয়ক ৫০০ শতাধিকের অধিক গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে।

নববর্ষ উদ্‌যাপন : প্রতিবেদনাধীন বছরে বাংলা একাডেমি ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন করেছে। বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ১০ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়।

বৈশ্বিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ/সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম : বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের অন্যতম প্রতীক প্রতিষ্ঠান। বাংলা একাডেমি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের আদানপ্রদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। সরকারি বিধিনিষেধ থাকার কারণে বাংলা একাডেমি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত কোনো বইমেলা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেনি।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার : বাংলা একাডেমি প্রতিবেদনাধীন বছরে ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা : ২৪.১২.২০২২ তারিখে সাধারণ পরিষদের ৪৫তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সভায় একাডেমির ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২১ জন লেখক ও সাহিত্যিককে জীবন ও সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত পুরস্কারসমূহ প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ

১. অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক–(শিক্ষা)
২. ড. মোহাম্মদ আলী রেজা খান–(বিজ্ঞান)
৩. অধ্যাপক ডা. মো. জাকির হোসেন–(চিকিৎসা)
৪. নাসির আলী মামুন–(আলোকচিত্রশিল্পী/ফটোসাংবাদিক)
৫. হামিদুজ্জামান খান–চিত্রকলা/ভাস্কর্য)
৬. জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়–(সংস্কৃতি)
৭. ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী–(সমাজসেবা)

অন্যান্য পুরস্কার

১. সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার-২০২২ : ড. ইসরাইল খান
২. কবীর চৌধুরী : শিশুসাহিত্য পুরস্কার-২০২২ : সিরাজুল ফরিদ
৩. সাহিত্যিক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার-২০২২ : ড. রাজিয়া সুলতানা
৪. অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার-২০২২ : মামুনুর রশীদ
৫. রাবেয়া খাতুন সাহিত্য পুরস্কার-২০২২ : ক. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, খ. স্বকৃত নোমান
৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার- ২০২২ : ক. জসিম মল্লিক, খ. ক্যারোলিন রাইট
৭. কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার- ২০২২ : মোহাম্মদ রফিক

রবীন্দ্র পুরস্কার–২০২২ : শিল্পী শীলা মোমেন

নজরুল পুরস্কার–২০২২ : শিল্পী শাহীন সামাদ

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী : বাংলা একাডেমি প্রতিবছর ৩রা ডিসেম্বর ২০২২ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ০৩.১২.২০২২ তারিখ সকাল ৯:০০টায় বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। তবে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে গত বছর ০৩.১২.২০২২ তারিখের পরিবর্তে ০৭.১২.২০২২ তারিখে ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান দিনব্যাপী আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতার আয়োজনসহ দিনব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ : বাংলা একাডেমির প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমির সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ

ক. ব্যক্তি/পারিবারিকভাবে প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত পুরস্কারসমূহ-

ক্রমিক	বিবরণ	সঞ্চিত
১.	সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার (এফডিআর)	২৪,০০,০০০.০০
২.	হালীমা-শরফুদ্দীন বিজ্ঞান পুরস্কার (সঞ্চয়ী হিসাব)	৬,০০,০০০.০০
৩.	মেহের কবীর বিজ্ঞান সাহিত্য এবং কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার (এফডিআর)	২১,০০,০০০.০০
৪.	মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার (এফডিআর)	১৩,৭৫,০০০.০০
৫.	অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার (এফডিআর)	৩৪,৯৮,০০০.০০
৬.	সাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ সাহিত্য পুরস্কার (এফডিআর)	২০,০০,০০০.০০
৭.	রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার (এফডিআর)	১,০০,০০,০০০.০০

ব্যক্তি/পারিবারিকভাবে প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাসমূহ-

ক্রমিক	বিবরণ	সঞ্চিত
১.	গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল (এফডিআর)	৫০,০০,০০০.০০
২.	ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড (এফডিআর)	২০,০০,০০০.০০
৩.	মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড (এফডিআর)	১০,০০,০০০.০০
	সর্বমোট =	**২,৯৯,৭৩,০০০.০০**

খ. ব্যক্তি/পারিবারিকভাবে প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে দেয় পুরস্কারসমূহের বিগত পাঁচ বছরের ব্যয় বিবরণী-

অর্থবছর	হিসাবের বিবরণ	ব্যয়/খরচ
২০১৮-২০১৯	পুরস্কার ও গবেষণা সহায়তা তহবিল	৫,৬৬,০০০.০০
২০১৯-২০২০	পুরস্কার ও গবেষণা সহায়তা তহবিল	১,২৪,০০০.০০
২০২০-২০২১	পুরস্কার ও গবেষণা সহায়তা তহবিল	৭,৫২,০০০.০০
২০২১-২০২২	পুরস্কার ও গবেষণা সহায়তা তহবিল	৪,৪০,০০০.০০
২০২২-২০২৩	পুরস্কার ও গবেষণা সহায়তা তহবিল	৭,৬১,০০০.০০
	সর্বমোট =	**২৬,৪৩,০০০.০০**

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান/সেমিনার

১. ২-৩রা জুলাই ২০২২ জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২ গোপালগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গায় কবিতাপাঠ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২. ১০ই জুলাই ২০২২ বহুভাষাবিদ ও গবেষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ১৩৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান।

৩. ১৭ই জুলাই ২০২২ বহুভাষাবিদ জ্ঞানতাপস, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র ৫৩তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে স্মরণানুষ্ঠান।

৪. ১৩-১৫ই জুলাই ২০২২ কক্সবাজার জেলা সাহিত্যমেলার আয়োজন।

৫. ২৮-২৯শে জুলাই ২০২২ নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট জেলা সাহিত্যমেলার আয়োজন।

৬. পহেলা আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে মযহারুল ইসলাম রচিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' শীর্ষক গ্রন্থবিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান।

৭. ৩রা আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান।

৮. ৬ই আগস্ট ২০২২ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী পালন।

৯. ৭ই আগস্ট ২০২২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

১০. ৮ই আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে আনোয়ারা সৈয়দ হক প্রণীত 'ছোটোদের বঙ্গমাতা' ও 'আমার রেণু' গ্রন্থবিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান।

১১. ১০ই আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু : নানা বর্ণে নানা রেখায়' গ্রন্থবিষয়ক অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠান।

১২. ১১ই আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে আবুল কাসেম প্রণীত 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নদর্শন : জাতীয়করণনীতি এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' গ্রন্থবিষয়ক অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠান।

১৩. ১৪ই আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে সাজেদুল আউয়াল প্রণীত 'বঙ্গবন্ধুর সংস্কৃতি-ভাবনা' শীর্ষক গ্রন্থের অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠান।

১৪. ১৫ই আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠান এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৫. ১৬ই আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত 'আগস্ট ২০২১ : শোক থেকে শক্তি, শক্তি থেকে জাগরণ' শীর্ষক গ্রন্থবিষয়ক অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠান।

১৬. ১৭ই আগস্ট ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে সৈয়দ শামসুল হক প্রণীত 'বঙ্গবন্ধুর বীরগাথা' শীর্ষক গ্রন্থের অনলাইনে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং কবি শামসুর রাহমানের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনলাইনে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

১৭. ২১শে আগস্ট ২০২২ বিভীষিকাময় ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে ২১শে আগস্ট ১৫ই আগস্টের ধারাবাহিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

১৮. ২৫শে আগস্ট ২০২২ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনলাইনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৯. ২৭ই আগস্ট ২০২২ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী পালন।

২০. ২৮শে আগস্ট ২০২২ অনলাইনে মোনায়েম সরকার প্রণীত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান।

২১. ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২২ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ভাষাসৈনিক আহমদ রফিকের ৯৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনলাইনে একক বক্তৃতা ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

২২. ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'শেখ হাসিনার সৃষ্টিশীলতা' শীর্ষক সেমিনার ও গ্রন্থ প্রদর্শনী।

২৩. ১১ই অক্টোবর ২০২২ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান।

২৪. ১৭ই অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি, আলোচনা সভা, কবিতা-ছড়াপাঠ ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান।

২৫. ১৮ই অক্টোবর ২০২২ শেখ রাসেল দিবস পালন।

২৬. ১৯-৩১শে অক্টোবর ২০২২ জামালপুর, ঝিনাইদহ, বগুড়া, শেরপুর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর ও লালমনিরহাট জেলায় জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২এর আয়োজন অনুষ্ঠিত।

২৭. ২৭ই অক্টোবর ২০২২ রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার প্রদান।

২৮. ১-১৭ই নভেম্বর ২০২২ বরগুনা, নড়াইল, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড়, কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, জেলাতে জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২ অনুষ্ঠিত।

২৯. ২রা নভেম্বর ২০২২ ভাষাসংগ্রামী ও শহিদ বুদ্ধিজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

৩০. ৩রা নভেম্বর ২০২২ লোক-সাহিত্যবিশারদ দীনেশচন্দ্র সেনের ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

৩১. ৭ই নভেম্বর ২০২২ বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও ভাষাসৈনিক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

৩২. ১৩ই নভেম্বর ২০২২ মীর মশাররফ হোসেনের ১৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক হুমায়ূন আহমেদের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

৩৩. ২৪শে নভেম্বর ২০২২ ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

৩৪. ৩০শে নভেম্বর ২০২২ বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা অনুষ্ঠান।

৩৫. ১লা ডিসেম্বর ২০২২ বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদার ১২২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৩৬. ৩রা ডিসেম্বর ২০২২ বাংলা একাডেমির ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন, পতাকা উত্তোলন এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

৩৭. ৬-৩১শে ডিসেম্বর ২০২২ বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নওগাঁ, গাজীপুর, যশোর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, খুলনা, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, মানিকগঞ্জ জেলা সাহিত্যমেলা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩৮. ৭ই ডিসেম্বর ২০২২ বাংলা একাডেমির ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

৩৯. ৯ই ডিসেম্বর ২০২২ রোকেয়া দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন।

৪০. ১৪ই ডিসেম্বর ২০২২ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন।

৪১. ১৫ই ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন।

৪২. ১৬ই ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন।

৪৩. ২৪শে ডিসেম্বর ২০২২ বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ ২০২২ প্রদান। ১. পুরস্কার : সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার, ২. কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার, ৩. মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধসাহিত্য পুরস্কার, ৪. অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ নাট্যজন পুরস্কার প্রদান।

৪৪. ২৭শে ডিসেম্বর ২০২২ রাবেয়া খাতুন কথাসাহিত্য পুরস্কার ২০২২ প্রদান এবং সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের ৮৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

৪৫. ১০ই জানুয়ারি ২০২৩ কবি জসীমউদ্‌দীন ১২০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও শিল্পী জয়নুল আবেদিনের ১০৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৪৬. ২৫শে জানুয়ারি ২০২৩ কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও লেখক ও শিক্ষাবিদ মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের ১৯৯তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৪৭. ১লা-২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ উদ্বোধন, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ প্রদান, মাসব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২, কবি জসীমউদ্‌দীন সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ প্রদান এবং অমর একুশে বইমেলার সমাপন অনুষ্ঠান।

৪৮. ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হকের ৯৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৪৯. ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৫০. ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হকের ৯৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং গোবিন্দচন্দ্র দেবের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৫১. ৭ই মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান।

৫২. ১৩ই মার্চ ২০২৩ কবি ও লেখক আবু হেনা মোস্তফা কামালের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৫৩. ১৭ই মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন।

৫৪. ১৯শে মার্চ ২০২৩ কবি সিকান্দার আবু জাফরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৫৫. ২৫শে মার্চ ২০২৩ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়ার আয়োজন।

৫৬. ২৬শে মার্চ ২০২৩ সকাল ৮:০০টায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

৫৭. ২৬শে মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন।

৫৮. ২৭শে মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ এবং গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান।

৫৯. ১৩ই এপ্রিল ২০২৩ ভাষাসংগ্রামী অজিতকুমার গুহ স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান।

৬০. ১৪-২৩শে এপ্রিল ২০২৩ বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ও বিসিকের যৌথ আয়োজনে ১০ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন।

৬১. ১৪ই এপ্রিল ২০২৩ বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ষবরণ এবং আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং অধ্যাপক অজিতকুমার গুহের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৬২. ২রা মে ২০২৩ চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান।

৬৩. ৩রা মে ২০২৩ শহিদ জননী জাহানারা ইমাম স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান।

৬৪. ৮ই মে ২০২৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান।

৬৫. ২৫শে মে ২০২৩ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও নজরুল পুরস্কার প্রদান।

৬৬. ২রা জুন ২০২৩ বরেণ্য কবি, লেখক ও নারী আন্দোলনের পুরোধা বেগম সুফিয়া কামাল স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান।

৬৭. ৩রা জুন ২০২৩ সিলেট বিভাগীয় সাহিত্যমেলার আয়োজন।

৬৮. ১৪ই জুন ২০২৩ রংপুর বিভাগীয় সাহিত্যমেলার আয়োজন।

সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থবছরে)		কোড ভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২৩ অর্থবছরে)
বাংলা একাডেমি	বেতন বাবদ সহায়তা (৩৬৩১১০১)	১০৫,১৫০,০০০.০০	১০৫,১৫০,০০০.০০
	ভাতাদি বাবদ সহায়তা (৩৬৩১১০২)	৮৯,৬৫০,০০০.০০	৮৯,৬৫০,০০০.০০
	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩৬৩১১০৩)	৬৩,২৮০,০০০.০০	৬৩,২৮০,০০০.০০
	পেনশন ও অবসর সুবিধা বাবদ সহায়তা (৩৬৩১১০৪)	৬৬,৭০০,০০০.০০	৬৬,৭০০,০০০.০০
	গবেষণা অনুদান (৩৬৩১১০৮)	১,৮০০,০০০.০০	১,৮০০,০০০.০০
	প্রাথমিক স্বাস্থসেবা বাবদ সহায়তা (৩৬৩১১০৯)	৫০,০০০,০০	৫০,০০০,০০
	অন্যান্য অনুদান (৩৬৩১১৯৯)	১,৪৩০,০০০.০০	১,৪৩০,০০০.০০
	যন্ত্রপাতি অনুদান (৩৬৩২১০২)	১,৫৭৫,০০০.০০	১,৫৭৫,০০০.০০
	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান (৩৬৩২১০৫)	৭৫০,০০০.০০	৭৫০,০০০.০০
	অন্যান্য মূলধন অনুদান (৩৬৩২১০৬)	৫০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০
	সর্বমোট =	**৩৩০,৮৮৫,০০০.০০**	**৩২৭,০৫৮,৩৬২.০৩**

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

ভূমিকা

দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে পরিশীলিত ধারায় প্রবাহিত করা ও তৃণমূল পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৩১ নং আইন) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য শিল্প-সংস্কৃতির প্রবাহ তৈরি করে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮৯ সালের সংশোধিত অ্যাক্টের আওতায় সংস্কৃতি বিকাশের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ (ছয়) টি বিভাগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভাগগুলো হলো চারুকলা বিভাগ, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ, সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, প্রযোজনা বিভাগ, প্রশিক্ষণ বিভাগ। এছাড়া প্রতিটি জেলায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যক্রম এবং প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রমসহ সমগ্র দেশে সংস্কৃতির চর্চা ক্রমবর্ধমান। দেশের সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ছয়টি বিভাগ ও জেলা/উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রূপকল্প

শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ।

অভিলক্ষ্য

জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য শিল্প-সংস্কৃতির প্রবাহ তৈরি করে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠন।

প্রধান কার্যাবলি

ক. সৃজনশীল ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, সু-প্রশিক্ষিত সংস্কৃতি কর্মী গড়ে তোলা;

খ. সংস্কৃতিচর্চা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার আয়োজন এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা;

গ. জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন,ঋতু ভিত্তিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন উৎসব আয়োজন;

ঘ. সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা, আবৃত্তি, চারুকলা, যাত্রা, পুতুলনাট্য, অ্যাক্রোবেটিক, ফটোগ্রাফি ও চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

ঙ. সকলের জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা;

চ. ইতিহাস ও ঐতিহ্যভিত্তিক মানসম্পন্ন সৃজনশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং

ছ. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আদানপ্রদান।

জনবল কাঠামো

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	৭৫৯	৫৮৪	১৭৫
মোট	৭৫৯	৫৮৪	১৭৫

সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২৩তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী ২০২২

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৭শে জুলাই থেকে ২৫শে আগস্ট ২০২২ তারিখ পর্যন্ত '২৩তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রর্দশনী ২০২২' আয়োজন করা করা হয়।

চিত্র : '২৩তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রর্দশনী ২০২২'-এর প্রদর্শনী

চিত্র : '২৩তম নবীন শিল্পী চারুকলা প্রর্দশনী ২০২২'-এর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

জেলা পর্যায়ে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী

✪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দল' জেলা পর্যায়ে গত ২রা জুলাই ২০২২, ২৭-২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২২, ৬-১৫ই জুন ২০২৩ তারিখ জেলা শিল্পকলা একাডেমি, সাতক্ষীরা এবং মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দল (এ)

৮ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি সিরাজগঞ্জ	সন্ধ্যা ৭:০০
৯ জুন ২০২৩ শুক্রবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি রাজশাহী	সন্ধ্যা ৭:০০
১০ জুন ২০২৩ শনিবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি বগুড়া	সন্ধ্যা ৭:০০
১১ জুন ২০২৩ রবিবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি রংপুর	বিকাল ৫:০০
১২ জুন ২০২৩ সোমবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি দিনাজপুর	সন্ধ্যা ৭:০০
১৩ জুন ২০২৩ মঙ্গলবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি কুষ্টিয়া	সন্ধ্যা ৭:৩০
১৪ জুন ২০২৩ বুধবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি খুলনা	সন্ধ্যা ৭:০০
১৫ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার	শেখ ফজলুল হক মণি স্মৃতি মিলনায়তন জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গোপালগঞ্জ	সন্ধ্যা ৭:০০
১৬ জুন ২০২৩ শুক্রবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি বরিশাল	সন্ধ্যা ৭:০০
১৭ জুন ২০২৩ শনিবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি পটুয়াখালী	সন্ধ্যা ৭:০০

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দল (বি)

৬ জুন ২০২৩ মঙ্গলবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি সিলেট	বিকাল ৫:০০
৭ জুন ২০২৩ বুধবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি মৌলভীবাজার	বিকাল ৫:৩০
৮ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি ময়মনসিংহ	সন্ধ্যা ৭:০০
৯ জুন ২০২৩ শুক্রবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি জামালপুর	বিকাল ৫:০০
১০ জুন ২০২৩ শনিবার	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা	—
১১ জুন ২০২৩ রবিবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি মানিকগঞ্জ	বিকাল ৫:০০
১২ জুন ২০২৩ সোমবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি নারায়ণগঞ্জ	বিকাল ৫:০০
১৩ জুন ২০২৩ মঙ্গলবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি কুমিল্লা	সন্ধ্যা ৭:০০
১৪ জুন ২০২৩ বুধবার	জেলা শিল্পকলা একাডেমি চট্টগ্রাম	সন্ধ্যা ৭:০০
১৫ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার	কক্সবাজার ইনস্টিটিউট ও পাবলিক লাইব্রেরী শহীদ সুভাষ হল, কক্সবাজার	সন্ধ্যা ৭:০০

গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার

✪ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ৬৪ জেলায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে 'গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার' শিরোনামে বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় জেলা শিল্পকলা একাডেরি ব্যবস্থাপনায় সাইফুল ইসলামের রচনা এবং মাহমুদুল হাসান লালনের নির্দেশনায় 'হননকালের প্রত্নপুরান' নাটকটি গত ২৯শে জুলাই ২০২২ তারিখ হরিণা বাগবাটী উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ মঞ্চস্থ হয় এবং রুবাইয়াৎ আহমেদের নির্দেশনায় 'বিষাদকহন' নাটকটি ২২শে জুলাই ২০২২ তারিখ অরুণ সারকী টাউন হল, বান্দরবান মঞ্চস্থ হয়।

শিল্পকলা পদক প্রদান

✪ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে শিল্পকলা পদক ২০১৯ ও ২০২০ প্রদান করা হয়।

১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০২২

✪ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৮ই ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ৭ই জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মাসব্যাপী জাতীয় চিত্রশালা প্লাজা ও গ্যালারিসমূহে ১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনীতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১১৪টি দেশের বিশিষ্ট শিল্পীরা তাঁদের নির্বাচিত শিল্পকর্ম নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

✪ ৮ই ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ/২৩শে অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ সকাল ১০.০০টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

১১৪টি দেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের নির্বাচিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২-এর ১১৪টি দেশের পতাকা নিয়ে কোরিওগ্রাফি পরিবেশনা

✪ আমন্ত্রিত বিদেশি শিল্পী, শিল্প সমালোচক, পর্যবেক্ষক ও জুরি কমিটির সদস্যবৃন্দের সম্মানে ১১ই ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ নৌপরিবহন করপোরেশনের মালিকাধীন এমভি মধুমতি জাহাজ যোগে মাওয়া থেকে চাঁদপুর মোহনা পর্যন্ত আনন্দ নৌবিহারের আয়োজন করা হয়।

চিত্র : নৌবিহারে আর্টক্যাম্প

✪ একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ৯ই ডিসেম্বর থেকে ৭ই জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত প্রতিদিন বিকালে সাধারণ শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র : সাধারণ শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন

✪ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ০৮ই ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১৩ই জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে উক্ত প্রদর্শনীর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি উপস্থিত ছিলেন।

১৯তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০২২-এর সমাপনী অনুষ্ঠান

শোকাবহ আগস্ট ২০২২ পালন

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় শোকাবহ আগস্ট ২০২২ উপলক্ষ্যে ১-৩১শে আগস্ট ২০২২ জাতীয় চিত্রশালার ১ নং গ্যালারিতে মাসব্যাপী 'শোক থেকে শক্তির অভ্যুদয় স্বপ্নপূরণের দৃঢ় প্রত্যয় ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।
- গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে ১৬ ও ১৭ই আগস্ট ২০২২ দু'দিনব্যাপী দেশের ১৫ জন বিশিষ্ট চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণে আর্টক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
- ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ভয়াবহতার ওপর ভয়াল, বিভীষিকাময় ও কলঙ্কিত রক্তাক্ত ২১শে আগস্ট স্মরণে ২১শে আগস্ট থেকে ২৩শে আগস্ট ২০২২ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রাঙ্গণ (নন্দনমঞ্চ সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে) পাবলিক আর্ট ও স্থাপনাশিল্প প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মবার্ষিকী

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সৃজিত শিল্পকর্ম ১৫০টি ও ফটোগ্রাফি ৫০টিসহ মোট ২০০টি চিত্রকর্ম নিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর ২০২২ জাতীয় চিত্রশালার ১ নং গ্যালারিতে প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত একাডেমির উন্মুক্ত মাঠে 'সবুজের বুকে মানবতার জননী' শীর্ষক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০০ ফুট X ৭৬ ফুট প্রতিকৃতি নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

- 'শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক' শিরোনামে ১৮ই অক্টোবর ২০২২ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৬ই অক্টোবর ২০২২ বিকাল ৩টায় জাতীয় চিত্রশালা ভবনের ভাস্কর্য গ্যালারিতে দেশব্যাপী 'আমার তুলিতে শেখ রাসেল' শিরোনামে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় চিত্রশালা সেমিনার কক্ষে 'প্রিয় শেখ রাসেল' শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

শিল্পী এস এম সুলতানের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

- ১০ই অক্টোবর ২০২২ তারিখে 'শিল্পী এস এম সুলতানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পথে' শীর্ষক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল চিত্রা নদীতে শিশুদের নিয়ে আর্টক্যাম্প, শিশুস্বর্গ

মিলনায়তনে শিশুদের অঙ্কিত চিত্রকর্ম প্রদর্শনী, নড়াইল জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিশিষ্ট শিল্পীদের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী, প্রামাণ্যচিত্র 'আদমসুরত' প্রদর্শন, শিশুনাট্য কর্মশালা, লালবাউল রূপগঞ্জে শিশুদের অংশগ্রহণে আর্টক্যাম্প এবং বাউল গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়। একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশের বরেণ্য চিত্রশিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী ৯ই অক্টোবর ২০২২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে ১০ই অক্টোবর সকালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, ঢাকায় তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের লক্ষ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

দেশি ও বিদেশি নাট্যদলের অংশগ্রহণে গঙ্গা যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসব

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও গঙ্গা যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসব পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে ২১ থেকে ৩১শে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ১০(দশ) দিনব্যাপী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হল, এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল এবং স্টুডিও থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে দেশি ও বিদেশি নাট্যদল অংশগ্রহণ করে। গঙ্গা যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর লায়ালপুর জেলখানার বন্দিজীবনভিত্তিক কাহিনি নিয়ে 'নিঃসঙ্গ লড়াই' যাত্রাপালাটি ২৯শে অক্টোবর ২০২২ তারিখ জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে মঞ্চস্থ হয়।

যাত্রাপালা নিঃসঙ্গ লড়াই

যাত্রাশিল্পী নীতিমালা, ২০২২ অনুযায়ী যাত্রাদল নিবন্ধন

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১২ থেকে ১৮ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) দিনব্যাপী জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার হলে 'যাত্রাশিল্প নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষ্যে ১৪তম যাত্রা নিবন্ধন উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত যাত্রাদল নিবন্ধন অনুষ্ঠানে দেশের ২৬টি যাত্রাদল অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

- ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯-২৮ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত একাডেমির সকল বিভাগের প্রকাশনা ও বিভিন্ন উপকরণ (ম্যাগাজিন, ক্যাটালগ, আমন্ত্রণপত্র, সিডি/ডিভিডি, পোস্টার, আলোকচিত্র, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি) নিয়ে জাতীয় চিত্রশালার গ্যালারি নং-২, ৩, ৪, ৫ এবং ৩ ও ৪ নং গ্যালারি সম্মুখস্থলের উন্মুক্তস্থানে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০২৩

ঢাকা আর্টস সামিট ২০২৩

- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ৩-১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত জাতীয় চিত্রশালা ভবনের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং গ্যালারিসমূহে এবং প্লাজায় ৬ষ্ঠ ঢাকা আর্ট সামিট ২০২৩ আয়োজন করা হয়।

ঢাকা আর্টসামিট ২০২৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

- বিশ্বের সব মাতৃভাষা রক্ষা করবে বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ মিনারে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকল দেশি-বিদেশি শিল্পী এবং একাডেমির মহাপরিচালক ও সচিব মহোদয়সহ উপস্থিত সবাই শহিদ মিনার ও ভাষাশহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিশ্বের সব মাতৃভাষা রক্ষা করবে বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উদ্‌যাপন

তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমি'র ব্যবস্থাপনায় ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৩রা মার্চ ২০২৩, ১৫ দিন দেশব্যাপী একযোগে 'তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩' আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত উৎসবটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকা ২টি ভেন্যুতে ৩৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উক্ত উৎসব উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র বিষয়ক মাস্টাস ক্লাস, চলচ্চিত্র বিষয়ক মতবিনিময় সভা, চলচ্চিত্র নিয়ে মুক্ত আলোচনা, চলচ্চিত্র আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব-২০২৩

জাতির পিতা ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন

- 'স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন; শিশুদের চোখ স্বপ্নে রঙ্গিন' স্লোগানকে হৃদয়ে ধারণ করে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৭ই মার্চ ২০২৩ তারিখে জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় প্রায় চার শতাধিক শিশুশিল্পীদের অংশগ্রহণে 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম বিষয় আশ্রিত আর্টক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয়।

'স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন; শিশুদের চোখ স্বপ্নে রঙ্গিন' স্লোগানকে হৃদয়ে ধারন করে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার

চিত্র : ১৭ই মার্চ ২০২৩ তারিখে জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় প্রায় চার শতাধিক শিশুশিল্পীদের অংশগ্রহণে 'বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মবিষয় আশ্রিত আর্টক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হয়

ওয়ানগালা নৃত্যের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

✪ ১৯শে মার্চ ২০২৩ তারিখ থেকে ২২শে মার্চ ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ওয়ানগালা নৃত্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়াংগালা নৃত্যের প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উদ্‌যাপন

- ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়নে সকাল ১০ ঘটিকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শিল্পীরা জাতীয় সংগীত, সমবেত সংগীত এবং ৭ই মার্চের ভাষণ উপস্থাপন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

- ২৬শে মার্চ ২০২৩ তারিখ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কবি মজুমদার বিপ্লব ও ৯ জন আবৃত্তি শিল্পী মীর বরকত, লায়লা আফরোজ, মাহিদুল ইসলাম মাহি, মিজানুর রহমান সজল, নায়লা তারান্নুম কাকলী, অনন্যা লাবনী পুতুল, ফয়জুল্লাহ সাঈদ, আহসান উল্লাহ তমাল, দি রেইন তাঁদের পরিবেশনা উপস্থাপন করেন।

বিশ্ব শিশু-কিশোর ও যুব নাট্য বিদস ২০২৩

- ২০শে মার্চ ২০২৩ তারিখ একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে এবং জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশনের আয়োজনে একাডেমির সহযোগিতায় 'বিশ্ব শিশু-কিশোর ও যুব নাট্য দিবস ২০২৩' উদযাপিত হয়।

বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস উদ্‌যাপন

- ২১শে মার্চ বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবসকে কেন্দ্র করে জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলের লবিতে বিকাল ৪.০০টা পুতুলনাট্য শিল্পীদের নিয়ে পুতুলনাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বিশ্ব পুতুলনাট্য দিবস

বিশ্ব নাট্যদিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপন

- ২৭শে মার্চ বিশ্ব নাট্যদিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই), বাংলাদেশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এবং বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব নাট্যদিসব ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে র‍্যালির আয়োজন করা হয় এবং র‍্যালি শেষে প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। প্রীতি সম্মিলনী শেষে জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হলে সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পূর্ণিমা তিথির ৪৭তম সাধুমেলা

- ৪ঠা মার্চ ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের প্রযোজনায় এবং একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় ৪৭তম সাধুমেলা একাডেমির বটতলায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১-৫ই বৈশাখ ১৪৩০/১৪-১৮শে এপ্রিল ২০২৩ তারিখ ৫ দিনব্যাপী বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশবরেণ্য, বিশিষ্ট ও প্রতিশ্রুতিশীল চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের 'অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' আলপনা বিষয়ক আর্টক্যাম্প হতে সৃজনকৃত চিত্রকর্ম আলপনা ও পটচিত্র নিয়ে প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

শুভ নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

- ৮ই মে ২০২৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি; ঢাকা, ২. শিলাইদহ; কুষ্টিয়া, ৩. শাহজাদপুর; সিরাজগঞ্জ, ৪. পাতিসর; নওগাঁ, ৫. দক্ষিণডিহি ও ৬. পিঠাভোগ; খুলনাসহ ছয়টি স্থানে দেশের বরেণ্য, বিশিষ্ট ও প্রতিশ্রুতিশীল চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী আর্টক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উল্লিখিত স্থানগুলোতে আয়োজিত আর্টক্যাম্পে দেশের বরেণ্য শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৮ই মে ২০২৩ জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'অগ্নিবীণার শতবর্ষ বঙ্গবন্ধুর চেতনায় শানিত রূপ' শিরোনামে দেশের বরেণ্য ও বিশিষ্ট চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণে ২৫শে মে ২০২৩ তারিখে ত্রিশাল, ময়মনসিংহে দিনব্যাপী আর্টক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

২৫তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী-২০২৩

শিল্পকর্ম নির্বাচনমণ্ডলী ২৬১ জন শিল্পীর ২৯৬টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করেন।

২৫তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গবেষণাধর্মী বাংলা প্রবন্ধ সংগ্রহ ও নানা কর্মশালা

- ২৬শে মে ২০২৩ তারিখ সংগীত সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেতারা, বেহালা, ওড়িশি নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, বাঁশি, গৌড়ীয় নৃত্য, লোকসংগীত, দোতরা, ভরতনাট্যম, সারেঙ্গী, সাধারণ সংগীত, কথক নৃত্য, স্টাফ নোটেশন, গিটার, তবলা, আবৃত্তি, সরোদ ও চারুকলাসহ মোট ১৮টি বিষয়ে বছরব্যাপী কোর্স চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১৪-১৮ই জুন ৫ দিনব্যাপী মিউজিক অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশের সংগীতচর্চার নানা দিক আলোচিত হয় এই কোর্সে। এতে শিল্পীরা ছাড়াও অংশ নেন গণমাধ্যমকর্মীরাও।

মিউজিক এপ্রিসিয়েশন কোর্স-২০২৩

✪ গত ১০ই জুন ২০২৩ তারিখ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০০ শিশুর অংশগ্রহণে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

রণনৃত্য-রায়বেঁশে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

✪ রায়বেঁশে একটি রণনৃত্য, যা প্রচলিত ছিল যশোরের মহারাজা প্রতাপ আদিত্য ও বাংলার বারো ভূঁইয়ার শাসন আমলে। মহারাজা প্রতাপ আদিত্যের সময়ে রাজার সৈন্যরা যখন কোনো দলকে পরাজিত করতো তখন তারা এই রণনৃত্যের মাধ্যমে আনন্দে মেতে উঠত এবং পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিত। ব্রিটিশ আই এ এস অফিসার গুরু সদয়দত্ত তাঁর ছাত্রদের সহযোগিতায় ব্রতচারী নৃত্যের মাধ্যমে পরবর্তীকালে এই নৃত্যকে উভয় বঙ্গে প্রসার ও সংরক্ষণ করেন। ২০-২২শে জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী রণনৃত্য রায়বেঁশে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় শিল্পের নানাবিধ আঙ্গিক গুলোকে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নিয়মিত আয়োজনের অংশ হিসেবে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন সামিনা হোসেন, ইন্সট্রাক্টর (নৃত্য), প্রশিক্ষণ বিভাগ। ভারতের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী তরুণ প্রধানের তত্ত্বাবধানে বিশেষ ধারার এই নৃত্য রপ্ত করেন তিনি। কর্মশালার সমাপনী দিনে প্রশিক্ষণার্থীরা 'রায়বেঁশে' নৃত্যের পরিবেশনা মঞ্চায়ন করেন। পরিবেশনা শেষে একাডেমির সম্মানিত মহাপরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করেন।

রণনৃত্য-রায়বেঁশে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

উন্নয়ন ও সংস্কৃতি শীর্ষক সেমিনার

✪ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় গত ৬ই জুন ২০২৩ তারিখ, ৮ই জুন এবং ১৫ই জুন ২০২৩ তারিখ সকাল ১১টায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে উন্নয়ন ও সংস্কৃতি শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও উক্ত সেমিনারসমূহে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পী কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সেমিনারসমূহ জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়.

স্মৃতি সত্তা, ভবিষ্যৎ ২০২৩ উদ্‌যাপন

✪ নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের উদ্যোগে ১১ থেকে ১৩ই জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী 'স্মৃতি সত্তা, ভবিষ্যৎ ২০২৩ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের প্রয়াত চলচ্চিত্র, নাট্য ও যাত্রাশিল্পের গুণিজন স্মরণে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। এছাড়া সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৩ থেকে ১৯শে জুন ২০২৩ জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ অনুষ্ঠান।

'স্মৃতি সত্তা, ভবিষ্যৎ ২০২৩', সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

দেশব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ

✪ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সারাদেশের জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় প্রতিযোগীদের নিয়ে ৬৪ জেলা ও ঢাকা মহানগর পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ৬৪ জেলায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৭টি বিভাগে ২১টি শাখায় প্রতিযোগীরা নির্বাচিত হয়। ঢাকা মহানগর পর্যায়ে ১৬ই জুন ২০২৩ এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও মহানগর পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী ১৩৬৫ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে চূড়ান্ত/কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চগীতিকবির গান, লোকসংগীত, দেশাত্ববোধক গান, সাধারণ নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, একক আবৃত্তি ও একক অভিনয় ৭টি বিষয়ে মোট ২১টি শ্রেণিতে দিনব্যাপী নানা আয়োজনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩, ঢাকা জেলা ও মহানগর পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

ক্র নং	অর্থবছর (আয় বিবরণী	টাকার পরিমাণ	ব্যয় বিবরণী	টাকার পরিমাণ
০১.	প্রারম্ভিক জের: (গত ২০১৭-২০১৮ অর্থসালের জের) সোনালী ব্যাংক, সেগুনবাগিচা শাখা, হিসাব নং এস.টি.ডি-৩৬০০০১৭৩	১৬৪০১৯৬.৬২		
০২.	২০১৮-২০১৯ হলভাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন, বই বিক্রি ও অন্যান্য আয় বাবদ প্রাপ্তি	৭৮০৩৪৫৭.৫০	২০১৮-২০১৯ অর্থ সালের হল ভাড়ার ওপর ভ্যাট ও ব্যাংক কর্তৃক সার্ভিস চার্জ ও অন্যান কর্তন	৬৫০৬০৬.০০
			২০১৮-২০১৯ অর্থ সালে পেনশন খাতে স্থানান্তর	৬৫০০০০০.০০
০৩.	২০১৯-২০২০ অর্থ সালে হল ভাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন, বই বিক্রি ও অন্যান্য আয় বাবদ প্রাপ্তি	৬২৭৩১৬৯.০০	২০১৯-২০২০ অর্থ সালের হল ভাড়ার ওপর ভ্যাট ও ব্যাংক কর্তৃক সার্ভিস চার্জ ও অন্যান কর্তন	৫১৫৯২৩.০০
			২০১৯-২০২০ অর্থ সালে পেনশন খাতে স্থানান্তর	৬০০০০০০.০০
০৪.	২০২০-২০২১ অর্থ সালে হল ভাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন, বই বিক্রি ও অন্যান্য আয় বাবদ প্রাপ্তি	৭৮০৮১৬.০০	২০২০-২০২১ অর্থ সালের হল ভাড়ার ওপর ভ্যাট ও ব্যাংক কর্তৃক সার্ভিস চার্জ ও অন্যান কর্তন	৩৬৫৩৬.০০
			২০২০-২০২১ অর্থ সালে পেনশন খাতে স্থানান্তর	২০০০০০০.০০
০৫.	২০২১-২০২২ অর্থ সালে হল ভাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন, বই বিক্রি ও অন্যান্য আয় বাবদ প্রাপ্তি	৪৩৭৩৩৩৮.০০	২০২১-২০২২ অর্থ সালের হল ভাড়ার ওপর ভ্যাট ও ব্যাংক কর্তৃক সার্ভিস চার্জ ও অন্যান কর্তন	২৫৫১৫৮.০০
			২০২১-২০২২ অর্থ সালে পেনশন খাতে স্থানান্তর	৩৭০০০০০.০০
০৬.	২০২২-২০২৩ অর্থ সালে হল ভাড়া, ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন, বই বিক্রি ও অন্যান্য আয় বাবদ প্রাপ্তি	৯২১১০৬৬.০০	২০২২-২০২৩ অর্থ সালের হল ভাড়ার ওপর ভ্যাট ও ব্যাংক কর্তৃক সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য কর্তন	১২১১০৬৬.০০
			২০২২-২০২৩ অর্থ সালে পেনশন খাতে স্থানান্তর	৮০০০০০০.০০
সর্বমোট		৩০০৮২০৪৩.১২	সর্বমোট	২৮৮৬৯২৮৯.০০
			সমাপনী জের: সোনালী ব্যাংক লি., সেগুনবাগিচা শাখা, এসটিডি হিসাব নং-৩৬০০০১৭৩	১২১২৭৫৪.১২
সর্বমোট		৩০০৮২০৪৩.১২	সর্বমোট =	৩০০৮২০৪৩.১২

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি

বিষয়	মন্তব্য
সৃজনশীল ও গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশ	৬ টি পুস্তক: বাংলাদেশে রাগ সংগীতচর্চা, দোতারা সাধন, বঙ্গমাতা প্রজন্ম ও অনুভূতি, কার্টুনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, অভিনয় অনুশীলনের সূত্রসন্ধান, চারুকলায় বাংলাদেশের গণ আন্দোলন শীর্ষক গ্রন্থ মুদ্রণ।
লোকসংগীত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	কিশোরগঞ্জ জেলার লোকসংগীত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কাযক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
দেশব্যাপী জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে লোকশিল্পের উৎকর্ষ সাধন	কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
জাতীয় চিত্রশালা এবং জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	২১.২৫	১০০%	১২টি
রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ শিল্পকলা একাডেমি ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ	৪.৬৭৫	৯৯.০৫%	

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রসারে মৌলবাদী শক্তির পশ্চাৎপদমনোভাব এবং অপ-সংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, বাজেটের অপ্রতুলতা এবং করোনা পরবর্তী সংকট এই প্রতিষ্ঠানের বড়ো চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- শিল্প-সংস্কৃতিঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে সকলের জন্য শিল্প-সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ;
- বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি;
- ইউনেস্কোর সাথে ICH কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাতীয় চিত্রশালার শিল্পকর্মের সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও যুবদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ১৮টি জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ;
- ২২টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির নবায়ন ও সংস্কার;
- বাংলাদেশের প্রখ্যাত ২১ জন মনীষীর নামে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ;
- উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ;
- টাঙ্গাইলকে সাংস্কৃতিক নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ঢাকা ও চট্টগ্রামে অপেরা হাউস নির্মাণ;
- ঢাকা মহানগর আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ (উত্তরা, মিরপুর, পূর্বাচল, সোয়ারিঘাট, ঝিলমিল);
- রাজবাড়ী অ্যাক্রোবেটিক সেন্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ;
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিদ্যমান ভবনসমূহের সংস্কার ও নবায়ন এবং ক্যান্টিন নির্মাণ;
- উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ; এবং
- দেশব্যাপী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমকালীন শিল্পকলা এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে জাদুঘরে আগত দর্শনার্থী বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে হাজার বছরের গৌরব গাঁথা ও জাতীয় বীরদের সাথে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। ১৯১৩ সালের ৭ই আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয়ের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) একটি কক্ষে ঢাকা জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ১৯১৪ সালের ২৫শে আগস্ট ৩৭৯ টি নিদর্শন নিয়ে জাদুঘর দর্শকদের জন্যে খুলে দেয়া হয়। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তর করা হয় নিমতলিস্থ বারো দুয়ারিতে। ১৯৭২ সালে ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য সরকারের কাছে পরিকল্পনা পেশ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ১৭ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহে জুন ২০২৩ পর্যন্ত হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উপাদানসমৃদ্ধ ৯৮,৭০৮টি নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার গঠিত ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি পর্ষদ দ্বারা এ জাদুঘরটি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা; ওসমানী জাদুঘর, সিলেট; জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম; শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ; স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা; পল্লীকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর এবং সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর, কুষ্টিয়া; আবদুল হক চৌধুরী স্মৃতিকেন্দ্র চট্টগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একুশে পদক ২০২৩-এ ভূষিত করা হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে একুশে পদক ২০২৩-এ ভূষিত করা হয়

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২২৫টি নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে। ৩০৭টি নিদর্শনের সংরক্ষণ ট্রিটমেন্ট কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

খুলনায় '১৯৭১ : গণহত্যা নির্যাতন আরকাইভ ও জাদুঘর নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শেষ রয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার ভবনসমূহ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত নকশার আলোকে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক অবকাঠামোগত প্রাক্কলন সম্পন্ন হয়েছে। রোজ গার্ডেনের আবাসিক তিনতলা ভবনকে 'ঢাকা মহানগর জাদুঘরে' রূপান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রৌপ্যমুদ্রা

এ সময়ে জাতীয় জাদুঘরের ৪৫টি গ্যালারিতে ৫,৮৩৫ (পাঁচ হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ)টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিতে ১২২টি নিদর্শন প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ৪০০টি নিদর্শন নিবন্ধিত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারে ১০৩ জন পাঠক/গবেষককে পাঠসেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৪টি নিদর্শনবিষয়ক বিশেষ প্রদর্শনী, ৮টি সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, ৯জন স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আলোচনা সভা, শিশু-কিশোরদের নিয়ে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের নিয়ে অনুষ্ঠান, বই/উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ, জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন, জাতীয় জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন এবং ৩টি গ্যালারি আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কথ্য ইতিহাস (Oral History) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৬ (ছয়) জন গুণী ব্যক্তির ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ৪০০টি নতুন সংগৃহীত নিদর্শনের তথ্যছক পূরণ, ৪০০৮টি বিভাগীয় নিদর্শনের ভেরিফিকেশন, স্বাধীনতা জাদুঘরে ১টি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন। ৫টি ভার্চুয়াল কিউরেটরিয়াল কর্নার তৈরি করা হয়েছে। ৭০টি সংস্থাপিত সিসি ক্যামেরা আইপি ক্যামেরাতে রূপান্তর করা হয়েছে। ৩১টি ই-বুক তৈরি করা হয়েছে। ৪টি নিদর্শন বিষয়ক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ৬টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ১টি নিদর্শন/জাদুঘর বিষয়ক প্রকাশনা এবং ৪টি প্রকাশনার মধ্যে ১টি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৩টি সমাচার প্রকাশিত হয়েছে। ৩টি নিদর্শনের রেপ্লিকা এবং ১টি প্রাণিজ নিদর্শনের টেক্সিডার্মি করা হয়েছে। এছাড়া সেন্টার ফর আর্ট হিস্ট্রি এন্ড মিউজিওলজি কোর্স চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১০৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শকেন্দ্রিক কার্যক্রম হিসেবে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের ওপর বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা/সেমিনার আয়োজন, বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি নিদর্শনের প্রদর্শনী, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী এবং লোকশিল্প ও লোক-সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু এবং লোকগানে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে ইতিহাস ও ধ্রুপদি শিল্পকলা বিভাগের আয়োজনে 'মুক্তির অগ্রনায়ক' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'মুজিব থেকে জাতির পিতা : বঙ্গমাতার অবদান' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত স্মৃতি নিদর্শন-এর হস্তান্তর অনুষ্ঠান আয়োজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ

জাতীয় জাদুঘরের অনুষ্ঠানের (সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, বিভিন্ন সভা ইত্যাদি) অডিওভিজুয়াল ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণ করা হয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের নিদর্শনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেমিনার, প্রদর্শনী, শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালার আলোকচিত্র ধারণ করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের জাদুঘর পরিদর্শনের আলোকচিত্র ধারণ করা হয়েছে।

‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : রাজনীতিতে প্রেম’ শীর্ষক সেমিনার এবং শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নজরুল সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান এবং বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ ও ডায়াবেটিক পরীক্ষা কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোর আমাদের উন্নয়নের সহযাত্রী এই ধারণাকে পাথেয় করে আলোচনা সভা এবং বিউটিফুল মাইন্ড স্কুলের সমন্বয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৪,২২,৬২০ জন দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ৬২৯ জন বিশেষ দর্শক জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। বিনা টিকিটে ১৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের মোট ১১,৪৭৭ জন শিক্ষার্থী/সদস্য জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করেন। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাথে শাখা জাদুঘরসমূহের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ১৮ই মে ২০২৩ আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে 'শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক' শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন

'বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক ভাবনা' বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা ও শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের আঁকা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৭৪টি শিল্পকর্ম নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ২৪টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং ৬টি সমসাময়িক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকগণসহ জাদুঘরের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ।

সমসাময়িক বিষয়ে প্রশিক্ষণ

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গবেষণাধর্মী কার্যক্রম

ক্রমিক	গবেষণার বিষয়
১.	Role of the Department of Public Education of Bangladesh National Museum in Dissemination of Knowledge.
২.	Role and further Scope of the Department of History & Classical Art of Bangladesh National Museum to Preserve the History and Culture of Bangladesh.
৩.	Role of the Department of ethnography & Decorative Art of Bangladesh National Museum for further Scope and Department.
৪.	Role of the Department of Contemporary Art and World Civilization of Bangladesh National Museum to Develop the Society.
৫.	Role and further Scope of the Department of Natural History of Bangladesh National Museum to Preserve the History and Culture of Bangladesh.

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- ✪ ১৫৫টি নিদর্শন সংগ্রহ
- ✪ ৩০০টি নিদর্শন সংরক্ষণ
- ✪ ৩টি গ্যালারি সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা
- ✪ ৯ জন স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা
- ✪ সংগৃহীত নিদর্শনের তথ্য অবজেক্ট আইডি ডাটাবেজে সংরক্ষণ
- ✪ ৬ জন স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তির কথ্য ইতিহাস সংগ্রহ
- ✪ ৮টি সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন
- ✪ স্বাধীনতা জাদুঘরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন
- ✪ গ্যালারিতে ডিজিটাল কম্পোনেন্ট সংস্থাপন ও উন্নয়ন কাজ শুরুকরণ
- ✪ সেন্টার ফর আর্ট হিস্ট্রি এন্ড মিউজিওলজি চালুকরণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ✪ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আধুনিকায়ন
- ✪ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন নতুন ভবন নির্মাণ
- ✪ জাতীয় চার নেতার নিজ জেলায় ৪টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ
- ✪ স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা প্রবর্তন
- ✪ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত নিদর্শনসমূহের বর্ণনামূলক ক্যাটালগ প্রণয়ন ও মুদ্রণ
- ✪ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিদর্শন স্টোর আধুনিকায়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন
- ✪ সংস্থাপিত কাস্টমাইজড সফ্টওয়্যার উন্নয়ন এবং সার্ভার Disaster Recovery ব্যবস্থা প্রবর্তন
- ✪ ডিজিটাল গ্রন্থাগার তৈরি
- ✪ নিদর্শন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফ্টওয়্যার প্রবর্তন
- ✪ গ্যালারিতে ডিজিটাল কম্পোনেন্ট সংস্থাপন ও উন্নয়ন
- ✪ অডিও গাইড ব্যবস্থা প্রবর্তন
- ✪ লাইট এন্ড সাউন্ড শো পুনঃপ্রবর্তন
- ✪ নিদর্শনভিত্তিক ডকুমেন্ট ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ
- ✪ বিভাগীয় জাদুঘর স্থাপন
- ✪ সেন্টার ফর আর্ট হিস্ট্রি এন্ড মিউজিওলজি চালুকরণ
- ✪ স্কুল বাস ও ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাস পুনঃপ্রবর্তন
- ✪ গ্যালারিতে VR (Virtual Reality) সিস্টেম সংস্থাপন
- ✪ প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর নির্মাণ
- ✪ সংরক্ষণবিদ্যা ইনস্টিটিউট স্থাপন
- ✪ আবাসন ব্যবস্থা পুনর্বহাল
- ✪ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ভার্চুয়াল মিউজিয়াম তৈরিকরণ
- ✪ ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম স্থাপন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ
(ছক-ক)

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোড ভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২৩) অর্থবছরে			কোডভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২৩) অর্থবছরে			মন্তব্য
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	১০,৩০,০০,০০০.০০	৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	৯০,৩৮,৮৮,৮১৩.০০	
	৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৯,০৯,১৬,০০০.০০	৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৭,৯১,০৭,৯৬১.০০	
	৩৬৩১১০৩	পণ্য সেবা বাবদ সহায়তা	১০,৪৮,৮৪,০০০.০০	৩৬৩১১০৩	পণ্য সেবা বাবদ সহায়তা	১০,৩৬,৬৭,৫৩৭.৭৪	
	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৭,০৬৫,০০,০০০.০০	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৭,৪১,,৫৬,২২৩.০০	
	৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান	১১,০০০০.০০	৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান	১০,৭৩,৫২৪.০০	
	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	৮,০০,০০০.০০	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	৬,২২,২০৮.০০	
	৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান	১,০৭,৫০,০০০.০০	৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান	১,০৪,১১,৮৪৬.০০	
	৩৬৩২১০৫	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	৬৭,৫০,০০০.০০	৩৬৩২১০৫	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	২১,৩২,৮০৯.০০	
	৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মূলধন অনুদান	৫৫,০০,০০০.০০	৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মূলধন অনুদান	৩৮,৮৫,৩০০.০০	
		মোট=	৪০,০২,০০,০০০.০০		মোট=	৩৭,২৬,৯৩,৯৭২.৭৪	

০১/০৭/২০২২ তারিখের প্রারম্ভিক জের	৪,০২,১২,১০৩.৫০
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রাপ্তি	৪০,০২,০০,০০০.০০
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মোট ব্যয়যোগ্য আয়	৪৪,০৪,১২,১০৩.৫০
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মোট খরচ	৩৭,২৬,৯৩,৯৭২.৭৪
সমাপনী জের	৬,৭৭,১৮,১৩০.৭৬

বিগত ৫ বছরের স্থানীয় আয়-ব্যয় ও সঞ্চিত অর্থের বিবরণী
(ছক-খ)

দপ্তর/সংস্থার নাম	অর্থবছর	সঞ্চিত অর্থ	স্থানীয় আয়	ব্যয়ের তথ্য	মন্তব্য
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৮-২০১৯	০	৩,১৫,০০,৫২৩.০০	৩,১৫,০০,৫২৩.০০	
	২০১৯-২০২০	০	২,৮২,৬২,০২৪.৬০	২,১২,৫৯,৯৪৫.৫৮	
	২০২০-২০২১	৭০,০২,০৭৯.০২	৭০,০২,০৭৯.০২ ১,২৯,১৮,৯১৯.১১ ১,৯৯,২০,৯৯৮.১৩	৪৭,৩০,৫২৭.০০	
	২০২১-২০২২	১,৫১,৯০,৪৭১.১৩	১,৫১,৯০,৪৭১.১৩ ১,৯৮,৪৫,৫৩৫.৬৫ ৩,৫০,৩৬,০০৬.৭৮	৬০,৪৮,৫৫১.০০	
	২০২২-২০২৩	২,৮৯,৮৭,৪৫৫.৭৮	২,৮৯,৮৭,৪৫৫.৭৮ ৪,৪১,১৭,৩৪৩.০০ ৭,৩১,০৪,৭৯৮.৭৮	৩,২৭,০৫,৬৯৭.০০	

কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় যুগস্রষ্টা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার জাদু স্পর্শে শুধু কবিতা নয় সংগীতেও রেখে গেছেন অতুলনীয় অবদান। আমাদের সাহস সৌন্দর্য ও শৈল্পিক অহংকারের মহত্তম নামটিও তাঁরই। বাংলাদেশের সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির প্রধান রূপকার এ মহান কবি আমাদের মানবিক চেতনারও প্রতীক। এজন্য তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষা, তাঁর জীবন, সাহিত্য, সংগীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা, রচনাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও প্রচার এবং তাঁর ভাবমূর্তি দেশ-বিদেশে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালের ১২ই জুন এর ৩৯ নম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কবির অমর স্মৃতিবাহী 'কবিভবন' (রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ পুরাতন ২৮ নম্বর রোডের ৩৩০-বি বাড়ি)-এ কবি নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ২৪শে মে ১৯৭২ এ সংবিৎহারা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে আনা হয় এবং ধানমন্ডিস্থ কবিভবনে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

প্রকাশনার নাম

১. নজরুল সমগ্র ১-১৭ খণ্ড, ২. অগ্নিবীণা, ৩. বিষের বাঁশি, ৪. সর্বহারা, ৫. প্রলয় শিখা, ৬. মরু-ভাস্কর, ৭. নজরুলের ইসলামি কবিতা, ৮. নজরুলের ইসলামি গান, ৯. নজরুলের প্রবন্ধ সমগ্র, ১০. নজরুলের শিশু-কিশোর সাহিত্য, ১১. নজরুল আবৃত্তির কবিতা, ১২. যুগবাণী (প্রবন্ধ-১), ১৩. রাজবন্দির জবানবন্দী (প্রবন্ধ-২), ১৪. রুদ্র-মঙ্গল (প্রবন্ধ-৪), ১৫. ব্যাথার দান (ছোটোগল্প-১), ১৬. রিক্তের বেদন (ছোটোগল্প-২), ১৭. শিউলিমালা (ছোটোগল্প-৩), ১৮. বাঁধনহারা (উপন্যাস-১), ১৯. মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস-২), ২০. কুহেলিকা (উপন্যাস-৩), ২১. নজরুল শব্দপঞ্জি, ২২. সাময়িকপত্র সম্পাদনায় নজরুল, ২৩. নজরুল সংগীতের প্রেক্ষাপট, ২৪. নজরুলের রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের নজরুল, ২৫. কবি নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা ৪১তম সংকলন, ২৬. নজরুল সংগীত স্বরলিপি ৫৫তম খণ্ড, ২৭. নজরুল সংগীত স্বরলিপি সংগ্রহ ৩য় খণ্ড ও ২৮. Moral Courage and Truthfulness Kazi Nazrul Islam. Winston E Langley.

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনসহ বাংলাদেশের জাতীয় দিবসসমূহ, বাংলা নববর্ষ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, প্রভৃতি দিবসে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা, বয়সভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে সুন্দর হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি ও নজরুল সংগীতের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন ২০২২ উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিসমূহের অংশ হিসেবে ১৫ই আগস্ট ২০২২ খ্রি. কবিভবনে এবং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। বেলা ১১টায় কবি নজরুল ইনস্টিটিউটে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১২ই ভাদ্র ১৪২৯ /২৭শে আগস্ট ২০২২ বিকাল ৫.৩০ টায় ধানমন্ডিস্থ রবীন্দ্র সরোবরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারি সংগীত কলেজের আয়োজনে ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ 'ধর্মীয় চেতনায় নজরুল' শীর্ষক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৯শে মার্চ ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল ২০২৩ ইং তারিখে ইনস্টিটিউটের বুলবুল প্রশিক্ষণ কক্ষে নজরুল সংগীতসাধক ও শিল্পী সোহরাব হোসেনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের আয়োজনে ধানমন্ডিস্থ রবীন্দ্র সরোবরে একটি আলোচনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে নজরুলের আগমন দিবস' উপলক্ষ্যে ২৪শে মে ২০২৩ বিকাল ৪টায় কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের বুলবুল প্রশিক্ষণ কক্ষে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব খলিল আহমদ। সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২৮শে মে ২০২৩ তারিখ রবিবার বিকাল ৩টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব খলিল আহমদ।

বইমেলায় অংশগ্রহণ

নজরুল রচনাসহ নজরুলবিষয়ক রচনা নজরুল-গবেষক, নজরুল অনুরাগী পাঠকসহ সকল পাঠকের কাছে সহজলভ্য করার জন্য কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকাসহ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বইমেলায় ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব মেলাগুলোতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রকাশনা বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :

(হাজার টাকায়)

ক্র. নং	অর্থবছর	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়	অব্যয়িত
১.	২০১৭-২০১৮	৪,৪৪,০০ (চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ)	৪,৩৮,০০ (চার কোটি আটত্রিশ লক্ষ)	৬,০০ (ছয় লক্ষ)
২.	২০১৮-২০১৯	৫,০০,০০ (পাঁচ কোটি)	৪,৬৪,০০ (চার কোটি চৌষট্টি লক্ষ)	৩৬,০০ (ছয়ত্রিশ লক্ষ)
৩.	২০১৯-২০২০	৫,৩০,০০ (পাঁচ কোটি ত্রিশ লক্ষ)	৪,৪৬,০০ (চার কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ)	৮৪,০০ (চুরাশি লক্ষ)
৪.	২০২০-২০২১	৫,২২,০০ (পাঁচ কোটি বাইশ লক্ষ)	৪,৪৮,০০ (চার কোটি আটচল্লিশ লক্ষ)	৭৪,০০ (চুয়াত্তর লক্ষ)
৫.	২০২১-২০২২	৫,৭৮,০০ (পাঁচ কোটি আটাত্তর লক্ষ)	৫,৩৪,০০ (পাঁচ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ)	৪৪,০০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ)
৬.	২০২২-২০২৩	৫,৫০,০০ (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ)	৫,১৮,০০ (পাঁচ কোটি আঠারো লক্ষ)	৩২,০০ (বত্রিশ লক্ষ)

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৬০ সালে। গ্রন্থের উন্নয়ন ও প্রসারকে সামনে রেখে ১৯৬০ সালে ইউনেস্কোর সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনবলে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই শাখা হিসেবে ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার' নামে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ'। ১৯৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ২৭ নং আইনবলে 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন, ১৯৯৫' গৃহীত হয়। তখন প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র'। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিচালক।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

বিভাগ/জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতা এবং জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় দেশের ৯টি জেলায় বইমেলার আয়োজন করা হয়।

একনজরে বিভাগীয়/জেলা বইমেলা ২০২২

সময়কাল	জেলা ও স্থান	অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
১০-১৬ নভেম্বর ২০২২	নোয়াখালী, শিল্পকলা একাডেমি চত্বর	৪১টি
১১-১৮ নভেম্বর ২০২২	দিনাজপুর, শিল্পকলা একাডেমি চত্বর	৩৯টি
১৮-২৫ নভেম্বর ২০২২	কুমিল্লা টাউন হল মাঠ	৫২টি
২৮ নভেম্বর- ৫ ডিসেম্বর ২০২২	বরিশাল, বঙ্গবন্ধু উদ্যান	৪৩টি
২-৮ ডিসেম্বর ২০২২	নাটোর, কানাইখালী মাঠ	২৭টি
৬-১৬ ডিসেম্বর ২০২২	যশোর টাউন হল মাঠ	৫৩টি
১১-১৭ ডিসেম্বর ২০২২	নারায়ণগঞ্জ, টাউন হল মাঠ	৩৩টি
১৬-২৩ ডিসেম্বর ২০২২	ময়মনসিংহ, সার্কিট হাউজ মাঠ	৬৪টি
২৪-৩১ ডিসেম্বর ২০২২	মৌলভীবাজার, জেলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ	৩০টি

ময়মনসিংহ জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

যশোর জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

মৌলভীবাজার জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

কুমিল্লা জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

বেসরকারি গ্রন্থাগার তালিকাভুক্তি : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে সৃজনশীল বইয়ের পাঠক সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রন্থমনস্ক একটি জাতি তৈরির লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারি গ্রন্থাগারের নিকট থেকে ১২৬টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইক্রমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বেসরকারি গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুদান প্রদান : দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা পাঠকদের জন্য পাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন ও নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে গ্রন্থ সরবরাহ করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯২৪টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে রয়েছে ৫০% মূল্যমানের বই এবং ৫০% নগদ অর্থ। বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ইএফটি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গ্রন্থাগারের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থে বই সরবরাহ করা হয়েছে।

পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থ-সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় উপহার হিসেবে বার্ষিক অনুদানের বাইরে থাকা আগ্রহী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে বই সহায়তা প্রদান করে থাকে। এটি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএভুক্ত একটি নিয়মিত কার্যক্রম। চলতি অর্থবছরে শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের গ্রন্থসহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের গ্রন্থাগার, বিদেশে স্থাপিত বাংলাদেশের একাধিক দূতাবাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগ, আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের বঙ্গবন্ধু কর্নার, ক্যাডেট কলেজসমূহের গ্রন্থাগার, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি গ্রন্থাগার এবং জাতীয় প্রেসক্লাব গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

দিবস উদ্‌যাপন ও আলোচনা সভা/সেমিনার আয়োজন : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস, আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস, জাতীয় দিবস ও গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। আয়োজিত সেমিনারের উদ্দেশ্য হলো লেখক, পাঠক, বেসরকারি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা, সমন্বিতভাবে পাঠক সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়ক ভূমিকা পালন করা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট আট (০৮)টি আলোচনা সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস, আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবসে বিশেষ কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক

আন্তর্জাতিক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস উপলক্ষ্যে 'গ্রন্থপ্রেমী মা সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে সংবর্ধনাপ্রাপ্ত মা ও তাঁদের সন্তানেরা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এক বিশেষ পাঠ কার্যক্রম গ্রহণ করে। পাঠ কার্যক্রমে ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ২০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের ৮ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির তিনশ পাঠক-শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে এবং আরও সহস্রাধিক শিক্ষার্থী পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের ১৫ জন শিক্ষার্থী প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক সরাফ আহমেদ রচিত '১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড : প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার দুঃসহ দিন' গ্রন্থটির ওপর পাঠোত্তর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

প্রতিটি গ্রন্থাগার প্রাথমিকভাবে ৩ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে তালিকা প্রেরণ করে। এভাবে ২০টি গ্রন্থাগার হতে প্রাপ্ত ৬০ জন শিক্ষার্থীর পাঠ প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন অনুষ্ঠান ৭ ও ৮ই আগস্ট ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুল মনসুর প্রধান অতিথি এবং অতিরিক্ত সচিব জনাব অসীম কুমার দে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিচারকমণ্ডলী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ, কবি ও সাংবাদিক অধ্যাপক মাসুদুজ্জামান, বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক রূপা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর।

বিচারকমণ্ডলীর মূল্যায়নের ভিত্তিতে সেরা ২০ জন পাঠক-শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। ১৭ই আগস্ট ২০২২ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে সনদপত্র ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি এবং সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর।

এছাড়া পাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে সনদপত্র ও গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঠকের হাতে সনদ ও পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি

বেসরকারি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর সারাদেশের তালিকাভুক্ত বেসরকারি গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে ২৪-২৭ই অক্টোবর ২০২২ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মো. আবুল মনসুর।

আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ : বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকাশনাকে তুলে ধরা এবং বইয়ের বাজার সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৫তম ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলা, লন্ডন বাংলা বইমেলা এবং ৪০তম আগরতলা বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

লন্ডন আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশের দৃষ্টিনন্দন স্টল

আগরতলা বইমেলায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন উদ্বোধন করছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা

অন্যান্য

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশব্যাপী অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাই' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৪টি প্রশাসনিক বিভাগের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ) ৩৬টি জেলায় অবস্থিত ১৪৪টি গ্রন্থাগারের ওপর (প্রতি জেলা থেকে ৪টি করে) একটি প্রশ্নমালাভিত্তিক জরিপ

পরিচালিত হয়। এছাড়াও আয়োজিত হয় দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা। গ্রন্থাগারের পাঠক/ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জন্য পৃথক দুটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে ৭১৭ জন পাঠক/ব্যবহারকারী ও ১৪৪ জন গ্রন্থাগারিক /গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়। গ্রন্থাগারসমূহের সেবাদানের বর্তমান ধরন, পাঠক-সন্তুষ্টির পরিমাণ, গ্রন্থাগারের শক্তি-দুর্বলতা, সেবার মানোন্নয়ন ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে পাঠকদের চাহিদা, মতামত ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গ্রন্থাগার কার্যক্রমের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে আরও জোরদার করার জন্য প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদে (এক থেকে দুই বছরের মধ্যে) বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত ছয়টি সুপারিশ হচ্ছে: গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন সরবরাহ), গ্রন্থাগারসামগ্রীর সুষ্ঠু সংগঠন, পাঠচক্রসহ গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক কর্মসূচি জোরদার করা, অনুদানের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ বৃদ্ধি এবং নিয়মিত মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের জন্য গ্রন্থাগারসমূহের সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের একটি ডিজিটাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্যও প্রদত্ত হয়েছে ১৩টি সুপারিশ।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ অংশীজন ও গণমাধ্যমকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে ৫ই জুন ২০২৩ সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের সভাকক্ষে 'গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রকাশ ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন' শীর্ষক এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মফিদুল হক। সভায় গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক।

জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনী : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস এবং অন্যান্য জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৭-১৯শে মার্চ ২০২৩ টুঙ্গিপাড়ায় জেলা প্রশাসন আয়োজিত বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অংশগ্রহণ করে।

টুঙ্গিপাড়ায় আয়োজিত বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দৃষ্টিনন্দন স্টল

অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ বিষয়ক নির্বাচিত তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়।

অমর একুশে বইমেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের দৃষ্টিনন্দন স্টল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গ্রন্থ পাঠ কার্যক্রম : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের ৪টি বিভাগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ৪টি গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম আয়োজন করে। এর মধ্যে রয়েছে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় নগেন্দ্র নারায়ণ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগের মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম, ঢাকা বিভাগের গাজীপুরে অবস্থিত রাণী বিলাস মণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভোলার চরফ্যাশনে অবস্থিত নীলিমা জ্যাকব ডিগ্রী কলেজ। গ্রন্থপাঠ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দু'শ শিক্ষার্থীকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি পাঠ করতে দেওয়া হয়। পরে সংক্ষিপ্ত পাঠ-উত্তর মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সেরা ১০ থেকে ২০ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মহিলা কলেজ, চট্টগ্রামের পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরর সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি

ভোলার চরফ্যাশনে নীলিমা জ্যাকব কলেজের পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশের বরেণ্য কবি/সাহিত্যিক ও গুণী ব্যক্তিদের জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন/উদ্‌যাপন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে স্থানীয় বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে সম্পৃক্ত করে ৮ জন বরেণ্য ব্যক্তির জন্ম/মৃত্যু দিবস উপলক্ষ্যে গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, জাহানারা ইমাম, কবি জীবনানন্দ দাশ এবং কবি সুফিয়া কামাল। প্রতিটি অনুষ্ঠানে স্থানীয় বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে সম্পৃক্ত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তির সাহিত্যকর্মের ওপর গ্রন্থপাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করা হয়।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে বইবন্ধু শেখ হাসিনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট কবি কামাল চৌধুরী

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে আয়োজিত 'রোকেয়ার স্বপ্ন ও বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলন' শীর্ষক আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

ত্রৈমাসিক'বই' পত্রিকা প্রকাশ : দেশের প্রকাশনা জগতের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা 'বই'। গ্রন্থজগতের তথা বই ও বইয়ের জগৎ সম্পর্কিত এই মাসিক পত্রিকাটি বর্তমানে ত্রৈমাসিক সাময়িকী হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নতুন বই, লেখক, পাঠক ও গ্রন্থ উন্নয়ন সম্পর্কিত লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত 'বই' প্রকাশিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পত্রিকাটির চার (৪)টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

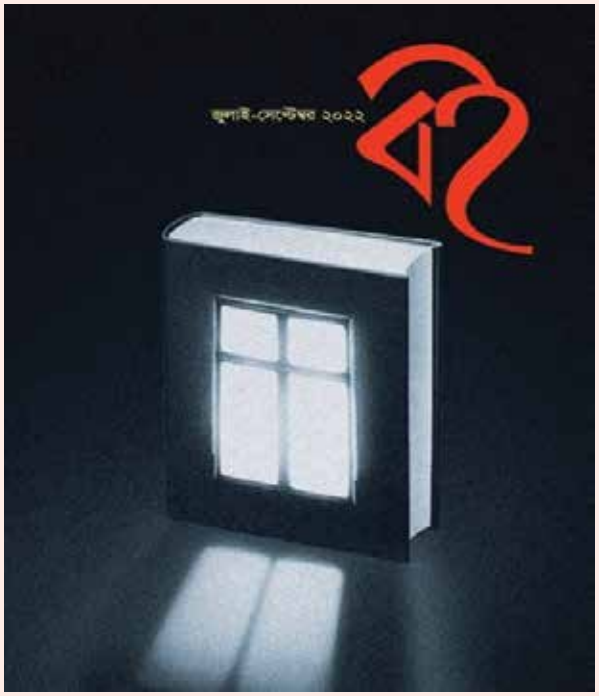

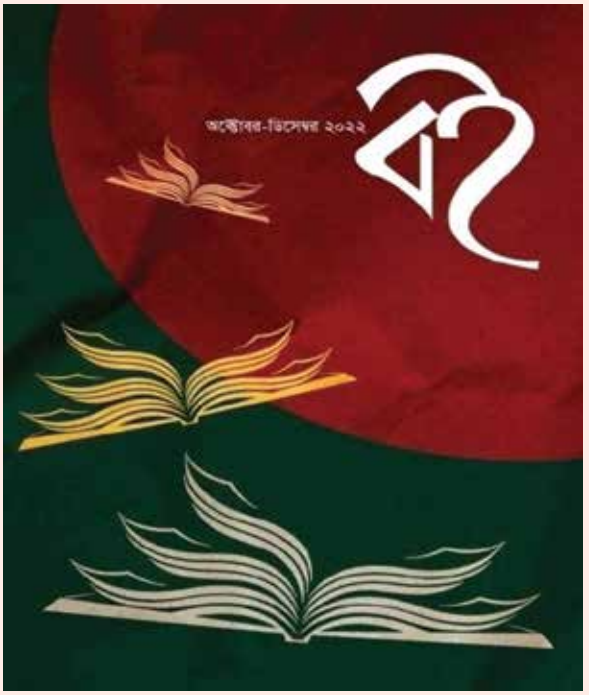

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ, সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি, কর্মচারীদের নিয়মিত হাজিরা ও ছুটি, অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ রিসোর্স পারসন হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা

- বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে ৮টি বইমেলার আয়োজন
- বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও যুবসমাজকে গ্রন্থাগার মুখী করার লক্ষ্যে ৮৩০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে বই ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তাদের উদ্বুদ্ধকরণ
- গ্রন্থাগার/গ্রন্থ বিষয়ক ১টি তথ্যমূলক নির্দেশিকা প্রকাশ
- বেসরকারি গ্রন্থাগারের ১২০ জন গ্রন্থাগারিক/প্রতিনিধিকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
- দেশে-বিদেশে মোট ৮টি সভা/সেমিনার/আলোচনা সভার আয়োজন
- গ্রন্থাগারে ৬৫০০ জন পাঠককে সেবা প্রদান
- ৪টি সাময়িকী (বইপত্রিকা) প্রকাশ
- অনুদান হিসেবে বেসরকারি গ্রন্থাগারে ৭২ হাজার কপি বই সরবরাহ
- দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে তালিকাভুক্তির জন্য প্রাপ্ত আবেদনের ৮০% নিষ্পত্তি এবং
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১০টি আবেদনকারী গ্রন্থাগার/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বই প্রদান।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্রাপ্ত বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ (ছক-ক)

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২০২৩ অর্থবছরে)			কোডভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২০২৩ অর্থবছরে)	মন্তব্য
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বরাদ্দ		
	৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	১,৮৪,৪৯,০০০/-	১,৬৬,৪৪,০০০/-	
	৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১,৯২,২১,০০০/-	১,৭৮,৯৬,৮০০/-	
	৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৭৪,৭৭,৬০০/-	৭৪,২৭,১৫৬/-	
	৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৬০,৫৫,০০০/-	৬০,৫৫,০০০/-	
	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	১৬,৮০,০০০/-	১৬,৮০,০০০/-	
	৩৬৩২১০৪	ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ অনুদান	৬৪,৭৩,০০০/-	৬৪,৭৩,০০০/-	
	৩৬৩২১০৫	তথ্য যোগাযোগ প্রস্তুতি অনুদান	১,২৫,০০০/-	১,২৫,০০০/-	
	৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মূলধন অনুদান	১,৭৫,০০০/-	১,৭৫,০০০/-	
		সমাপনী জের	-	৩১,৭৯,৬৪৪/-	
			৫,৯৬,৫৫,৬০০/-	**৫,৯৬,৫৫,৬০০/-**	

বিগত ৫ বছরের স্থানীয় আয় ব্যয় ও সঞ্চিত অর্থের বিবরণী (ছক-খ)

দপ্তর/সংস্থার নাম	অর্থবছর	সঞ্চিত অর্থ	স্থানীয় আয়	ব্যয়ের তথ্য	মন্তব্য
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	২০১৮-২০১৯	৭৪৬৪৩৫০৫/-	-	-	-
	২০১৯-২০২০	৭৭৭৪৩৮১৭/-	৩১০০৩১২/-	-	-
	২০২০-২০২১	৮২৩১৯৭৩৫/-	৪৫৭৫৯১৮/-	-	-
	২০২১-২০২২	৮৫২৬৯৬৩৫/-	২৯৪৯৯০০/-	-	-
	২০২২-২০২৩	৮৮৬১৪৪০৫/-	৩৩৪৪৭৭০/-	-	-
		মোট	**১৩৯৭০৯০০/-**	**-**	**-**

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও

সোনারগাঁ বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রায় তিনশত বছর সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার রাজধানী ছিল। সুলতানি আমলের শাসকগণ, বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ ও জগদ্বিখ্যাত মসলিন থেকে সোনারগাঁকে আলাদা করা যায় না। এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকার ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ এক প্রজ্ঞাপনবলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন দেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, পুনরুজ্জীবন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কারুশিল্পীদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বাঙালি জাতিসত্তার প্রকাশে গবেষণাধর্মী ও সেবামূলক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আলোচ্য বছরে ৭.৩৪ লক্ষ দেশি ও বিদেশি দর্শনার্থী ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করেন এবং এর থেকে ৩,৫২,৩৫,৫০০/- (তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা আয় হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

লোক কারুশিল্প মেলা

আবহমান বাংলার একটি অন্যতম আকর্ষণ হলো লোকমেলা। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এদেশের লোকসংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি প্রদর্শন এবং এ সকল কারুপণ্যের সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ১৮ই জানুয়ারি ২০২৩ হতে মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার ফাউন্ডেশনের কারুশিল্পীদের ২৪টি স্টলসহ ১০০টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রথিতযশা ৪৮ কারুশিল্পী এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। মাসব্যাপী উৎসবে প্রতিদিন লোকজ মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্কুল শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলারও আয়োজন ছিল। এছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে :

- লোক ও কারুশিল্পের ৭৪টি নিদর্শন সংগ্রহ এবং ২০৬টি নিদর্শন সংরক্ষণ;
- ২৯শে ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে 'জয়নুল মেলা ২০২২' আয়োজন;
- ১লা বৈশাখ ১৪৩০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৪-৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ১৭ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা ১৪৩০ আয়োজন;
- রিকশাচিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী, নকশিকাঁথার বিশেষ প্রদর্শনী ও জামদানি শাড়ির বিশেষ প্রদর্শনীসহ তিনটি প্রদর্শনীর আয়োজন;
- বাংলাদেশের রিকশাচিত্র এবং ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে থাকা দারুশিল্প : ডিজাইন বৈচিত্র্য শীর্ষক দুটি গবেষণা গ্রন্থ এবং লোক ও কারুশিল্প নামক দুটি পত্রিকা (সংখ্যা : ডিসেম্বর ২০২২ ও জুন ২৯২৩) প্রকাশ;

- ✪ মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর, লৌহজং, টুঙ্গিবাড়ী ও গজারিয়া এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার ও বন্দরসহ ৬টি উপজেলায় কারুশিল্পী জরিপের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- ✪ ফাউন্ডেশনে সংগৃহীত নিদর্শন দ্রব্যের মধ্য থেকে ১৪৩টি দানকৃত নিদর্শন, লৌহজাত ১২৭টি, ২৩১টি মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথার ২০০টি, পটচিত্র-শঙ্খ-মুখোশ-এর ৪২টিসহ মোট ৭৪২টি নিদর্শনের ক্যাটালগ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্নকরণ
- ✪ ফাউন্ডেশনের প্রবেশ টিকিট ডিজিটালাইজডকরণ;
- ✪ কারুশিল্পী প্রশিক্ষণ, কারুশিল্প উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবসহ মোট ১১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ;
- ✪ শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ১০টি বিদ্যালয়ের মোট ৫০০ জন শিক্ষার্থীর ফাউন্ডেশন পরিদর্শন;
- ✪ রিকশা পেইন্টিং মাধ্যমে জনাব রফিকুল ইসলাম, পাটজাত কারুশিল্প মাধ্যমে জনাব মোছা. রাশিদা বেগম এবং রেশম ও অন্যান্য তাঁতশিল্প মাধ্যমে জনাব রেহেনা পারভীনকে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লোক ও কারুশিল্পী পদক ২০২৩ প্রদান;
- ✪ নারী ক্যাটাগরিতে নকশিকাঁথা কারুশিল্পের উদ্যোক্তা জনাব পারভীন আক্তার এবং পুরুষ ক্যাটাগরিতে খাদি কাপড় মাধ্যমের উদ্যোক্তা জনাব সানাই দাশ গুপ্তকে কারুশিল্প উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৩ প্রদান;
- ✪ কারুপণ্য ডিজাইন ও বৈচিত্র্য আনয়নের মাধ্যমে কারুশিল্পের নকশা সংবলিত পাটের ও কাগজের ব্যাগ তৈরি;
- ✪ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ভাবনা ও বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশের রিকশাচিত্র এবং ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে থাকা দারুশিল্প: ডিজাইন বৈচিত্র্যে সার্বিক পর্যালোচনা শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রতিবেদন 'গবেষণা ও প্রকাশনা কমিটি' কর্তৃক গৃহীত এবং গবেষকগণের প্রতিজনকে ১,২০,০০০ টাকা করে মোট ২,৪০,০০০ টাকা (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) আর্থিক অনুদান প্রদান।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদশে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের জাদুঘরভবন সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ৩১টি ভৌত অঙ্গের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২৩টি অঙ্গের ৮৯,১৭,২৩,২২৯ টাকার টেন্ডার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কাজ চলমান রয়েছে। ২৩টি অঙ্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ-মিউজিয়াম ভবনের শতকরা ৪০ ভাগ, অডিটোরিয়ামের ৪০ ভাগ, ক্যাফেটেরিয়া-কাম-স্যুভেনিয়র শপের ৪২ ভাগ, ডাক বাংলোর ৪৫ ভাগ এবং ওয়াশ ব্লকের ৪১ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০,২০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০,১৫,৫২,৫৯১ টাকা। বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক অগ্রগতির শতকরা হার ৯৯.৫৫ ভাগ এবং বাস্তবায়নাধীন ২৩টি চলমান ভৌত অঙ্গের ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ২০ ভাগ এবং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির শতকরা হার ২৪.৮৪ ভাগ এবং বাস্তব অগ্রগতি শতকরা ৪০ ভাগ।

মাসব্যাপী লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩-এর শুভ উদ্বোধন করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

মাসব্যাপী লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলার স্টল পরিদর্শন করছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি

মাসব্যাপী লোক ও কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০২৩ সমাপনী অনুষ্ঠানে কারুশিল্পীদের ক্রেস্ট প্রদান করছেন সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ফাউন্ডেশনের গবেষণা ও প্রকাশনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গবেষক জনাব দীপ্তি রানী দত্তের 'জয়নুল আবেদিনের লোক ও কারুশিল্প ভাবনা এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' এবং ড. ফারজানা আহমেদ এর 'ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে থাকা দারুশিল্প : ডিজাইন বৈচিত্র্যে সার্বিক পর্যালোচনা' শীর্ষক ২টি গবেষণা প্রতিবেদন গৃহীত হয়। এছাড়া আরও ৬টি গবেষণার কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক	দাখিলকৃত গবেষণা ও গবেষক	কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত শিরোনাম/মন্তব্য	সুপারভাইজার
১.	জনাব সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, সহকারী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব হিস্টোরি অব আর্ট, ফ্যাকালটি অব ফাইন আর্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনাব নিফাত সুলতানা, প্রভাষক, ডিপার্টমেন্ট অব হিস্টোরি অব আর্ট, ফ্যাকালটি অব ফাইন আর্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	'সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরে সংরক্ষিত অলংকার শিল্পের শ্রেণীকরণ ও নন্দন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'	অধ্যাপক নিসার হোসেন ডিন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২	জনাব আসমিতা আলম শাম্মী, সহকারী অধ্যাপক, প্রিন্ট মেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	'বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায়ের বয়নশিল্পে ব্যবহৃত মোটিফের উৎপত্তি অনুসন্ধান ও নান্দনিক বিশ্লেষণ'	জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, বিশিষ্ট লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী ও গবেষক এবং সদস্য পরিচালনা বোর্ড বালোকাফা
৩.	জনাব শাওন আকন্দ, পরিচালক ও সহ প্রতিষ্ঠাতা, যথাশিল্প (ঐতিহ্যবাহী ও সমকালীনশিল্পকেন্দ্র), বাড়ি ৭১৬, সড়ক ১০, বায়তুল আমান হাউজিং, আদাবর, ঢাকা-১২০৭	'বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় নৌকা নির্মাণ কৌশল, ব্যবহারিক দিক ও নকশা'	অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪.	সিলভিয়া নাজনীন, শিল্পী ও গবেষক, ঠিকানা : ৬৯/এ, নর্থরোড, চতুর্থতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৬	'লোকশিল্প মাধ্যম হিসেবে শোলা শিল্পের অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট'	অধ্যাপক মঈনুদ্দীন খালেদ, বিশিষ্ট কারুশিল্প অনুরাগী ও প্রাক্তন বোর্ড সদস্য, বালোকাফা

ক্রমিক	দাখিলকৃত গবেষণা ও গবেষক	কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত শিরোনাম/মন্তব্য	সুপারভাইজার
৫	ফারহানা শারমিন শুচি, সমন্বয়ক ও ক্রাফট সইন চার্জ, জয়িতা ফাউন্ডেশন, ঢাকা	'বিপন্নপ্রায় কারুশিল্পে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিজ্জ উপকরণের বুননের ব্যবহার'	তুষার কনা খন্দকার, বিশিষ্ট লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী
৬	মাশরুর মামুন হোসাইন (মিথুন), সহকারী অধ্যাপক, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি	`Folk tradition of' Wall PaintingÕ in Santal Vernacular Architecture: Aspiration, Documentation and Meaning of Symbols and the Search of an Ethnic Identity Through Architecture and Art'	অধ্যাপক মঈনুদ্দীন খালেদ, বিশিষ্ট কারুশিল্প অনুরাগী ও প্রাক্তন বোর্ড সদস্য, বালোকাফা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সঞ্চিত অর্থের (গত ৫ বছরের খরচের হিসাবসহ) বিবরণী

ক্র.নং	অর্থবছর	আয়	খরচের হিসাব	সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
১.	২০১৮-২০১৯	৩,২৩,০৭,২৫৬.৭৭, (তিন কোটি তেইশ লক্ষ সাত হাজার দুইশত ছাপান্ন টাকা সাতাত্তর পয়সা)	৩,২৭,৮৮,২৭৭,৫১, (তিন কোটি সাতাশ লক্ষ আটাশি হাজার দুইশত সাতাত্তর টাকা একান্ন পয়সা)	(৪,৮১,২০৭.৭৪) (চার লক্ষ একাশি হাজার দুইশত সাত টাকা চুয়াত্তর পয়সা)	অতিরিক্ত ব্যয়কৃত অর্থ পূর্বের সঞ্চিত অর্থ থেকে নির্বাহ হয়েছে
২.	২০১৯-২০২০	৩,৩০,২০,৬৯১.২২ (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার ছয়শত একানব্বই টাকা বাইশ পয়সা)	৩,৩২,২০,৭২১.৩৪ (তিন কোটি বত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার সাতশত একুশ টাকা চৌত্রিশ পয়সা)	(২,০০,০৩০.১২) (দুই লক্ষ ত্রিশ টাকা বারো পয়সা)	
৩.	২০২০-২০২১	২,৩৮,৯৬,৩৮০.১৩ (দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশত আশি টাকা তের পয়সা)	২,৩৪,৪৪,৪৮০.৫১ (দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত আশি টাকা একান্ন পয়সা)	৪,৫১,৮৯৯.৬২ (চার লক্ষ একান্ন হাজার আটশত নিরানব্বই টাকা বাষট্টি পয়সা)	
৪.	২০২১-২০২২	৩,৫১,০৬,৫২৩.০১ (তিন কোটি একান্ন লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত তেইশ টাকা এক পয়সা)	৩,০৮,১৫,৭৩০.৫১ (তিন কোটি আট লক্ষ পনেরো হাজার সাতশত ত্রিশ টাকা একান্ন পয়সা)	৪২,৯০,৭৯২.৫০ (বিয়াল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার সাতশত বিরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা)	
৫.	২০২২-২০২৩	৪,৬৮,৮৭,৮০৫.৫০ (চার কোটি আটষট্টি লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা)	৩,০৬,৬০,২৯৫.২৮ (তিন কোটি ছয় লক্ষ ষাট হাজার দুইশত পঁচানব্বই টাকা আটাশ পয়সা)	১,৬২,২৭,৫১০.২২ (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত দশ টাকা বাইশ পয়সা)	

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য ২০১০ সালে একটি সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে নতুন ৩টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ ১০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মধ্যে ৩টি পার্বত্য জেলায় এবং ৭টি সমতল জেলায় অবস্থিত।

এই প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসরত প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহ যেমন গারো, হাজং, কোচ, বানাই, হদি, বর্মন, ডালু এসব নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সংরক্ষণ, পরিচর্যা, উন্নয়ন ও চর্চা এবং লালনের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন বিরিশিরি নামক স্থানে এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব আয়োজন

হাজং সম্প্রদায়ের 'দেউলী উৎসব ২০২৩'

১৩-১৪ই জানুয়ারি ২০২৩ একাডেমি অডিটরিয়ামে দু'দিনব্যাপী হাজং সম্প্রদায়ের 'দেউলী উৎসব ২০২৩' আয়োজিত হয়। ১৩ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর। দুই দিনই হাজংদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য-গীতসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়।

গারো সম্প্রদায়ের 'ওয়ান গালা উৎসব ২০২৩'

একাডেমি অডিটরিয়ামে ১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ দু'দিনব্যাপী গারো সম্প্রদায়ের 'ওয়ানগালা উৎসব ২০২৩' আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো. আশরাফ আলী খান খসরু এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; 'উদ্বোধক' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মানু মজুমদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৭ নেত্রকোণা-১। দুই দিনই গারো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য-গীতসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়।

বানাই সম্প্রদায়ের 'বাস্তু পূজা' উৎসব ২০২৩

সুনামগঞ্জ জেলার ধরমপাশা উপজেলার মোহনপুর 'বানাই' গ্রামে বানাই সম্প্রদায়ের 'বাস্তুপূজা' উৎসব ২৯/০৩/২০২৩ তারিখ আয়োজিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে বাস্তুপূজা, আলোচনা সভা এবং ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিল।

'হদি' সম্প্রদায়ের 'বসন্তবর্ত উৎসব ২০২৩'

টাউন হল অডিটরিয়াম, শেরপুর-এ 'হদি' সম্প্রদায়ের 'বসন্তবর্ত উৎসব ২০২৩' আয়োজিত হয়। ০৪/০৬/২০২৩ তারিখ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ছিদ্দিকী, উপসচিব,

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। উৎসব অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা, বসন্তবর্ত পূজা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

'কোচ' সম্প্রদায়ের 'বিহু উৎসব ২০২৩'

একাডেমি অডিটোরিয়াম, বিরিশিরিতে 'কোচ' সম্প্রদায়ের 'বিহু উৎসব ২০২৩' আয়োজিত হয়। ০৯/০৬/২০২৩ তারিখ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খলিল আহমদ, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ডালু সম্প্রদায়ের 'বাস্তুপূজা উৎসব ২০২৩'

হাতিবান্ধা, নালিতাবাড়ি, শেরপুরে 'ডালু' সম্প্রদায়ের 'বাস্তু পূজা উৎসব ২০২৩' আয়োজিত হয়। ২১/০৬/২০২৩ তারিখে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিষয়ক লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ জনাব আলী আহম্মদ খান আইয়োব।

জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-এর ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে দুর্গাপুর উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রতিকৃতিতে ০৫/০৮/২০২২ তারিখ পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্মে 'ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিকাশে শেখ কামালের অবদান' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুর্গাপুর উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ০৮/০৮/২০২২ তারিখে বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

৩. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ১৫/০৮/২০২২ তারিখে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, দোয়া মাহফিল/সার্বজনীন প্রার্থনা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনসহ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে ২৬/০৮/২০২২ তারিখে 'শোকের পঙক্তিমালা' শীর্ষক কবিতা পাঠের আসর আয়োজন করা হয়।

৪. শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ১৭/১০/২০২২ তারিখ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শেখ রাসেলের প্রতিকৃতি অঙ্কন, শেখ রাসেলকে নিয়ে রচনা লিখন ও শেখ রাসেলকে নিয়ে রচিত কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৮/১০/২০২২ তারিখ দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৫. মহান বিজয় দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৫/১২/২০২২ তারিখ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কন, দেশাত্মবোধক কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান ও দেশাত্মবোধক নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৬/১২/২০২২ তারিখ উপজেলা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, একাডেমি অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৬. মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২১/০২/২০২৩ তারিখ উপজেলা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, একাডেমি অডিটরিয়ামে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৭. ঐতিহাসিক মহান ৭ই মার্চ ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ০৭/০৩/২০২৩ তারিখ দুর্গাপুর উপজেলা

প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সকাল ১০:০০টায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন এবং বিকালে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

৮. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭/০৩/২০২৩ তারিখ জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'কেক কাটা', আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৯. মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩/০৩/২০২৩ তারিখ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চিত্রাঙ্কন, দেশাত্মবোধক গান ও দেশাত্মবোধক নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ঐতিহ্যবাহী উৎসব উদ্‌যাপন

১. নবান্ন উৎসব ১৪২৯

নবান্ন উৎসব ১৪২৯ উপলক্ষ্যে একাডেমি অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৬ই নভেম্বর ২০২২ তারিখ।

২. বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ বরণ উপলক্ষ্যে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয় এবং একাডেমি অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম মৃত্যুবার্ষিকী ০৬/০৮/২০২২ তারিখ এবং ১৬২তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ০৮/০৫/২০২৩ তারিখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৭/০৮/২০২২ তারিখ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা এবং এই দিন বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এছাড়া ২৫/০৫/২০২৩ তারিখ ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সংগীতালেখ্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় বরেণ্য ব্যক্তিত্ব স্মরণে অনুষ্ঠান আয়োজন

১. শহিদ হাজংমাতা রাশিমণির ৭৭তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে ৩০/০১/২০২৩ তারিখ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রাশিমণি স্মৃতিসৌধ অঙ্কন, হাজং গান ও হাজং নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং ৩১/০১/২০২৩ তারিখ রাশিমণি স্মৃতিসৌধ, বহেরাতলি, রাণিখং-এ আলোচনাসভা ও কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়।

২. বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, গারো সম্প্রদায়ের প্রথম সংসদ সদস্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট প্রমোদ মানকিন-এর ৮৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬/০৬/২০২৩ তারিখ শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগীত ও নৃত্য বিষয়ক প্রতিভা অন্বেষণ

স্কুল-কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যথাক্রমে গারো সংগীত ও নৃত্য এবং হাজং সংগীত ও নৃত্যের প্রতিভা অন্বেষণ বিষয়ে ২ ও ৩রা জুন ২০২৩ তারিখ দু'দিনব্যাপী এক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিষয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীদের সনদপত্র ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রকাশনা ও মুদ্রণ

একাডেমির গবেষণা শাখা থেকে গবেষণা পত্রিকা 'জানিরা'-এর ২৯তম সংখ্যা, সাহিত্য পত্রিকা 'মাটির সুবাস'-এর ১৩তম সংখ্যা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কবিতা সংকলন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তিনটি কর্মশালা করা হয়েছে। ০৮/০৬/২০২৩ তারিখ 'মান্দি গানের একাল-সেকাল বিষয়ক কর্মশালা ২০২৩' আয়োজন করা হয়। কর্মশালার প্রধান বক্তা ছিলেন গারো সমাজের বিশিষ্ট সুরকার ও সংগীত পরিচালক জনাব যাদু রিছিল। ১৪/০৬/২০২৩ তারিখ 'পরিবেশ সংরক্ষণে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভূমিকা ও করণীয়' বিষয়ক কর্মশালা ২০২২' আয়োজন করা হয়। কর্মশালার প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাণ বৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষক জনাব পাভেল পার্থ। ২৫/০৬/২০২৩ তারিখ 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ভাষা বিলুপ্তির কারণ ও সংরক্ষণে করণীয় বিষয়ক কর্মশালা ২০২৩' অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কবি থিওফিল নকরেক, পিএইচডি গবেষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিচালক, সিডিআই, কারিতাস বাংলাদেশ। প্রতিটি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন মোট ৩৫ জন করে। উল্লেখ্য, তিনটি কর্মশালাই একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

তিনমাস মেয়াদি সংগীত ও নৃত্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তিনমাস মেয়াদি সংগীত ও নৃত্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়মিত পরিচালিত হয়। সংগীত, নৃত্য ও ঐতিহ্য-সচেতন সংস্কৃতিমনস্ক শিশুশিল্পী গঠনের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি নিয়মিত বছরে ২ বার পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রথম দফায় ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস এবং ২য় দফায় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃতি বিনিময় ও সৌজন্য অনুষ্ঠান

উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় 'সংস্কৃতি বিনিময়' করা হয়েছে যথাক্রমে ২৭/০৯/২০২২ এবং ০৯/০১/২০২৩ তারিখ গোহালীদেও এবং গোপালপুর গ্রামে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে একাডেমিতে মোট ১০টি সৌজন্য অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও খরচের বিবরণী

প্রাথমিক বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ	মোট ব্যয়ের পরিমাণ
৬,৪৬,০০,০০০/-	৫,৭৬,০০,০০০/-	৫,৬২,৮৫০২৪.৪১

স্থানীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব (গত ৫ বছরের)

বিবরণী	অর্থসাল ২০১৭-১৮	অর্থসাল ২০১৮-১৯	অর্থসাল ২০১৯-২০	অর্থসাল ২০২০-২১	অর্থসাল ২০২১-২২	অর্থসাল ২০২২-২৩	সর্বমোট
আয়কৃত অর্থের পরিমাণ	২১,৭০০/-	৩৫,৫৬৯/-	৪০,১৪০/-	৭১,৬২৯/-	৩,২০০/-	৩,৬১৫/-	১,৭৫,৮৫৩/-

কথায় : এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত তেপান্ন টাকা মাত্র।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ইনস্টিটিউট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে আইন দ্বারা নির্ধারিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানের নৃ-গোষ্ঠীসমূহ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, লাসাই, পাংখোয়া, বম, খিয়াং, চাক, খুমি ও গুর্খা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১৫ই আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে ১৫ই আগস্ট ২০২২ তারিখ সকাল ১০:০০ঘটিকায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্পবক অর্পণ এবং দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন পালন

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং দুঃস্থ ও অসহায়দের মাঝে খাদসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২০/১০/২০২২ তারিখ শিশুকিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন ও ছড়াগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন ও সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উদ্‌যাপন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ৬ই মার্চ ২০২২ তারিখ শিশুকিশোরদের চিত্রাঙ্কন ও দেশাত্ববোধক গানের প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ২৫/০৩/২০২৩ তারিখ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে কবিতা আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন

ইনস্টিটিউটের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২৩/০৮/২০২২ থেকে ০৩/০৯/২০২২ তারিখ ১২ দিনব্যাপী 'চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স'-এ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাটক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন

২১/০৯/২০২২ইং থেকে ৪/১০/২০২২ইং তারিখ পর্যন্ত ১৪ দিনব্যাপী নাটক প্রশিক্ষণ কোর্সে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মোট ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয় এবং রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলায় ১০/১২/২০২২ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'জীবননাট্য' শীর্ষক নাটক মঞ্চস্থ হয়।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী গেংখুলী/উভাগীত গানের আসর

রাঙ্গামাটি জেলাধীন সদর উপজেলায় বোয়াল্লে, বড়াদাম গ্রামে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী গেংখুলী/উভগীত গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

কাউখালী উপজেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন

রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার বড়ো ডুলুপাড়া গ্রামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১০২৩ উপলক্ষ্যে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

বিজু সাংগ্রাই বৈসু বিষু বিহু মেলা ২০২৩

গত ৩-৭ই এপ্রিল ২০২৩ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পাঁচ দিনব্যাপী 'বিজু সাংগ্রাই বৈসু বিষু বিহু মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব দীপংকর তালুকদার এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন।

নদীতে ফুল ভাসানো উৎসব

গত ১২ই এপ্রিল ২০২৩ তারিখ সকাল ৭:৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি শহরের কেরাণী পার্ক নদীতে ফুল ভাসানো উৎসব আয়োজন করা হয়।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১৪/০৪/২০২৩ইং তারিখ রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিল্পীরা নৃত্য ও গান পরিবেশন করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী ৮ই মে ২০২৩ তারিখ এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৫শে মে ২০২৩ তারিখ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের শিল্পীরা নৃত্য-সংগীত পরিবেশন করেন।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী 'আহ্ লপালনি' উৎসব পালন

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির উদ্যোগে ২১শে জুন ২০২৩ তারিখ রোজ বুধবার রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার কুতুকছড়ি উত্তর পাড়া গ্রামে 'আহ্ লপালনি' উৎসব পালন করা হয়।

বরেণ্য লেখক ও গীতিকার প্রয়াত সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা'র ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

২০২২-২৩ অর্থবছরের বিশেষ অনুদান (সাংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষণ ব্যয়) খাত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট লেখক, গীতিকার প্রয়াত সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা'র ৮৫তম জন্মবার্ষিকী গত ২৪শে জুন ২০২৩ তারিখ উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জীবন ও কর্মের ওপর স্মৃতিচারণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ইনস্টিটিউটের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয় বিবরণী

অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	অবিশিষ্ট
২০২২-২০২৩	২,০১,৩৬,০০০/-	১,৩৯,৬৪,৩২৮/	৬১,৭১,৬৭২/-

ইনস্টিটিউটের ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিজস্ব আয়ের হিসাব মোট ১,৮৮,৫১৮/ - টাকা।

১৯. ইনস্টিটিউটের জাদুঘরে দর্শনার্থীর সংখ্যা ও দর্শনার্থী থেকে আয়ের হিসাব

অর্থবছর	জাদুঘরে দর্শনার্থীর সংখ্যা	দর্শনার্থী থেকে আয়	অর্থবছর
২০২২-২৩	মোট ২০০০ জন	৩০,৮০০/-	২০২২-২৩

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান

ভূমিকা

১লা জুলাই ১৯৮৮ তারিখে বান্দরবান পার্বত্য জেলা শহরে প্রতিষ্ঠিত বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খেয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক, সৃজনশীল ও আলোকিত পার্বত্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার রূপকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে সফল ভূমিকা রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের উপযোগী একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতেই এ ইনস্টিটিউটের অগ্রযাত্রা অব্যাহত।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

সংস্কৃতি শাখার কার্যাবলি

প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন

১. এক মাস মেয়াদি (৩০ কর্মদিবস) মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাকমা, চাক, খেয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংখোয়া অর্থাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য বিষয়ে আয়োজিত বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৩৪৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২. সাত কর্মদিবস মেয়াদি কর্মশালাভিত্তিক অভিনয় প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় নাটক, থিয়েটার ও লোকনাট্য মঞ্চায়ন কর্মসূচির আওতায় ৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীগণের অংশগ্রহণে মোট ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় নাটক মঞ্চায়ন করা হয়।

৩. আবহমান বাংলা সংস্কৃতির চার বছর মেয়াদি কণ্ঠসংগীত ও নৃত্য (শিশুদের জন্য আলাদা শাখা) এবং যন্ত্র সংগীত (তবলা) শিক্ষা কমর্সূচির ৩টি কোর্সে মোট ১০২ জন বার্ষিক পরীক্ষায় (লিখিত ও ক্রিয়াত্মক) কৃতকার্য হয়।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বাংলা নববর্ষ ও সাংগ্রাই-বিজু-বৈসু ও অন্যান্য উৎসব এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৯টি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং মোট ১৬টি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ৮২০ জন বিজয়ী প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

১. জাতীয় শোক দিবস : স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২২' পালন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ১৫ আগস্ট ইনস্টিটিউট চত্বরে জাতির পিতার স্মরণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এছাড়া ১৫ই আগস্ট ২০২২ মঙ্গলবার কুরআনখানি ও দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, জাতির পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান ও কবিতা পাঠ এবং জাতির পিতা রচিত গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে 'জাতীয় শোক দিবস সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২'-এর বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

২. শেখ রাসেল দিবস : স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন 'শেখ রাসেল দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে শেখ রাসেল দিবস সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 'শেখ রাসেল দিবস সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২'-এর বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

৩. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস : ১৪ই ডিসেম্বর ২০২২ বুধবার 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২২' পালন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখা কর্তৃক শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

৪. মহান বিজয় দিবস : 'মহান বিজয় দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'লাখো শহিদের রক্তে কেনা' আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহান বিজয় দিবস সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২'-এর বিজয়ীদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণ করা হয়।

৫. মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : 'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩' পালন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা ও উপস্থিত রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট নয় ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিযোগীগণ অংশগ্রহণ করে।

ক. ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বুধবার ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩'-এর বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক গত ২৩-২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দু'দিনব্যাপী আয়োজিত 'ভাষামেলা ২০২৩'-এ ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে একটি স্টল দেওয়া হয় এবং ৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা অর্থাৎ মারমা, চাকমা, বম, ম্রো, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক ও খুমী নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার বর্ণমালা প্রদর্শন করা হয়েছে।

৬. ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ : 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ৩রা মার্চ ও ৪রা মার্চ ২০২৩ দু'দিনব্যাপী 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩' আয়োজন এবং বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

৭. জাতীয় শিশু দিবস : 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে ১০ই মার্চ ও ১১ই মার্চ ২০২৩ দু'দিনব্যাপী 'জাতীয় শিশু দিবস সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩' আয়োজন করা হয়। এছাড়া ১৭ই মার্চ ২০২৩ জন্মদিনের কেক কেটে ইনস্টিটিউট লাইব্রেরিতে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

৮. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস : 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬শে মার্চ ২০২৩ ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ১৪৩০/২০২৩ আয়োজন করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রমের জন্মবার্ষিকী : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষণ ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন নীতিমালা ২০২১'-এর আওতায় 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম'-এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ/প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সদস্যগণকে সংবর্ধনা প্রদান এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউ কে চিং বীর বিক্রম'-এর জন্মবার্ষিকী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩'-এর বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান আয়োজন

ক. ৯ই অক্টোবর ২০২২ তারিখ ইনস্টিটিউট চত্বরে 'ফানুস উৎসর্গ অনুষ্ঠান' আয়োজন করা হয় এবং সন্ধ্যা ৭.০০টায় রাজগুরু বৌদ্ধ বিহার (খিয়ংওয়া কিয়ং) ও উজানী পাড়া রাজগুরু বৌদ্ধ বিহারে বন্দনার উদ্দেশ্যে মহামঙ্গল রথযাত্রা আরম্ভ করা হয় এবং ১০ই আক্টোবর ২০২২ সন্ধ্যা ৭টায় সর্বসাধারণের বন্দনার জন্য বান্দরবান পাড়া প্রদক্ষিণ এবং উজানী পাড়ায় কালাঘাটা ঘাটে সাঙ্গু নদীতে উৎসর্গ করা হয়।'মাহাঃ সাংগ্রাই পোয়েঃ ২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৩ই এপ্রিল ২০২৩ বান্দরবান রাজার মাঠ থেকে শুরু ও বান্দরবান শহর প্রদক্ষিণ করে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি ইনস্টিটিউট চত্বরে এসে শেষ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে র‍্যালি উদ্বোধন করেন এবং র‍্যালী শেষে ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে আয়োজিত বয়োজ্যেষ্ঠ পূজা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

খ. ১৫ই এপ্রিল ২০২৩ শনিবার মৈত্রী পানি বর্ষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তৈলাক্ত বাঁশ আরোহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

গ. 'মাহা সাংগ্রাই জল উৎসব ২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে গত ১৫ই এপ্রিল ২০২৩ পিঠা উৎসব, তৈলাক্ত বাঁশে উঠা, মৈত্রী পানি বর্ষণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার কার্যাবলি

শিক্ষা কোর্স ও প্রতিযোগিতা আয়োজন

দুই মাস মেয়াদি (৬০ কর্মদিবস) মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, খুমী ও চাকমা অর্থাৎ ৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট মাতৃভাষার অক্ষরজ্ঞান বিষয়ে আয়োজিত ৬টি শিক্ষা কোর্সে মোট ১৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন (ইনস্টিটিউটের গবেষণাধর্মী কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত)

ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে খেয়াংদের মাতৃভাষার একাধিক বর্ণমালা যাচাই-বাছাইক্রমে চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ২৪শে জুন ২০২৩ শনিবার ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত 'খেয়াংদের মাতৃভাষার বর্ণমালা যাচাই, বাছাই ও চূড়ান্তকরণ : সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচন' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন

করা হয়। কর্মশালায় মোট ৪৮ জন রিসোর্স পারসন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ধারণাপত্র হিসেবে তিনটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।

গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কার্যাবলি

১. দুই মাস মেয়াদি (৬০ কর্মদিবস) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী তাঁত বুনন ও পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ (কেবল নারীদের জন্য) কর্মসূচির আওতায় ৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

২. ইনস্টিটিউট জাদুঘরের জন্য ১০টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

বিগত ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবানের স্থানীয় আয়-ব্যয় ও সঞ্চিত অর্থের বিবরণী (ছক-খ)

দপ্তর/সংস্থার নাম	অর্থবছর প্রাপ্তি	সঞ্চিত অর্থ	স্থানীয় আয় জমা	ব্যয়ের তথ্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান	২০১৮-২০১৯	৫,৬৫,৪১৭.৩৯	৮,৬১,৯৩৩.৩৯	২,৯৬,৫১৬.০০	
	২০১৯-২০২০	৪,৭৩,৯৫৪.৩০	৫,১৭,৩৩৭.৩০	৪৩,৩৮৩.০০	
	২০২০-২০২১	৫,৮৬,৫৮০.১২	৭,৪৯,২৪১.১২	১,৬২,৬৬১.০০	
	২০২১-২০২২	২,৮৪,৬২৬.১০	৫,৫৫,২৪৪.১০	২,৭০,৬১৮.০০	
	২০২২-২০২৩	৬,৯১,০৭৬.২৮	৯,৪১,০৭৬.২৮	২,৫০,০০০.০০	
মোট :		**২৬,০১,৬৫৪.১৯**	**৩৬,২৪,৮৩২.১৯**	**১০,২৩,১৭৮.০০**	

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'এর অনুকূলে আবর্তক অনুদান ও মূলধন অনুদান খাতে সংশোধিত বাজেটে মোট বরাদ্দকৃত ৩,৮৯,৯৮,০০০.০০ (তিন কোটি উননব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা খরচের বিবরণী (ছক-ক)

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোডভিত্তিক বিবরণ	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২০২৩ অর্থবছরে)	কোড ভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২০২৩) অর্থবছরে	মন্তব্য (অব্যয়িত অর্থ)
১	২	৩	৪	৫
১৩১০১০০০০ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।	৩৬৩১ আবর্তক অনুদান			
	৩৬৩১১০১ বেতন বাবদ সহায়তা	৭১,৭২,০০০.০০	৬০,৬৮,০০০.০০	১১,০৪,০০০.০০
	৩৬৩১১০২ ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৫২,২৮,০০০.০০	৪৭,৫৭,১২০.০০	৪,৭০,৮৮০.০০
	৩৬৩১১০৩ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১,৫৫,৪৮,০০০.০০	১,৩০,১৮,৬৮৯.০০	২৫,২৯,৩১১.০০
	৩৬৩১১০৪ পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	১,০৬,০০,০০০.০০	৭৩,৫২,২২০.০০	৩২,৪৭,৭৮০.০০
	৩৬৩২ মূলধন অনুদান			
	৩৬৩২১০২ যন্ত্রপাতি অনুদান	১,৫০,০০০.০০	১,৪৮,৯৮২.০০	১,০১৮.০০
	৩৬৩২১০৫ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১,৫০,০০০.০০	১,২৪,৫০০.০০	২৫,৫০০.০০
	৩৬৩২১০৬ অন্যান্য মূলধন অনুদান	১,৫০,০০০.০০	৯৮,৭০০.০০	৫১,৩০০.০০
মোট :		**৩,৮৯,৯৮,০০০.০০ (তিন কোটি উননব্বই লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা**	**৩,১৫,৬৮,২১১.০০ (তিন কোটি পনেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার দুই শত এগারো) টাকা**	**৭৪,২৯,৭৮৯.০০ (চুয়াত্তর লক্ষ উনত্রিশ হাজার সাত শত উননব্বই) টাকা**

কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার

অডিটোরিয়াম ভবন

প্রশাসনিক ভবন

সরকার ৫ই জানুয়ারি ১৯৯৪ তারিখে রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের কক্সবাজার আঞ্চলিক কার্যালয়টিকে 'কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' নামে সরাসরি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় হিসেবে স্থাপন করে। কক্সবাজারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণপূর্বক জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতোধারার সাথে এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে সম্পৃক্ত করাই এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই ইনস্টিটিউটের নৃ-গোষ্ঠী হলো রাখাইন ও তঞ্চঙ্গা।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

১. বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন : কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবস, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত শহিদ মিনারে কবিতা পাঠের আয়োজন

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাখাইন শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করছেন

২. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ৯ই অক্টোবর ২০২২ তারিখ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে রাখাইন সম্প্রদায়ের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুভ প্রবারণা উৎসব ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সহকারে উদ্‌যাপিত হয়।

শুভ প্রবারণা উপলক্ষ্যে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ফানুস উত্তোলন

শুভ প্রবারণা উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাখাইন শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশন

৩. বাংলা নববর্ষ ও রাখাইনদের জলকেলি উৎসব উদ্‌যাপন : রাখাইন সম্প্রদায়ের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক উৎসব জলকেলি ৩ দিনব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে স্থানীয় রাখাইন পল্লিতে এবং জেলা প্রশাসনের সাথে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়।

জলকেলি অনুষ্ঠানের একাংশ

নাট্যোৎসব আয়োজন

কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় নাট্য সংগঠন কক্সবাজার থিয়েটার এর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী নাট্য উৎসব আয়োজন করা হয়।

এপিএ অনুসারে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৭টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুসারে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৭ (সাত)টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ২৩ ও ২৪শে জানুয়ারি, ১৯,২০ ও ২২শে মার্চ এবং ১৬ ও ১৭ই জুন ২০২৩ তারিখে আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে রাখাইন শিল্পীবৃন্দ পাখা নৃত্য পরিবেশন করছেন

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শাহনাজ সামাদ

ম্রো শিল্পীবৃন্দের থুরুং নৃত্য পরিবেশন

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব হাসনা জাহান খানম, যুগ্মসচিব জনাব শাহনাজ সামাদ এবং উপসচিব জনাব আয়েশা সিদ্দিকা অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন

স্থানীয় রামু বৌদ্ধ বিহারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে রাখাইন শিল্পীবৃন্দ

ক. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গবেষণাধর্মী কার্যক্রমের বিবরণ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধীনে কোনো গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। তবে ইতোপূর্বে কেন্দ্র থেকে 'ঊর্মি' নামক একটি গবেষণাধর্মী জার্নালের তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

খ. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের হিসাব

অর্থ বছর	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়	অব্যয়িত
২০২২-২০২৩	১,৫১,৬০,০০০/-	১,০৯,৯১,৪০৬/-	৪১,৬৮,৫৯৪/-

গ. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের স্থানীয় আয় ও ব্যয়ের (২০২২-২৩ বছরের) বিবরণী

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	মন্তব্য
২০২২-২০২৩	৭,২৪	২,৯৩	

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটটি ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির একটি প্রকল্পের মাধ্যমে 'খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ২০১০ সালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১০ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হলে এটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি হিসেবে এর নামকরণ হয়। এই ইনস্টিটিউটের নৃ-গোষ্ঠী হলো- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা।

২০২২-২৩ খ্রি. অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির তথ্য প্রেরণ

১. মাতৃভাষায় কম্পিউটার, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র-তবলা প্রশিক্ষণ : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক প্রতিবছরের ন্যায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও মাতৃভাষায় কম্পিউটার, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র-তবলা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র-তবলা বিষয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং মাতৃভাষায় কম্পিউটার বিষয়ে তিন মাস প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এই তিনটি প্রশিক্ষণে প্রায় ৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

২. বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা : প্রতি বছর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মূলত যারা সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, অভিনয়, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি শিল্প মাধ্যমচর্চা করে থাকেন, তাদেরকে আরো উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯-২৩শে জানুয়ারি ২০২৩ সালে পাঁচ দিনব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সংগীত (রবীন্দ্র), উপজাতীয় সংগীত (চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা), নৃত্য (চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা), কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি।

৩. গুণিজন সম্মাননা : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি কর্তৃক খাগড়াছড়িতে বসবাসরত বিশিষ্ট ও বরেণ্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গুণী শিল্পী/ব্যক্তিদের সম্মানার্থে সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতি বছর সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বাবু অশোক কুমার দেওয়ানের স্মরণে ৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪. অডিও-ভিডিও প্রকাশনা : ২০২২-২৩ অর্থবছরের অন্যতম আর একটি অর্জন হচ্ছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিল্পীদের অডিও/ভিডিও সিডি প্রকাশনা। এ বছর চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা গানের ওপর ১টি করে মোট ৩টি মিউজিক ভিডিও প্রকাশনা করা হয় এবং একটি চাকমা কবিতাও ভিডিও সহকারে প্রকাশনা করা হয়।

৫. বিজু, বৈসু, সাংগ্রাই উৎসব ২০২৩ খ্রি. উদ্‌যাপন : তিন পার্বত্য জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সবচেয়ে বড়ো সামাজিক উৎসব হলো–বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু উৎসব। বিগত ৭, ৮, ৯ ও ১০ই এপ্রিল ২০২৩খ্রি. ০৪ দিনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৬. আলপালনি (বর্ষাবরণ) অনুষ্ঠান : বর্ষাবরণ উৎসবকে চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় আলপালনি (বর্ষাবরণ) বলা হয়। মূলত বাংলা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহের ৭ তারিখে এ উৎসবটি পালিত হয়। এ দিনে গেরাস্থরা লাঙল এবং হালচাষে ব্যবহৃত গবাদি পশুকে হালচাষ করা থেকে বিরত রাখে। এ সময় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এবং বাড়িতে বৈসাবি উৎসবের মতন বিভিন্ন তরকারি ও মাংস রান্না করা হয় এবং নানাধরণের পিঠাও তৈরি করা হয়।

৭. জাদুঘর পোশাক সংগ্রহ : ইনস্টিটিউটের জাদুঘরের জন্য প্রতিবছর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। যদিও জাদুঘরের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং জনবল নেই। তারপরেও জাদুঘরের সংগ্রহশালায় বেশকিছু দুর্লভ প্রত্নবস্তু রয়েছে।

৮. বই মুদ্রণ : প্রতি বছর অত্র ইনস্টিটিউট থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের ভাষা, সংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, জীবনধারা, ইতিহাস এবং আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে বই মুদ্রিত হয়। চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ওপর প্রায় ৩৭টি বই এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে।

৯. জাতীয় দিবসসমূহ উদ্‌যাপন : রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন দিবসসমূহ যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণভাবে অত্র ইনস্টিটিউট প্রতিবছর পালন করে থাকে। এ দিবসগুলো উপলক্ষ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মাতৃভাষায় কবিতা, সুন্দর হস্তাক্ষর, রচনা, কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১০. সেমিনার আয়োজন : এ বছর 'খাগড়াছড়ি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা : অগ্রগতি ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মংসুইপ্রু চৌধুরী, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১১. রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য একটি কার্যক্রম হলো–রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৬মে ২০২৩ উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১২. সংগীত/মিউজিক ক্যাম্প আয়োজন : অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলায় প্রথম বারের মতো গীতিকার, সুরকার ও সংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে সংগীত/মিউজিক ক্যাম্প-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. বই পড়া প্রতিযোগিতা : পার্বত্য জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বই পড়া প্রতিযোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতা ১৭ই জুন ২০২৩ তরিখে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংগঠনকে অনুদান প্রদান : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিচর্চার বিভিন্ন কার্যক্রম আরও বেগবান ও উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

১৫. গবেষণা ও বৃত্তি প্রদান : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিষয়ে আগ্রহী তরুণ গবেষকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, গবেষণা বৃত্তি চালু করেছে।

মাতৃভাষা কম্পিউটার সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র-তবলা প্রশিক্ষণ : প্রতিটি কোর্সের মেয়াদকাল ৬ মাস। এ জন্য বছরে ২ বার ভর্তি করানো হয়ে থাকে। এ বছর মাতৃভাষা কম্পিউটার প্রশিক্ষণে প্রায় ২০ জন, সাধারণ সংগীতে ৪০ জন, উপজাতীয় সংগীতে ১৫ জন এবং বাদ্যযন্ত্র-তবলা প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

আর্ট ক্যাম্প : বঙ্গবন্ধু ও স্বপ্নের পাহাড় শীর্ষক আর্ট ক্যাম্প-২০২২ শিরোনামের গত ১৮ই নভেম্বর থেকে ২১শে নভেম্বর ২০২২, ৪ দিনব্যাপী অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক এক আর্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গুণিজন সম্মাননা : প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ানকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। তিনি চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার নামক ২টি গবেষণাধর্মী পুস্তক রচনা করেন।

অডিও-ভিডিও প্রকাশনা : এ বছর চাকমা গানের ওপর ১টি অডিও অ্যালবাম এবং জিত্তোবানী নামে ৩ পর্বের ধারাবাহিক নাটক এবং মারমা সম্প্রদায়ের মিউজিক ভিডিও প্রকাশনা করা হয়।

সেমিনার আয়োজন : এ বছর মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক স্বাধীনতা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু পাহাড়ের অকৃত্রিম বন্ধু ও অভিভাবক শীষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সাংস্কৃতিক বিনিময় বাহক : এ বছর সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুষ্ঠানটি বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি উপলক্ষ্যে প্রতিবছর অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক র‍্যালি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী :

অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম-৪র্থ কিস্তিতে প্রাপ্ত	মোট ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	-
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	২২,৩১,০০০/-	২২,৩১,০০০/-	২২,৪০,২৮০/-	৯২৮০/-
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	২১,২৫,০০০/-	২১,২৫,০০০/-	২১,১৮,৩৯১/-	৬,৬০৯/-
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১,০৮,৬০,০০০/-	১,০৫,৪৫,৫০০/-	১,০৪,৯৬৩৯৬/-	৪৯,১০৪/-
৩৬৩১১০৪	পেনশন ও অবসর সুবিধা সহায়তা	৩০,৮৬,০০০/-	৩০,৮৬,০০০/-	২৯,৬৩,৮১৪/-	১,২২,১৮৬/-
৩৬৩১১০৮	গবেষণা অনুদান	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	০০/-
৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	২,৪৩,০০০/-	২,৪৩,০০০/-	২,৪৩,০০০/-	০০/-
৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান	৭,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-	৭,০০,০০০/-	০০/-
৩৬৩২১০৪	ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ অনুদান	৪,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	৩,৯৯,৯৮৮/-	১২/-

অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম-৪র্থ কিস্তিতে প্রাপ্ত	মোট ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
১	২	৩	৪	৫	
৩৬৩২১০৫	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	০০/-
৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মূলধন অনুদান	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	০০/-
সর্বমোট=		**২,০৩,৪৫,০০০/-**	**২,০০,৩০,৫০০**	**১,৯৮,৬১,৮৬৯/-**	**১,৬৮,৬৩১/-**

বিগত ৫ বছরের স্থানীয় আয় ও ব্যয় হিসাব বিবরণী :

ক্রমিক নং	অর্থবছর	সঞ্চিত অর্থ	জের	আয়	মোট	ব্যয়	অবশিষ্ট
	১	২	৩	৪	(৩+৪)=৫	৬	(৫-৬)=৭
১.	২০১৮-১৯	---	২০১৭-১৮ অর্থবছরের জের = ২,৪৩,১৬৫/-	১৩,১৪৮/-	২,৫৬,৩১৩/-	---	২,৬৫,৩১৩/-
২.	২০১৯-২০	---	২,৬৫,৩১৩/-	১,৮৪,১৬৯/-	৪,৪০,৪৮২/-	১,০০,৫০০/-	৩,৩৯,৯৮২/-
৩.	২০২০-২১	---	৩,৩৯,৯৮২/-	৫০,১০০/-	৩,৯০,০৮২/-	১,৫৫,১০০/-	২,৩৪,৯৮২/-
৪.	২০২১-২২	---	২,৩৪,৯৮২/-	৩,৬৭,৪৩৮/-	৬,০২,৪২০/-	৫,০৩,৪৪০/-	(৯৮,৯৮০+২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের অব্যায়িত অর্থ = ১৫,১৩,৯৩৭) = ১৬,১২,৯১৭/
৫.	২০২২-২৩	---	১৬,১২,৯১৭/-	৭,৮৯,৯৭৮/-	২৪,০২,৮৯৫/-	৭,৮৬,৬৩০/-	১৬,১৬,২৬৫/-

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী

বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে 'রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এবং মৌলভীবাজার মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি স্থাপন' শীর্ষক শিরোনামে তিনটি উপজাতীয় ইনস্টিটিউট/একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প জুলাই, ১৯৯৫ সালে শুরু হয়ে ডিসেম্বর, ২০০৩-এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত হয়। এই একাডেমির অধীনে ২১টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :

১. ওরাওঁ জাতিসত্তার কারাম উৎসব উদ্‌যাপন : রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ওরাওঁ জাতিসত্তার কারাম উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলাধীন রাজবাড়ি দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

নৃত্য পরিবেশনায় মহানইল শিল্পীগোষ্ঠী

২. মাহালী জাতিসত্তার জিতিয়া উৎসব উদ্‌যাপন : রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি ও মাহলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাউস), মাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এমএলডিসি) এবং মাহলে দিঘর বাইসির যৌথ আয়োজনে মাহারী জাতিসত্তার সবচেয়ে বড়ো সামাজিক উৎসব জিতিয়া উদ্‌যাপন করা হয়। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন শুরশুনিপাড়া মিশন স্কুল প্রাঙ্গণে ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

জিতিয়া উৎসবে উপবাস ভঙ্গের জন্য প্রস্তুতকৃত তেলের পিঠা

নৃত্য পরিবেশন করছেন মাহলে নৃত্য শিল্পীবৃন্দ

৩. সাঁওতাল জাতিসত্তার সোহরায় পরব : রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে সাঁওতাল জাতিসত্তার সবচেয়ে বড়ো সামাজিক উৎসব ২৭শে ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ওরাওঁ জাতিসত্তার খেরিয়ানী (পুষণা) উদ্‌যাপন : একাডেমির আয়োজনে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন ছাতনীপাড়া গ্রামে ৭ই জানুযারি ২০২৩ তারিখে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ওরাওঁ সম্প্রদায়ের কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক উৎসব পূষণা উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর মহোদয় গত ১১ই মার্চ ২০২৩ তারিখে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিল্পীদের বরণ নৃত্যের মাধ্যমে সচিব মহোদয়কে বরণ করা হয়। একাডেমি পরিদর্শকালে তিনি একাডেমির সংগ্রহশালা, অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি ও চারপাশ পরিদর্শন করেন এবং একাডেমির সার্বিক পরিবেশ ও একাডেমির বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন সচিব মহোদয়

একাডেমি পরিদর্শন করছেন সচিব মহোদয়

৫. বাহা পরব উদ্‌যাপন (সাঁওতাল সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব) : রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে সাঁওতাল জাতিসত্তার দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব বাহা উদ্‌যাপন করা হয়েছে। গত ১৮ই মার্চ ২০২৩ তারিখে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলাধীন জামডাংগা গ্রামে অনুষ্ঠিত বাহা উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, বাহা নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বাহা উৎসবের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মিথ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, সহকারী অধ্যাপক, প্রেমতলী ডিগ্রি কলেজ

বাহা পরব উপলক্ষ্যে গ্রাম পুরোহিত সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পূজাকর্ম সম্পাদন করেন

৬. **EROḰ (এর:) সাঁওতাল জাতিসত্তার বীজ বপনের উৎসব :** সাধারণত বাংলা আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে জমিতে আমন ধানের চারার বীজ বপনকে ঘিরেই উৎসবের আয়োজন করা হয়। ঐ দিন প্রতিটি বাড়ির গৃহকর্তা নিজ নিজ জমিতে বীজ বপন করেন। সাঁওতালদের বিশ্বাস বীজ বপনের আগে সৃষ্টিকর্তার কাছে দয়া প্রার্থনা না করলে সেই বীজ থেকে ভালো ফসল হয় না। এ বছর রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলাধীন কাজিপাড়া গ্রামে **১৭ই জুন ২০২৩** তারিখে EROḰ (এর:) সাঁওতাল জাতিসত্তার বীজ বপনের উৎসব পালন করা হয়।

প্রাপ্ত বরাদ্দ ও খরচের বিবরণ (ছক-ক)

দপ্তর/সংস্থার নাম	কোডভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থবছর)		কোডভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২৩ অর্থবছর)	মন্তব্য
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	৩৬৩১১০১ বেতন বাবদ সহায়তা	২৯,৫০,০০০.০০	২৮,৪৮,৯২০.০০	
	৩৬৩১১০২ ভাতাদি বাবদ সহায়তা	২৫,৩০,০০০.০০	২৩,২৪,১৮০.০০	
	৩৬৩১১০৩ পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৭৫,৮৫,০০০.০০	৭১,০৭,০৬০.০০	
	৩৬৩১১০০ গবেষণা অনুদান	০.০০	০.০০	
	৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুদান	৮০০০০.০০	০.০০	
	৩৬৩২১০২ যন্ত্রপাতি অনুদান	৩,৫০,০০০.০০	৩,৪১,০০০.০০	
	৩৬৩২১০৫ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১,৫০,০০০.০০	১.৪০.০০০.০০	
	৩৬৩২১০৬ অন্যান্য মূলধন ব্যয়	৫০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	
	মোট	**১,৩৬,৯৫,০০০.০০**	**১,২৭,৯১,১৬০.০০**	

বিগত ৫ বছরের স্থানীয় আয়-ব্যয় ও সঞ্চিত অর্থের বিবরণী (ছক-খ)

দপ্তর/সংস্থার নাম	অর্থ বছর	সঞ্চিত অর্থ	স্থানীয় আয়	ব্যায়ের তথ্য	মন্তব্য
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত	---	---	---	অত্র একাডেমির স্থানীয় কোনো আয় নেই

মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

সিলেট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চর্চা, বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য ১৯৭৭ সালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল খ্যাত মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুরে, 'মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত হয়। সিলেট অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনধারা, শিল্পকলা ও ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের চর্চা, সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরে ভূমিকা রেখে চলেছে। এই একাডেমির আওতাধীন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা হলো ২০টি।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলি

১. চারণ কবি গীতি স্বামী গোকুলানন্দ সিংহের জন্মবার্ষিকী ও মণিপুরী ভাষাশহিদ সুদেষ্ণা সিনহা'র মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়;

২. নিয়মিত প্রশিক্ষণ ছাড়া ও সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত বিষয়গুলোতে ১৩টি বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ১টি কর্মশালা, ও ১টি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়;

৩. ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস, ২৫ই মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, বাংলা নববর্ষ, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস ও রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনসহ মোট ১১টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়;

৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন দিবস, শ্রী শ্রী কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, বিষু উৎসব, মহারাস লীলা অনুষ্ঠান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মণিপুরী, গারো, ত্রিপুরী, সাঁওতাল, শব্দকর ও খাসি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উৎসব এবং মেলা আয়োজনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব আয়োজন করা হয়;

৫. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী সংগ্রহ ও বইপত্র ক্রয়সহ লাইব্রেরি সমৃদ্ধকরণ করা হয়েছে;

৬. একটি বাৎসরিক সাময়িকী প্রকাশ করা হয়েছে এবং

৭. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নলিখিত বিষয়ে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১. মণিপুরী নৃত্য;
২. নাটক;
৩. আবৃত্তি;
৪. তবলা;
৫. সাধারণ গান;
৬. মণিপুরী তাঁত বুনন;
৭. মণিপুরী খুবা খুশেই;
৮. মণিপুরী রথরএলা;
৯. মণিপুরী হোলি;
১০. সাধারণ নৃত্য;
১১. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ;
১২. মণিপুরী মৃদঙ্গ;
১৩. ত্রিপুরী নৃত্য।

দপ্তর/সংস্থারনাম	**কোড ভিত্তিক প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থবছর)**			**কোড ভিত্তিক খরচের বিবরণ (২০২২-২৩) অর্থবছর**	**মন্তব্য**
মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ২০২২-২৩		ব্যয় শেষে ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ=৪,৯৯,৫৩০/-
	৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা	৩০,৬৫,০০০.০০	৩০,৬৩,৩৬০.০০	
	৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা	২৩,৩৫,০০০.০০	২৩,৩৯,১৩৩.০০	
	৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	৩৭,৬৮,৮০০.০০	৩৩,৩০,১৯৭.০০	
	৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	৬,০০০.০০	-	
	৩৬৩২১০২	যন্ত্রপাতি অনুদান	২,৩০,০০০.০০	১,৮৯,০৮০.০০	
	৩৬৩২১০৫	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিঅনুদান	৪৫,০০০.০০	২৮,৫০০.০০	
	৩৬৩২১০৬	অন্যান্য মূলধন অনুদান	৪০,০০০.০০	৪০,০০০.০০	
		মোট=	**৯৪,৮৯,৮০০/- (চুরানব্বই লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকা।**	**৮৯,৯০,২৭০.০০ (উননব্বই লক্ষ নব্বই হাজার দুই শত সত্তর) টাকা**	

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক

সহায়ক কার্যক্রম

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সহায়ক কার্যক্রম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উদ্যোগে ১৯৭৮ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে বিশেষ অনুদান খাত হতে ১.২০ (এক কোটি বিশ লক্ষ) কোটি টাকা প্রদান করেছে। এছাড়া 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পের' মাধ্যমে অর্থায়নে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ :

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাড়িতে নিয়ে বই পড়ার সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় মানুষের দোরগোড়ায় বই পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমগ্র দেশে উৎকর্ষ কার্যক্রম ও পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সারা দেশে গড়ে তোলা হয়েছে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প'-এর আওতায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭৬টি গাড়ি-লাইব্রেরি এই সেবা প্রদান করছে। মোট ৩,২০০টি স্পটে এই কর্মসূচিতে প্রায় ৫ লক্ষ পাঠক বইপড়ার সুবিধা পাচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ বইমেলা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এর পাঠকদের হাতে রুচিশীল বই পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বইমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মননশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এর অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ভ্রাম্যমাণ বইমেলা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

আলোর ইশকুল

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে 'আলোর ইশকুল' একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় কিংবা পর্যায়ের জ্ঞানপিপাসু সহস্রাধিক মানুষ নানামুখী উৎকর্ষধর্মী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ৭ম পর্বে ১৪টি কোর্স পরিচালিত হয়েছে। কোর্সগুলোর মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, অর্থনীতি, ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব, ধ্রুপদি সংগীত, নৃত্য, চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র, নানা দেশের অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি, গাছ-ফুল-নিসর্গ, ফটোগ্রাফি কোর্স ইত্যাদি বিষয়ের উচ্চতর পঠনপাঠন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বই পড়া কর্মসূচি

স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার হিসেবে দেশের ৬৪টি জেলার প্রায় সকল উপজেলার ১৪০৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার শিক্ষার্থীকে বই পড়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৪৫ হাজার জন পাঠককে ৬৫ হাজার কপি পুরস্কারের বই বিতরণ করা হয়েছে।

বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পরিচালিত বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন শিল্পকলার ইতিহাস (Art History) নিয়ে চর্চা, গবেষণা ও প্রকাশনা করে যাচ্ছে। বাংলার প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান দেশ ও বিদেশের একাডেমিক মহলে ছড়িয়ে দেওয়া এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ।

বিগত বছরে প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি হলে বেঙ্গল আর্ট বিষয়ক বিভিন্ন পর্যায়ের গবেষকদের সরাসরি উপস্থিতিতে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারগুলোর শিরোনাম ছিলো : 'Cultural Identity of Bengal: An Ecological Perspective', by Dr. Md. Abdus Samad, Associate Professor, Department of History of Jagannath University এছাড়া ২৭শে মার্চ ২০২৩ তারিখে A Special Talk on Kantaji Temple and Madanmohan Temple: Comparative Study of Artistic Legacy by Dr. Sanjay Sen Gupta, Head, Department of Fine Arts and Design, Sister Nivedita University, Kolkata, West Bengal, India আয়োজন করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতিষ্ঠানটিকে ১.২১ (এক কোটি একুশ লক্ষ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে নিবন্ধিত একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও বেসরকারি সংস্থা। ১৯৫২ সালে এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সোসাইটি পণ্ডিত ও গবেষকদের গবেষণাগ্রন্থ বা প্রবন্ধ সোসাইটি থেকে প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। দেশি ও বিদেশি পাঠকদের প্রয়োজনে সোসাইটির প্রকাশিত বহু খণ্ডের অধিকাংশ গ্রন্থ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় এবং সিডি ও অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতিষ্ঠানটিকে ২.৩৫ (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন

অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় অবস্থিত। বঙ্গ ও সমতট অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান বিক্রমপুর। সাধারণ গৃহস্থালি উদ্দেশ্যে মাটি খনন করতে গিয়ে বিক্রমপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে ভাস্কর্যসহ বিভিন্ন ধরনের প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। জগদ্‌বিখ্যাত পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের স্মৃতিবিজড়িত বজ্রযোগিনী গ্রামটি বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হলেও পদ্ধতিগত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খনন ইতপূর্বে বিক্রমপুর অঞ্চলে পরিচালিত হয়নি। অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন ২০১০ সালে এ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, খনন ও গবেষণার উদ্যোগ নেয়। রাজনীতিবিদ ও অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. নূহ-উল-আলম লেনিনের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয় আনুষ্ঠানিক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন। অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজে ঐতিহ্য অন্বেষণের গবেষকগণ অংশগ্রহণ করছেন। পরবর্তীকালে চীনের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল ২০১৫-২০১৮ সময়কালে স্বল্প সময়ের জন্য নাটেশ্বর উৎখননে অংশগ্রহণ করে। ২০১০ সনে শুরু করে ধারাবাহিক খনন ও গবেষণার শ্রমসাধ্য সাধনার ফলে রঘুরামপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বৌদ্ধ বিহারের অংশবিশেষ। আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারটির নাম ছিল বিক্রমপুরী বৌদ্ধবিহার। স্থাপত্যকীর্তিটি প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণ পূর্বক নানান ঐতিহ্যের সমারোহে 'বিক্রমপুরী বৌদ্ধ বিহার উন্মুক্ত প্রত্নস্থান জাদুঘর' নির্মাণ করা হয়েছে।

বিক্রমপুর অঞ্চলে ১০০০ বছর আগের একটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কার বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। এ অমূল্য আবিষ্কারটি বিক্রমপুরকে শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে নতুন করে জায়গা করে দেবে। আমাদের ধারণা, সদ্য আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের একটি গভীর সম্পর্ক ছিল।

নাটেশ্বর দেউল প্রত্নস্থান

নাটেশ্বর দেউল প্রত্নস্থান মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় অবস্থিত। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে নাটেশ্বর দেউল প্রত্নস্থানে ধারাবাহিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি মন্দিরনগর। মন্দিরনগরে আবিষ্কৃত হয়েছে–অসাধারণ দু'টি বৌদ্ধ মন্দির, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পিরামিড আকৃতির স্তূপসহ কোনাকৃতি ৫টি স্তূপ, সীমানা প্রাচীরের অংশবিশেষ, নালা, রাস্তা, পার্শ্বরাস্তা ও বিভিন্ন প্রত্নবস্তু। ইটের নির্মিত স্থাপত্যকীর্তিগুলো যেন বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শনের এক একটি প্রতীকী রূপ, যা উপমহাদেশে বিরল।

উৎখনন ২০২২-২৩

নাটেশ্বর দেউলে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত স্থাপত্যকীর্তিসমূহ বৌদ্ধ ধর্মের মূল দর্শন শূন্যতত্ত্ব, আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর প্রতীকী রূপ। এ ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকী স্থাপত্যরাজি ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ১০০০ বছর আগে বৌদ্ধধর্মের সেরা পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমিতে উচ্চমার্গের বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতার চর্চা হতে পারে এটাই স্বাভাবিক।

ঐতিহ্য অন্বেষণ

উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা প্রতিবেদন

নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি গ্রাম উয়ারী এবং বটেশ্বর। ১৯৯৬ সাল হতে পদ্ধতিগত জরিপ ও ২০০০ সাল হতে উয়ারী-বটেশ্বরে পদ্ধতিগত উৎখনন পরিচালিত হয়ে আসছে। উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে ৫০টি প্রত্নস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হলেও ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র 'ঐতিহ্য অন্বেষণ'-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, খনন ও গবেষণা সম্পন্ন হচ্ছে।

উয়ারী-বটেশ্বর পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন একটি দুর্গ-নগর। উয়ারী-বটেশ্বর, একটি প্রাচীন জনপদের রাজধানী, এখানে গড়ে উঠে একটি নগর-সভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে একটি পাকা রাস্তা ও পার্শ্ব-রাস্তাও আবিষ্কৃত হয়েছে। পাশাপাশি ইটের তৈরি একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় অনন্য স্থাপত্যকুণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। কার্বন ১৪ তারিখ নির্ণয় পদ্ধতিতে অনন্য স্থাপত্যটির সময়কাল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক এটিই বাংলাদেশে প্রাচীনতম ইট-নির্মিত স্থাপত্য। মন্দির ভিটায় আবিষ্কৃত হয়েছে অষ্টম শতকের একটি বৌদ্ধ পদ্ম-মন্দির। জানখারটেক প্রত্নস্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে ৫ম শতকের একটি বৌদ্ধ বিহারিকা। বৌদ্ধ বিহারিকার ২ কিমি. দক্ষিণে টঙ্গীরটেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ৮ম শতকের একটি অসাধারণ বৌদ্ধ মন্দির।

উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলের দুর্গ-নগর এবং সংলগ্ন কিছু প্রত্নস্থান থেকে আবিষ্কৃত হচ্ছে ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, আদি ঐতিহাসিক যুগের বিশেষ বিশেষ মৃৎপাত্র, ধাতব নির্দশন, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতি, পোড়ামাটি ও পাথরের শিল্পবস্তু, বাটখারা ইত্যাদি। পুঁতি এবং মন্ত্রপূত কবচগুলো খুবই উন্নত প্রযুক্তিতে নির্মিত হয়েছে। স্বল্প-মূল্যবান পাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিলকা এবং কাঁচামাল উয়ারী-বটেশ্বরে একটি স্বল্প-মূল্যমান পাথরের পুঁতি নির্মাণ কারখানার সাক্ষ্য বহন করে। চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময় পুঁতিগুলো উয়ারী-বটেশ্বর এলাকার অতীত কালের মানুষের উচ্চমানের শিল্প-দক্ষতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে, যা অর্জিত হয়েছিল সুদীর্ঘ চর্চা ও সাধনার মাধ্যমে।

উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থান ও সংলগ্ন অঞ্চল থেকে ইতঃপূর্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ঐ সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে এখানে মনুষ্য-বসতির ইঙ্গিত বহন করে। উয়ারী-বটেশ্বরে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এরই কিছু প্রামাণ্য-নির্দশন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ-রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো গর্ত-বসতি। গর্ত-বসতি হলো তাম্র-প্রস্তর যুগে মানুষের বসবাসের স্থান।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পাশাপশি দেশের ঐতিহ্যকে দেশ ও বিশ্বের সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে মন্দির ভিটায় ৮ম শতকের 'বৌদ্ধ পদ্ম-মন্দির প্রত্নস্থান জাদুঘর' নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে; এ ধরনের জাদুঘর বাংলাদেশে এই প্রথম। উয়ারী গ্রামে 'উয়ারী-বটেশ্বর দুর্গ-নগর উন্মুক্ত জাদুঘর' নামে একটি ভিন্নধর্মী জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। 'বৌদ্ধ মন্দির প্রত্নস্থান জাদুঘর' এবং 'গঙ্গাঋদ্ধি জাদুঘর' দুটি নির্মাণাধীন রয়েছে।

উয়ারী-বটেশ্বর দুর্গ-নগরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকৃত খাদচিত্র

মাওলানা ভাসানী স্মৃতিসৌধ

পটভূমি : মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একজন বড়োমাপের নেতা ছিলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাওলানা ভাসানীকে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৪৯-১৯৫৭) হিসেবে আমৃত্যু সম্মান করতেন।

মাওলানা ভাসানীর সক্রিয় ও সফল জীবনের দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে তিনি একজন বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ যা ব্যাপ্ত ছিল সত্তর বছরেরও অধিক। আর অন্যদিকে তাঁর গোপন আধ্যাত্মিক জীবন। এ নিয়ে তিনি কোনোদিন আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা করেননি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আসাম-বাংলা জুড়ে বিষয়টি জনমনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা হাজার বছর ধরে গ্রাম-বাংলার প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ।

স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠা

১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁর ইন্তেকালের পর অসিয়ত অনুযায়ী ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন স্মৃতি বিজড়িত টাঙ্গাইলের সন্তোষে যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করা হয় এবং পরবর্তীকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৯-১৯৮০ অর্থবছরে তাঁর সমাধির উপরে মাওলানা ভাসানীর স্মৃতিসৌধের অবকাঠামো নির্মাণ করেন। সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বাৎসরিক অনুদান ও ভক্ত অনুসারীদের প্রদত্ত দান হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা মাওলানা ভাসানী স্মৃতিসৌধ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে বর্তমানে মাওলানা ভাসানী স্মৃতিসৌধের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মাওলানা ভাসানীর ওফাতবার্ষিকীতে স্মৃতিসৌধে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

কার্যক্রমসমূহ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুদান খাত হতে মাওলানা ভাসানী স্মৃতিসৌধ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বিগত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বছরব্যাপি মাওলানা ভাসানী স্মৃতিসৌধে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। মাওলানা ভাসানীর ওফাতবার্ষিকীতে দেশ-বিদেশ হতে আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও অজস্র ভক্ত অনুসারীর সমাগম হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট

শিল্পীদের কল্যাণার্থে ২০০১ সালে 'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১' প্রণীত হয়। 'বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১' এর ৬(১) ধারামতে বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য ২৩শে নভেম্বর ২০১১ তারিখে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট প্রথম ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। এরপর ১৬ই মার্চ ২০২০ এবং সর্বশেষ ১৮ই এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়।

সাধারণভাবে অসচ্ছল শিল্পীদের কল্যাণ সাধন, শিল্পীদের কল্যাণার্থে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, পেশাগত কাজ করতে অক্ষম ও অসমর্থ শিল্পীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, অসুস্থ শিল্পীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, শিল্পকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা, শিল্পীদের মেধাবী ছেলেমেয়েকে শিক্ষার জন্য এককালীন বৃত্তি প্রদান, দুর্ঘটনায় কোনো শিল্পীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুই দফায় ত্রিশ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। উক্ত টাকা ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রেখে তার লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর শুভ উদ্বোধন

ট্রাস্টের জন্য পদ সৃজন, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শিল্পীদের মেধাবী ছেলেমেয়েকে শিক্ষার জন্য এককালীন বৃত্তি প্রদান ও শিল্পকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ২০২৩ সালের জন্য দুই দফায় মোট ১৪৩ জন শিল্পীর মেধাবী সন্তানকে এবং শিল্পকর্মে বিশেষ অবদান রাখার লক্ষ্যে শিল্পকর্মে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত দুইজন শিল্পীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

সপ্তম অধ্যায়

সুশাসন ও জবাবদিহিতা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকার ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার, SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রা, Allocation of Business এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর অধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সাথে ২১শে জুন ২০২২ তারিখ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। অনুরূপভাবে ৩রা জুলাই ২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবের সাথে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৫তম স্থান লাভ করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না–চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।'' আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে শুদ্ধাচার ও নিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত দলিলটিতে ও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিতরূপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ; এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্র ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীলসমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তি মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার প্রতিফলনের জন্য অন্যান্য বছরের মতো ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সম্মানিত সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি। উক্ত কমিটি নিবিড়ভাবে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করে থাকে।

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) হলো নাগরিক ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি চুক্তি, যেখানে সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। সিটিজেন চার্টার সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবাপ্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদান	১. পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ২. নির্ধারিত ফরমে আবেদন ৩. জেলা প্রশাসক(সকল)/ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক আবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ৪. আবেদন বাছাই ও অনুমোদন ৫. অনুদানের চেক হস্তান্তর	১. জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি ২. পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত ছবি ৪. অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবী হিসেবে ইউনিয়ন/উপজেলা চেয়ারম্যান/পৌরসভা মেয়র/সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যায়ন প্রাপ্তিস্থান : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস	মোঃ সগীর হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন : ০২-৯৫৪৬৬৭৩ মোবাইল : ০১৭২৭০২৮৪৮৮ ইমেইল : sas.section7@moca.gov.bd
২.	বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলের অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান	১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনাপত্তি ২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনাপত্তি ৩. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রদান	১. অনুষ্ঠান আয়োজক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব প্যাডে/ সাদা কাগজে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র দাখিল ২. আমন্ত্রিত অতিথিদের পাসপোর্টের ছায়ালিপি (১ নং থেকে সকল ব্যবহৃত পাতা ৫ (পাঁচ) সেট) ৩. ভেন্যু ব্যবহারের অনুমতিপত্র ৪. আয়োজক সংস্থার ট্রেড লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	আমন্ত্রিত বিদেশি শিল্পীদের প্রদেয় পারিশ্রমিক বা সম্মানির উপর উৎস কর বাবদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে	১০ (দশ) কার্যদিবস	কাজী নুরুল ইসলাম উপসচিব ফোন : ০২-৯৫৭১৯০০ মোবাইল : ০১৯১৪৭২৮২৫৫ ইমেইল : sas.exchange@moca.gov.bd
৩.	তথ্য প্রদান	সেবা প্রত্যাশীদের নিকট হতে সরাসরি কিংবা ই-মেইলে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর চাহিত তথ্য সংরক্ষিত থাকলে তার চাহিত মাধ্যমে	অধিকার আইন, ২০০৯-এ উল্লিখিত নির্ধারিত ফরম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে এ পাওয়া যাবে	'তথ্য অধিকার আইন' অনুসারে প্রতি পৃষ্ঠা ০২ (দুই) টাকা অথবা প্রকৃত খরচ	আবেদন প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবসের মধ্যে এবং ৩য় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে ৩০ কার্য	মোঃ আতাউর রহমান যুগ্মসচিব ফোন : ০২৯৫৫৩১৮৭ মোবাইল : ০১৭১১১৯৫০১৮ js.anusthan@moca.gov.bd

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবাপ্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		প্রদান করা হয়; তবে চাহিত তথ্য অন্য শাখা সংশ্লিষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রদান করা হয়		মাধ্যমে কোড নং - ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭- এ জমা দিতে হবে		
৪.	বেসরকারি পাঠাগারসমূহকে অনুদান প্রদান	১. বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ২. আবেদন পত্র জমা ৩. রেজিস্ট্রেশন সনদ যাচাই ৪. অনুমোদন ৫. অনুদানের চেক প্রদান ৬. বই বিতরণ	১. জেলা প্রশাসক/ উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুপারিশসহ আবেদন ফরম জমা ২. গ্রন্থাগারের রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত কপি ফরম প্রাপ্তি স্থান : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	৮০ (আশি) কার্যদিবস	শিল্পী রানী রায় উপসচিব ফোন : +৮৮-০২-৯৫৪৫৯৩৫ মোবাইল : ০১৭২০৯৯৫৬১৫ ইমেইল : ds2@moca.gov.bd
৫.	সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান	১. পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ২. নির্ধারিত ফরমে আবেদন ৩. আবেদন বাছাই ও অনুমোদন ৪. অনুদানের চেক হস্তান্তর।	১. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব প্যাডে/সাদা কাগজে আবেদন পত্র দাখিল ফরম প্রাপ্তি স্থান : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট	বিনামূল্যে	৬০ (ষাট) কার্যদিবস	মোঃ সগীর হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮-০২-৯৫৪৬৬৭৩ মোবাইল : ০১৭২৭০২৮৪৮৮ ইমেইল : section7@moca.gov.bd

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"। আর সেই সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এই উদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে ভোগান্তি ছাড়া সেবা

প্রদানে এগিয়ে আসার মনোবৃত্তির প্রসার। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তা রয়েছে।

সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে অসন্তুষ্টি থাকলে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অভিযোগ দায়ের করা যায় :

তথ্য অধিকার

তথ্য পাওয়ার অধিকার নাগরিকের সাংবিধনিক অধিকার যা আমাদের সংবিধানের ৭ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে কখনও কখনও জনগণ সহজে তথ্য লাভ করতে সক্ষম হয় না। কোনো নাগরিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে সংস্থাকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানায়, চাহিত তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সে প্রতিষ্ঠানের ওপরই বর্তায়, অন্য কারো ওপর নয়। সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য সরবরাহে অনীহা বা গাফিলতি প্রদর্শন করতো। সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ধরনের মানসিকতা রোধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করে। আইনটি জনগণের ক্ষমতায়নে মাইলফলক। আইনটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো দেশের প্রচলিত অন্যসব আইনে কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে কিন্তু এ আইনে জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা আরোপ করে। এটি একটি শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব আইন ও যাকে জনগণের আইন ও সর্বজনীন আইনও বলা যায় এবং এটি শ্রেণিগত ভেদাভেদ নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিককে রাষ্ট্রের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্যাবলি (নাম, মোবাইল, ইমেইল), তথ্য অধিকার আইন/২০০৯, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমস সন্নিবেশ করা হয়েছে। চাহিদানুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয়ের "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫" রয়েছে, যা হালনাগাদ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি

১. স্ব-স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়ন;

২. এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

৩. প্রতি মাসে টিমের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন;

৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইনোভেশন টিমের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং

৫. প্রতি বৎসর ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং নিজ অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী ও সেবা কার্যসমূহ

- মাইগভ সিস্টেম ব্যবহার করে বেসরকারি পাঠাগারসমূহকে অনুদান প্রদানের আবেদন গ্রহণ।

বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট ও ডেজিগনেটেড অফিসারদের তালিকা

ক্র.নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	প্রদানকৃত দায়িত্ব	টেলিফোন, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	মন্তব্য
১.	সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	জনাব সুব্রত ভৌমিক যুগ্মসচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-১ অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪৬১৫৪, ০১৭১১৩৭৫৮৫৯ js-ch@moca.gov.bd	
		জনাব মোঃ সগীর হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (শাখা-৭)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০০৮২৯, ০১৭২৭০২৮৪৮৮ sas7@moca.gov.bd	
২.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)	জনাব শামীম খান যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০১৯০, ০১৭১২০১৯২৬৫ shkhan0628@gmail.com	
		জনাব আহমেদ শিবলী উপসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা-১)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০০৯৮৭, ০১৫৫২৫৪৮৫১৩ planning1@moca.gov.bd	
৩.	নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন	জনাব শামীম খান যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০১৯০, ০১৭১২০১৯২৬৫ shkhan0628@gmail.com	
		জনাব আহমেদ শিবলী উপসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা-১)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০০৯৮৭, ০১৫৫২৫৪৮৫১৩ planning1@moca.gov.bd	
৪.	ইনোভেশন	জনাব সুব্রত ভৌমিক যুগ্মসচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-১ অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৪১৬০, ০১৭১১৩৭৫৮৫৯ js.section6@moca.gov.bd	
		জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৫৫১৮, ০১৭১৭৩২৯৯৬২ sa@moca.gov.bd	
৫.	সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ন, আপডেট ও তথ্য প্রদান	জনাব নাফরিজা শ্যামা যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	২২৩৩৯০৬৬৫, ০১৭১২১৩৩২০৩ nafriza.shayma@gmail.com	
		জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান উপসচিব (প্রশাসন-১ শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	০১৭১২২৫০৩৭৮,৯৫৪৫৪৯১ ds_admin1@moca.gov.bd	
৬.	আরটিআই (তথ্য অধিকার আইন)	জনাব মোঃ আতাউর রহমান যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান অধিশাখা)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৯৫৫৩১৮৭, ০১৭১১১৯৫০১৮ js.anusthan@moca.gov.bd	
		জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৯৫১৫৫১৮, ০১৭১৭৩২৯৯৬২ sa@moca.gov.bd	
৭.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E/APA)	জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব (বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অডিট অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৫৩১৮৭, ০১৭১১১৯৫০১৮ js.budget@moca.gov.bd	
		জনাব বাবুল মিয়া উপসচিব (অনুষ্ঠান শাখা)	১ম বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪৬৬৭৩, ০১৭১২৭৬১৮৭২ cultural_pro@yahoo.com	
		জনাব রতন চন্দ্র পাল প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)	২য় বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৪৭, ০১৭১৭০৪৪৫৬ programmer@moca.gov.bd	
৮.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)	জনাব হাসনা জাহান খানম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আপিল কর্মকর্তা	৯৫৪৫১৭৮,০১৭১২৫৪৭১২৫ ddl_sec_admin@moca.gov.bd	
		জনাব নাফরিজা শ্যামা যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	২২৩৩৯০৬৬৫, ০১৭১২১৩৩২০৩ nafriza.shayma@gmail.com	
		জনাব রতন চন্দ্র পাল প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)	বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	৯৫৪০২৪৭, ০১৭১৭০৪৪৫৬২, programmer@moca.gov.bd	
৯.	জেন্ডার	জনাব শাহনাজ সামাদ যুগ্মসচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-২ অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৪১৬০, ০১৭১১৩৭৬২৭০ js_ch2@moca.gov.bd	
		মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন উপসচিব (পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪৬৪২১, ০১৭৮৭৬৬১৫৫৬ tangible.sec@moca.gov.bd	

ক্র.নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	প্রদানকৃত দায়িত্ব	টেলিফোন, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	মন্তব্য
১০.	যোগাযোগ ও মিডিয়া	জনাব আয়েশা সিদ্দিকা উপসচিব (সাংস্কৃতিক চুক্তি শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৮১, ০১৭১১৮৩৯৪৭৯, agreement.sec@moca.gov.bd	
		জনাব ফয়সল হাসান সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪৬৩৪৯, ০১৭১৬৯৫৭৬৫৪, sio@moca.gov.bd	
১১.	শুদ্ধাচার (NIS)	জনাব সুব্রত ভৌমিক যুগ্মসচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-১ অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪৬১৫৪, ০১৭১১৩৭৫৮৫৯, js-ch@moca.gov.bd	
		জনাব মোছাঃ সুস্মিতা ইসলাম উপসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা-০২ শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪৬৩৫১, ০১৭১১৯০৭৪১১ planning3@moca.gov.bd	
১২.	আইসিটি/ই-ফাইলিং, Service Simplification Process (SSP) এবং আইসিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৫৫১৮, ০১৭১৭৩২৯৯৬২ sa@moca.gov.bd	
		জনাব রতন চন্দ্র পাল প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৪৭, ০১৭১৭০৪৪৫৬২, programmer@moca.gov.bd	
১৩.	আরবান	জনাব রাজীব কুমার সরকার উপসচিব (শাখা-৬)	ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০১১১৪, ০১৭১২-৮৮৭৩১৮ ds.section6@moca.gov.bd	
		জনাব কাজী নুরুল ইসলাম উপসচিব (সংস্কৃতি বিনিময় শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১১০৭১, ০১৯১৪৭২৮২৫৫ sas.exchange@moca.gov.bd	
১৪.	IBAS++	জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব (বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অডিট অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৫৩১৮৭, ০১৭১১১৯৫০১৮ js.budget@moca.gov.bd	
		জনাব উম্মুল বানীন দ্যুতি সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট ও অডিট শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৮১,০১৮৪৫-৬৩০০৯৩ dooty17@gmail.com	
১৫.	Ease of Doing Business	জনাব কাজী নুরুল ইসলাম উপসচিব (সংস্কৃতি বিনিময় শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১১০৭১, ০১৯১৪৭২৮২৫৫ sas.exchange@moca.gov.bd	
১৬.	Blue Economy	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান উপসচিব (প্রশাসন-১ শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	০১৭১২২৫০৩৭৮,৯৫৪৫৪৯১ ds_admin1@moca.gov.bd	
		জনাব নাজমা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব (অপরিমেয় ঐতিহ্য শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৫৫১৭, ০১৭২১৩২৪৬৯৮ intangible.culture@moca.gov.bd	
১৭.	Delta Plan	জনাব শামীম খান যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০১৯০, ০১৭১২০১৯২৬৫ hkhan0628@gmail.com	
		জনাব আহমেদ শিবলী উপসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা-১)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০০৯৮৭, ০১৫৫২৫৪৮৫১৩, planning1@moca.gov.bd	
১৮.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮	জনাব শাহানাজ সামাদ যুগ্মসচিব (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-২ অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৪১৬০, ০১৭১১৩৭৬২৭০ js_ch2@moca.gov.bd	
		জনাব নাফরিজা শ্যামা যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	২২৩৩৯০৬৬৫ , ০১৭১২১৩৩২০৩ nafriza.shayma@gmail.com	
১৯.	জাতীয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮	জনাব নাফরিজা শ্যামা যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	২২৩৩৯০৬৬৫, ০১৭১২১৩৩২০৩ nafriza.shayma@gmail.com	
		জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৫৫১৮, ০১৭১৭৩২৯৯৬২ sa@moca.gov.bd	
২০.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)	জনাব কাজী নুরুল ইসলাম উপসচিব (সংস্কৃতি বিনিময় শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১১০৭১, ০১৯১৪৭২৮২৫৫ sas.exchange@moca.gov.bd	
		জনাব রতন চন্দ্র পাল প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৪৭, ০১৭১৭০৪৪৫৬২ programmer@moca.gov.bd	

ক্র.নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	প্রদানকৃত দায়িত্ব	টেলিফোন, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	মন্তব্য
২১.	Automatic Report Generating System (ARGS) সফ্টওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৫৫১৮, ০১৭১৭৩২৯৯৬২ sa@moca.gov.bd	
		জনাব রতন চন্দ্র পাল প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৪৭, ০১৭১৭০৪৪৫৬২ programmer@moca.gov.bd	
২২.	মানবাধিকার বিষয়ক ফোকাল ডেস্ক	জনাব সুব্রত ভৌমিক যুগ্মসচিব (প্রত্ন ও জাদু অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৪১৬০, ০১৭১১৩৭৫৮৫৯ js.section6@moca.gov.bd	
		জনাব আয়েশা সিদ্দিকা উপসচিব (সাংস্কৃতিক চুক্তি শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৮১, ০১৭১১৮৩৯৪৭৯ agreement.sec@moca.gov.bd	
২৩.	এসএমই নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	জনাব মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব (বাজেট ব্যবস্থাপনা ও অডিট অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৫৩১৮৭, ০১৭১১১৯৫০১৮ js.budget@moca.gov.bd	
২৪.	প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক	জনাব আয়েশা সিদ্দিকা উপসচিব (সাংস্কৃতিক চুক্তি শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৮১, ০১৭১১৮৩৯৪৭৯ agreement.sec@moca.gov.bd	
২৫.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান উপসচিব (প্রশাসন-১ শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	০১৭১২২৫০৩৭৮,৯৫৪৫৪৯১ ds_admin1@moca.gov.bd	
		জনাব আহমেদ শিবলী উপসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা-১)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০০৯৮৭, ০১৫৫২৫৪৮৫১৩ planning1@moca.gov.bd	
২৬.	পর্যটন সংক্রান্ত	জনাব রাজীব কুমার সরকার উপসচিব (শাখা-৬)	ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০১১১৪, ০১৭১২-৮৮৭৩১৮ ds.section6@moca.gov.bd	
২৭.	শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত (ইসিসিডি) সংক্রান্ত	মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন উপসচিব (পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪৬৪২১, ০১৭৮৭৬৬১৫৫৬ tangible.sec@moca.gov.bd	
২৮.	চলমান কর্মসূচিসমূহের সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	জনাব শামীম খান যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০১৯০, ০১৭১২০১৯২৬৫ shkhan0628@gmail.com	
		জনাব আহমেদ শিবলী উপসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা-১)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০০৯৮৭, ০১৫৫২৫৪৮৫১৩ planning1@moca.gov.bd	
২৯.	অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMS)	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৫৫১৮, ০১৭১৭৩২৯৯৬২ sa@moca.gov.bd	
		জনাব রতন চন্দ্র পাল প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা)	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	৯৫৪০২৪৭, ০১৭১৭০৪৪৫৬২ programmer@moca.gov.bd	
৩০.	জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ডাটাবেইজ এ নিয়মিত ডাটা, সংযোজন, হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি শাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	৯৫১৫৫১৮,১৭১৭৩২৯৯৬২ sa@moca.gov.bd	
৩১.	আমার-গ্রাম-আমার-শহর কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে সহযোগিতা সংক্রান্ত	জনাব আহমেদ শিবলী উপসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শাখা-১)	ফোকাল পয়েন্ট	৫৫১০০৯৮৭, ০১৫৫২৫৪৮৫১৩ planning1@moca.gov.bd	
৩২.	WID (Women In Development)	জনাব নাফরিজা শ্যামা যুগ্মসচিব (প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিশাখা)	ফোকাল পয়েন্ট	২২৩৩৯০৬৬৫, ০১৭১২১৩৩২০৩ nafriza.shayma@gmail.com	
		মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন উপসচিব (পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা)	জেন্ডার ফোকাল ডেস্ক	৯৫৪৬৪২১, ০১৭৮৭৬৬১৫৫৬ tangible.sec@moca.gov.bd	

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

- উন্নত সমাজ গঠনে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনসচেতনতার অভাব; তরুণ ও যুব সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও পাঠ প্রবণতা বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রসার এবং অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে দেশীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এ মন্ত্রণালয়ের বড়ো চ্যালেঞ্জ।
- সংস্কৃতিতে বৈশ্বিকীকরণের (globalization) প্রভাব মোকাবেলা;
- সংস্কৃতি বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Sustainable Development Goal-SDG) এবং তার আলোকে নির্ধারিত নির্দেশকসমূহকে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার কাজের সাথে সমন্বয়-সাধন;
- চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে নতুন প্রজন্মের নিকট মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার ও সংরক্ষণ;
- বিদেশি সস্তা সামগ্রীর প্রভাব হতে রক্ষার লক্ষ্যে দেশীয় কারুশিল্পের বিকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- দুর্বৃত্ত ও পাচারকারীদের হাত থেকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন রক্ষা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক শেখ হাসিনা অপেরা হাউস ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পদ্মা সেতু হতে ভাঙ্গা মোড়ের মধ্যবর্তী মহাসড়ক সংলগ্ন সুবিধাজনক স্থানে একটি দৃষ্টিনন্দন এবং দৃশ্যমান শেখ হাসিনা অপেরা হাউজ ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ২৫ থেকে ৩০ একর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর ও উপজেলা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয়ের রয়েছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-এর কেন্দ্রীয় ভবনে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শনী ও বাংলাদেশ উৎসব আয়োজন জেলা পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসসহ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণা ও এ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী ও কবিগণের নামে স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতা রক্ষায় সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষকের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.moca.gov.bd